বিপ্লবী ষ্টালিন ও রুশিয়া

শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত, এম. এ.

ঘোষ এণ্ড সন্স

৩৬ নং ব্রজনাথ দত্ত লেন, কলিকাতা

১৩৫৭

সপরিবারে রুশিয়ার শেষ সম্রাট ২য় নিকোলাস।

জারের সন্তানগণ (মৃত্যুর পূর্ব্বের দৃশ্য) ১৯১৮ ১৭ই জুলাই

সোসালিজিম প্রতিষ্ঠাতা ও রুশিয়ার
প্রধান মন্ত্রী লেনিন
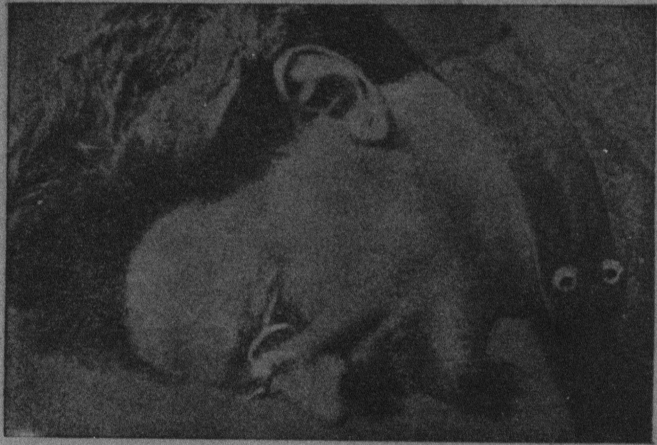
রুশিয়ার প্রথম যুদ্ধ মন্ত্রী ট্রট্স্কী

ভূমিকা

অসাম্যের অপমান ও দুঃখ একদিন সমগ্র বিশ্বকে পীড়িত করেছিল, তাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাম্য, সৌভ্রাত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী প্রচারিত হয়েছিল ফরাসী দেশে, পীড়িত মানবতা সেদিন চেয়েছিল এই মহাতীর্থস্থানের দিকে শান্তি ও সান্ত্বনার আশায়। কিন্তু সাম্য প্রতিষ্ঠায় সে চেষ্টা তাদের ব্যর্থ হল তার কারণ ধনগত বৈষম্য দূর না হলে রাজনৈতিক বৈষম্য দূর হবে না তখনও তা তারা বুঝতে পারেন নি। তাই দ্বিতীয়বার বিপ্লবের প্রয়োজন হল, বিশ্ববাণী আবার ধ্বনিত হল—স্বাজাতিক স্বার্থের ঊর্দ্ধে মানুষের স্বার্থের এবাণী ধ্বনিত হয়েছে এবারে রুশিয়ায়। এ বিপ্লবের হোতা লেনিন আর নেতা ষ্টালিন। বর্ত্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে এদেরই দ্বারা।

লেনিন ছিলেন রুশ বিপ্লবের ঋষি। বিপ্লবী রুশিয়াকে তার জয়যাত্রায় পৌঁছে দিয়েই তিনি নিয়েছিলেন অবসর এ মর জগৎ থেকে। শৈশবে জীবনের পঞ্চদশ বর্ষে যে বালক বিপ্লবের রথচক্রে পা দিয়েছিলেন, বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর রুশিয়ায় জয়যাত্রার রথকে পরিচালনা করতে হয়েছে তাঁকেই বারবার নানা অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। এরই ফলে সোভিয়েট রুশিয়ার ইতিহাস এবং ষ্টালিনের জীবন হয়ে পড়েছে দুই পর্ব্বে বিভক্ত (১) বিপ্লব প্রচেষ্টা, বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর সংগঠন (২) মহাযুদ্ধের সমরায়োজন, মহাযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন। এই দুই পর্ব্বেরই নেতা ষ্টালিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে যখন ছিল সাজ সাজ রব, সেই ধ্বংস ভূমির একপ্রান্তে বসে শক্তির আরাধনা করছিল সোভিয়েট রুশিয়া। তারপরে একদিন এল সেই বিশ্বব্যাপী ধ্বংস রুশিয়াকেই গ্রাস

করতে। এবারেও এ অগ্নি পরীক্ষায় রুশিয়াকে পরিচালনা করলেন ষ্টালিন, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করে দিলেন তাকে। এই পুস্তকে আলোচনা হয়েছে ষ্টালিন জীবনের প্রথম পর্ব্বের—বিপ্লবী জীবনের; দ্বিতীয় পর্ব্বে বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষীতে বিজয়ী ষ্টালিনের জীবনী আমরা পাঠক সমাজকে পরিবেশণ করব শীঘ্রই।

দুর্ধর্ষ প্রতিজ্ঞা

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"এই নতুন জগতে না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করেছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয় কী অসম্ভব সাহস এদের! সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনেপ্রাণে হাজারখানা হয়ে

আঁকড়ে আছে, তার কতদিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগথেকে কত ট্যাক্স আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেছে পর্বত প্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে—ভয়ভাবনা সংশয় কিছুই মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে। পশ্চিম-মহাদেশ বিজ্ঞানের জাদু-বলে দুঃসাধ্য সাধন করে, দেখে মনে মনে তারিফ করি। কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলেছে সেটা থেকে আমি সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছি। শুধু যদি একটি ভীষণ ভাঙচুরের কাণ্ড হত তাতে তেমন আশ্চর্য্য হতুমনা; কেননা নাস্তানাবুদ করবার শক্তি এদের যথেষ্ট আছে; কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। দেরি সইছে না, কেননা জগৎজুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী—যতশীঘ্র পারে এদের খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে—হাতে হাতে প্রমাণ করে দিতে হবে এরা যা চাচ্ছে সেটা ভুল নয়, ফাঁকি নয়। হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ পনেরো বছর জিতবে বলে পণ করেছে। অন্য দেশের তুলনায় এদেব অর্থের জোর সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্দ্ধর্ষ।”

কিন্তু এই দুধর্ষ প্রতিজ্ঞাই যে জয়লাভ করেছে—দশ পনেরো বছর যে হাজার বছরকে অতিক্রম করেছে তার সূচনা রবীন্দ্র নাথ নিজেই দেখে গেছেন। এ নূতন জগতে আজ মানুষে মানুষে ভেদ নেই, তাই যেমন ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব নেই, তেমনি

দৈন্যের কুশ্রীতাও নেই, আছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ ব্যবহার। কত দিন থেকে এরই আয়োজন চলছিল এদেশে, কত কাল থেকে কত লোক এজন্য প্রাণ দিয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেই এরা অসাম্যের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করেছে, স্বাজাতিক স্বশ্রেণীয় স্বার্থের উপরে এরা মানুষের স্বার্থকে স্থান দিয়েছে।

ধন শক্তিতে দুর্জ্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গন দেশে দাঁড়িয়ে নবজাগ্রত রুশিয়া যখন নির্ধনের শক্তি সাধনায় প্রবৃত্ত, সমগ্র জগৎ তাকে ব্যঙ্গ করেছে, পুঁজীবাদী ইউরোপের ভ্রূকুটি কুটিল নেত্র তাকে এ সাধনায় প্রতিনিবৃত্ত হতে বলেছে, কিন্তু শক্তিশালীর শক্তিকে ওরা ভয় করেনি, ধনশালীর ধনকে ওরা উপেক্ষা করেছে। তাই আজ জগতজুড়ে গড়ে তুলেছে ওরা নির্ধনের রাজ্য, গড়ে তুলেছে অশক্তের শক্তি—যেখানে আছে নির্ধনের আত্মমর্য্যাদা, অশক্তের আত্মপ্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্যের জমিতেই সোনার ফসল।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এদের পথ ছিল পূর্ব্বতন দুঃশাসনের প্রভূত আবর্জ্জনায় দুর্গম। ঘরে বাইরে এদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চলতে হয়েছে। এরা একা, অত্যন্ত ভাঙাচোরা একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার বোঝা নিয়ে। যে আত্মবিপ্লবের প্রবল ঝড়ের মুখে এরা নবযুগের ঘাটে পাড়ি দিলে সেই বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য সহায় ছিল ইংলণ্ড ও আমেরিকা। অর্থ সম্বল এদের সামান্য—বিদেশের মহাজনী গদিতে এদের ক্রেডিট নেই। দেশের মধ্যে কলকারখানা এদের যথেষ্ট পরিমাণে

না থাকাতে অর্থ উৎপাদনে এরা শক্তিহীন। এই জন্যে কোনমতে পেটের ভাত বিক্রি করে চলছে এদের উদ্যোগপর্ব্ব। অথচ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকলের চেয়ে যে অনুৎপাদক বিভাগ—সৈনিক বিভাগ—তাকে সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের অনিবার্য্য। কেননা আধুনিক মহাজনী যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এদের শত্রু এবং তারা সকলেই আপন আপন অস্ত্রশালা কানায় কানায় ভরে তুলেছে।”

লীগ অব নেশনসের পালোয়ানরা তখন শান্তি চাই বলে হাঁক পাড়ছিল জগৎজুড়ে, কিন্তু গুণ্ডাগিরির উদ্যোগপর্ব্বের আয়াশ চলছিল এরই অন্তরালে। সাম্রাজ্যবাদী দেশে চলছিল যখন অস্ত্রশস্ত্রর কাঁটা বনে চাষ, তখন রুশিয়াই করছিল অন্নের চাষ নিজের জন্য। নিপীড়িত মানব সমাজের জন্য দুঃখের অন্ন এরাই তখন সংগ্রহ করছিল।

জগৎকে রুশিয়া শিখিয়েছে, নির্য্যাতীতের দল, নিরুপায়ের দল জগৎজুড়ে। কিন্তু তারা দুর্বল নয়, দুঃখের জোরই তাদের বড় জোর। এই দুঃখই মনুষ্যত্বের আঙ্গিনায় তাদের পরস্পরকে মিলাবে

পৃথিবীতে আজ যে দুঃখজীবীরা নড়ে উঠেছে, দারিদ্র্যকে, অপমানকে ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে রুশিয়াই পড়েছিল সে পথের প্রথম রেখা।

জনসাধারণ এখানে ভদ্রলোকের আওতার দ্বারা ঢাকা হয়ে পড়ে নেই, যারা যুগে যুগে নেপথ্যে ছিল তারা এখন প্রকাশ্যে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বছর দশেক আগে এরা

আমাদেরই দেশের জন মজুরদের মতোই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল, তাদেরই মতো অন্ধ সংস্কার এবং মূঢ় ধার্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েছে, পরলোকের ভয়ে পাণ্ডা পুরুতদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা আর ইহলোকের ভয় রাজপুরুষ মহাজন ও জমিজারদের হাতে; যারা এদের জুতোপেটা করত তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল। হাজার বছর থেকে এদের প্রথা পদ্ধতির বদল হয় নি, যানবাহন চরকাঘানি সমস্ত প্রপিতামহের আমলের, হালের হাতিয়ারের হাত লাগাতে বললে বেঁকে বসত। আমাদের দেশে তেত্রিশ কোটীর পিঠের উপর যেমন চেপে বসেছে ভূত কালের ভূত, চেপে ধরেছে তার দুই চোখ— এদেরও ঠিক তেমনিই ছিল। কটা বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার অক্ষমতার পাহাড় নড়িয়ে দিলে যে কী করে সে কথা এই হতভাগ্য ভারতবাসীকে যেমন একান্ত বিস্মিত করেছে এমন আর কাকে করবে বলো?”

সকল দেশে, জগতের পরিচয়ের ইতিহাসে যারা মূক এবং মূঢ় বলে পরিচিত জীবনের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত, অন্তর বাহিরের দৈন্যের তলায় চাপা পড়ে গেছে যাদের মন, রুশিয়ায় তারাই আজ জগতের সম্মুখে বেরিয়ে এসেছে তাদের চিত্ত সম্পদের প্রাচুর্য্য নিয়ে। তাদের অপব্যয় গেছে ঘুচে, অবিচারের দিন হয়ে গেছে শেষ।

রুশিয়া ভ্রমণ কালে এক ককেশীয় যুবতী রবীন্দ্রনাথকে বলেছিল, আমরা ককেশীয় রিপাব্লিকের লোকেরা বিশেষ করেই

অনুভব করি যে, অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে আমরা যথার্থ স্বাধীনতা এবং সুখ পেয়েছি। আমরা নতুন যুগ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত, তার কঠিন দায়িত্ব খুবই বুঝি, তার জন্য চূড়ান্ত রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে আমরা রাজী। দোভাষীকে বলেছিল, কবিকে জানাও, সোভিয়েট-সম্মিলনের বিচিত্র জাতির লোক তাঁর মারফত ভারতবাসীদের পরে তাদের আন্তরিক দরদ-জানাতে চায়। আমি বলতে পারি যদি সম্ভব হত আমার ঘর দুয়ার আমার ছেলেপুলে সবাইকে ছেড়ে তাঁর স্বদেশীয়ের সাহায্য করতে যেতুম।”

কিন্তু কি করে এ সম্ভব হল? যারা মূক ছিল তারা আজ ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত, যারা অক্ষমছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরুক, অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল যারা তারা সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে সকলের কাছে সম্মানের আসন অধিকার করেছে। কোন্ অমোঘ শক্তি বলে এ সম্ভব হল? কোন যাদুকর এদের জীবনে এই সোনার কাঠি ছুইয়ে দিলে? এই নব জাগ্রত রুশীয়ার সৃষ্টি-কর্ত্তা বলে যদি একক কেউ থাকেন তিনিই ষ্টালিন। তাঁরই বৈপ্লবিক সাধনা জাতিকে নব জীবনে স্পন্দিত করে তুলেছে, জাতিকে তিনি দিয়েছেন চেতনা, দিয়েছেন অন্ন, দিয়েছেন কর্মশক্তি; এরই বলে রুশশ্রমিক আজ জগতের কাছে সম্মানের আসন দাবী করে, রুশিয়ার কিষাণ অকুণ্ঠ মর্য্যাদায় জগতে তার আত্ম-পরিচয় প্রচার করে।

মুক্তির প্রতীক

রুশিয়ায় তখন জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজত্বকাল। রাজ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই তবুও প্রজাদের কারও মনে শান্তি ছিলনা। পুলিশের সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদেরই স্বাধীনভাবে চলাফেরা বন্ধ করবার জন্য। স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করবার উপায় ছিলনা কারও, সংবাদপত্রের মুখবন্ধ করবার চেষ্টা চলছিল সর্বতোভাবে।

১৮৭৯ খৃঃ অব্দের ২১শে ডিসেম্বর জর্জিয়ার অন্তর্গত টাইফ্লিস প্রদেশের গোরি সহরে এই সময়ে এক শিশুর জন্ম হয়। বাপ মা ডাকতেন তাকে সোসা বলে, কেউ জানত তাকে কোবা নামে, কেউ বা জানত নিজারেজ বলে। বাপ মা তাঁর আসল নাম ঠিক করেছিলেন জোসেফ জুগাসভিলি। বড় হ'য়ে এই নামেই সে পরিচিত হবে এই হয় ত ছিল সেদিন তাদের আশা। কিন্তু সমগ্র জগৎ এই শিশুর পরিচয় জানল, জুগাসভিলি বলে নয়, ষ্টালিন বলেই।

১৯২৯ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে ষ্টালিনের জীবনের ৫০ তম বর্ষ পূর্ণ হয়। এই সময়ে সমগ্র রুশিয়া তাঁকে বিপুল ভাবে অভিনন্দিত করে। সমগ্র জাতি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে এই সম্বর্দ্ধনার উত্তরে ষ্টালিন বলেন, আপনাদের এই অভিনন্দন আমি আপনাদের পার্টির প্রতি অভিনন্দন বলেই মনে করছি। এই পার্টিই আমাকে সৃষ্টি করেছে, তারই আদর্শে আমাকে গঠন করেছে। বন্ধুগণ, ভবিষ্যতেও আমি

শ্রমিকশ্রেণীর কাজে আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত, সবহারাদের বিপ্লব আমি সার্থক করে তুলতে চাই। সকল প্রচেষ্টা দিয়ে আমি বিশ্বে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করব, প্রয়োজন হ'লে এজন্য শেষ রক্তবিন্দুটী পর্য্যন্ত একাজে আমি নিঃশেষ করে দিয়ে যাবো, এতে আপনাদের যেন কোন সন্দেহ না থাকে।

এ ছিল ষ্টালিনের অন্তরের কথা, তাই জাতিও সেদিন একথা বিশ্বাস করতে দ্বিধা করেনি। এই জন্যই জাতির চক্ষে ষ্টালিন আজ শুধু তাদের সাহসিকতা নয়, তাদের দেশপ্রেমও দেশাত্মবোধেরও প্রতীক। সোভিয়েট আজ উচ্চস্বরে ঘোষণা করছে—ষ্টালিনের জন্য, জাতির জন্য, তারা জীবন বিসর্জন করতেও প্রস্তুত। লালফৌজ এই ধ্বনি নিয়েই অগ্রসর হয়ে যায়, শত্রুকে পদদলিত করে, বিজয়ের উচ্চশীর্ষে সোভিয়েট পতাকা আরোপিত করে।

সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট ষ্টালিন তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, তাদের বিজয়ের প্রতীক। শত্রু সৈন্য যখন সোভিয়েট রুশিয়ার পূর্ব সীমান্ত আক্রমণ করেছিল, "ষ্টালিনকে চাই, ষ্টালিন শাসনতন্ত্রকে চাই!" এই ধ্বনি নিয়েই দুর্ধর্ষ লালফৌজ সেদিন সে আক্রমণ প্রতিহত করেছিল।

সমগ্র সোভিয়েট রুশিয়ায় আজ ষ্টালিনের নাম মুক্তির প্রতীক, তাদের যশ ও সম্মানের প্রতীক। এই নাম তাদের মধ্যে নূতন প্রেরণা আনে, জাতির বিজয়যাত্রায় তাকে সম্মুখের পথে পরিচালিত করে। পাপানিন ও তার সঙ্গিগণ এই নাম নিয়েই চালিয়েছিল উত্তর মেরুতে তাদের বিজয়াভিযান।

ষ্টাখানোভাট নরনারীর দল এই নাম হ'তে যে প্রেরণালাভ করেছিল, তারই বলে তারা অতিক্রম করেছিল সমগ্র জগতের উৎপাদনক্ষমতা, জাতিকে সুমহৎ লক্ষ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। সাহসী রুশ বৈমানিক উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধতর সোভিয়েট আকাশে উড়ে বেড়ায়, সেখানেও তারা প্রেরণা পায় ষ্টালিনের কাছ থেকেই। রুশ জনসাধারণ আদর করে তাদের বলে থাকে "ষ্টালিনের বাজপাখী দল"।

রুশ বালকবালিকার নিকট ষ্টালিন আজ তাদের আদর্শ, আমরা লেনিন হব, ষ্টালিন হব—এই তাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা। পার্টির আহ্বানে, ষ্টালিনের আহ্বানে সোভিয়েট যুবক দল গড়ে তোলে সমাজতন্ত্রী শিল্প, গড়ে তোলে প্রকাণ্ড সহর, বিরাট নৌবহর, শিল্প ও কৃষিকার্য্যে তারা প্রবর্ত্তন করে নূতন সৃষ্টিধারা।

সোভিয়েট রুশিয়ায় বিভিন্ন ভাষায় আজ ষ্টালিনের যশ গীতি। ষ্টালিন তাদের মহান নেতা, তাদের গুরু, তাদের বন্ধু। সমগ্র জাতির অপরিসীম শ্রদ্ধা এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই মুখর হ'য়ে উঠে। সোভিয়েট জগতে ষ্টালিনের নাম রাজনৈতিক ঐক্যের চেতনা আনে।

শুধু রুশিয়ায় নয়, ষ্টালিন আজ সমস্ত নিপীড়িত জগতে আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, সর্বহারাদের নিকট এই নামই তাদের বিজয়ের শঙ্খধ্বনি, তাদের শান্তি, সুখ, সম্পদের বাণী।

সোভিয়েট রুশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদ জয়ী হ'য়েছে, ষ্টালিনই জাতির গলায় পরিয়ে দিচ্ছে বিজয়মাল্য, সোভিয়েট রুশিয়াকে

জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেছে। তাই ষ্টালিন আজ জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। মার্ক্স, এঞ্জেল এবং লেলিনের ভাবধারা এই মহাপুরুষের মধ্য দিয়েই সার্থক হয়ে উঠেছে। নিপীড়িত বিশ্ব আজ স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে আছে এই অপরাজেয় বীর বিপ্লবীর প্রতি।

শৈশবে

উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে জর্জিয়া রুশিয়ার অন্তর্ভূক্ত হয়। জর্জিয়াবাসীরা চিরকালই দেশভক্ত। অধিবাসী পুরুষেরা দীর্ঘাকৃতি, সুপুরুষ। মেয়েরা একটু বেঁটে কিন্তু সুগঠিত বক্ষ। ষ্টালিনের পিতা ভিসারিঅন জুগাসভিলি ছিলেন কৃষক শ্রেণীর লোক। টাইফ্লিস প্রদেশেরই ডিসিলিও গ্রামে ছিল প্রথমে তাঁর বাসভূমি। জীবিকা হিসাবে তিনি মুচির ব্যবসায় গ্রহণ করেন। পরে এডেলখানোভ জুতা ফ্যাক্টরীতে তিনি একটি কর্ম সংগ্রহ করেন। ষ্টালিনের মাতা একাটেরিনার জন্মও কৃষক পরিবারে। গাম্বারেউলি গ্রামে ছিল তার পৈতৃক বাস ভূমি। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে ষ্টালিনের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। ঐ বৎসর শরৎকালে তিনি গোরির পাদ্রী স্কুলে ভর্ত্তি হন। ছয় বৎসরে এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত তিনি করেন এবং ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে তিনি টাইফ্লিসে গিয়ে থিওলজিক্যাল সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। পুত্র পাদ্রী হবে পিতার এই ছিল ইচ্ছা। কিন্তু ভবিতব্য তার জন্য লিখছিল অন্য লেখা।

এর বহু আগেই ইউরোপে শিল্প কারখানার মধ্য দিয়ে

ধনতন্ত্রবাদের প্রসার হয়েছিল। রুশিয়া কৃষি প্রধান দেশ বলেই এই ঢেউ এসে পৌঁছল বিলম্বে। ষ্টালিনের শৈশবে এই ঢেউএর সঙ্গেই পরিচয় হল তার। রুশিয়ায় পুঁজিবাদ দেখা দিল, এবং এর পরিণতি হিসাবে আরম্ভ হল শ্রমিক আন্দোলন। সমগ্র রুশিয়ায় মার্ক্সবাদ ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল লেনিনের প্রতিষ্ঠিত —"দি সেণ্টপিটার্সবুর্গ লিগ অব ষ্ট্রাগল ফর দি এমানসিপেশন অব দি ওয়ার্কিং ক্লাস", তাঁরই নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল এ প্রতিষ্ঠান। দেশব্যাপী সোস্যাল ডিমোক্রাটিক আন্দোলনের প্রেরণাও ছিল এই প্রতিষ্ঠানের। শ্রমিক আন্দোলনের এ ঢেউ ট্রান্সককেশিয়া পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল। ধনতন্ত্রবাদ তখনও এ প্রদেশে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি, কৃষি প্রধান অনুন্নত এ অঞ্চলে সমস্ত পুরাতন প্রথা তখনও লোপ পায় নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এল বিদেশী মূলধন, বিরাট তোড়জোড়ে আরম্ভ হ'ল যন্ত্রদেবতার পূজা উৎসব, অল্প দিনের মধ্যেই খনি ও তৈল শিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল এ অঞ্চল, সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হ'ল শ্রমিকদের শোষণ ও নিপীড়ন এবং এরই আনুসঙ্গিক পরিণতি হিসাবে শ্রমিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের অতি গোড়া থেকেই ষ্টালিন যুক্ত হয়ে পড়লেন এর সঙ্গে।

যে সব মার্ক্সপন্থী বিপ্লবী জারশাসনের বিরাগভাজন হয়ে পড়ছিলো এই সময়ে তাদেরই নির্বাসন চলছিল ট্রান্স-ককেশিয়ার এই অঞ্চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছিল এ অঞ্চলের শ্রমিক আন্দোলন। মার্ক্সবাদের

প্রচারকার্য্য চলছিল বিপুল উৎসাহে। টাইফ্লিস সেমিনারীর তরুণ ছাত্রদল ছিল এই অঞ্চলের সমস্ত আন্দোলনের শক্তি। জাতীয়তাবাদী স্যারোডজম হ'তে আন্তর্জাতিকতাবাদী মার্ক্সিজম সকলেরই স্থান ছিল এখানে। টাইফ্লিস সেমিনারী ছিল এই সময়ে বহু গুপ্ত সমিতির কেন্দ্র। এই প্রতিবেশের মধ্যেই ষ্টালিন বিপ্লবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে পড়লেন। বিপ্লবান্দোলনে ষ্টালিন যখন যোগ দিলেন তখন তার বয়স ১৫ বৎসর।

জার্মাণ সাহিত্যিক এমিল লুডউইগের নিকট পরবর্ত্তীকালে ষ্টালিন আপনার সম্পর্কে একদিন বলেছিলেন, "১৫ বৎসর বয়সে আমি বিপ্লবান্দোলনে যোগ দিয়েছি। ট্রান্সককেশিয়ার কয়েকটী মার্ক্সপন্থী গুপ্ত দলের সঙ্গে এই সময় আমার পরিচয় হয়। এই দলগুলির প্রভাব সে সময়ে আমার উপর বিশেষ ভাবে পড়েছিল, আমার জীবনে মার্ক্সপন্থী লেখার প্রতি অনুরাগ এখান থেকেই সুরু হয়।"

১৮৯৬ এবং ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে টাইফ্লিস সেমিনারীতে মার্ক্সীয় পাঠ চক্রের পরিচালনা ভার ছিল ষ্টালিনের উপর। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে ষ্টালিনের নাম যথারীতি সোস্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টির টাইফ্লিস শাখার সদস্য তালিকাভুক্ত হয়। ইহাই জর্জিয়ার প্রথম সোস্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টি, "মেসামে ডাসী" দল নামেই বাইরে ছিল এদের পরিচয়। ১৮৯৩-৯৮ খৃঃ অব্দে জর্জিয়ায় মার্ক্সীয় আদর্শ প্রচারে এরাই ছিল প্রধান উদ্যোক্তা। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক যারা গুপ্ত আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিল না তাদের বলা হ'ত "লিগাল

মার্ক্সিষ্ট", বুর্জোয়া ন্যাশনালিজমই ছিল এদের আদর্শ। অপেক্ষাকৃত সংখ্যাল্প বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন ষ্টালিন। মার্ক্সীয় বিপ্লবী আদর্শে এরা ছিল অনুপ্রাণিত, এই আদর্শ প্রচারই ছিল এদের ব্রত।

এই সময়ে মার্ক্সীয় দর্শন, মার্ক্সীয় বিপ্লবের ভাব ধারার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ষ্টালিনের প্রবল আগ্রহ হয়। তিনি কঠোর পরিশ্রমে "কেপিটাল", "কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো" প্রভৃতি গ্রন্থ পড়তে আরম্ভ করেন। প্রকৃত পক্ষে, এই সময়ে মার্ক্স্ স ও এঙ্গেলসই ছিল তার সকল সময়ের সঙ্গী। "নারোডিজম", "লিগ্যাল মার্ক্সীজম", "ইকোনমিজম" প্রভৃতির বিরুদ্ধে লেনিনের যুক্তিসমূহও তিনি ভাল করে বুঝে নিলেন। এই সময় হ'তেই লেনিনের বিপ্লবী ভাবধারার পরিপূর্ণ আদর্শ ষ্টালিনকে আকর্ষণ করতে থাকে। ষ্টালিনের বন্ধুদের মধ্যে একজন জানিয়েছেন, লেনিনের একটা প্রবন্ধ পড়ে ষ্টালিন বলেছিলেন, আমি যে কোন প্রকারে তার সঙ্গে দেখা করবই।

ক্রমে ষ্টালিন লেনিনের ভক্ত হয়ে উঠলেন। মনে মনে তাঁকে পূজো করতে লাগলেন। ১৯০০ খৃঃ অব্দে সাইবেরিয়া থেকে মুক্তি পেয়ে লেনিন সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে পার্টি সংগঠনের কাজে মন দিয়েছিলেন। লেনিনের একজন বন্ধু এই সময়ে টাইফ্লিসে আসেন। তার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের ফলে লেনিন সম্বন্ধে ষ্টালিনের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়। সমগ্র রুশিয়াব্যাপী বিপ্লবের নেতৃত্ব করবার যোগ্যতা একমাত্র লেনিনেরই আছে, একথা নিঃসংশয়ে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন।

কিশোর বিপ্লবী

শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার, রুশ সরকারের প্রতি তাদের অসন্তোষ বৃদ্ধি করা, তাদের নিয়ে গোপনে বেআইনী সভা সমিতি করা, তাদের মধ্যে পুস্তিকা ও হ্যাণ্ডবিল প্রচার, ধর্ম্মঘট পরিচালিত করা, প্রথম বিপ্লবজীবনে ইহাই ছিল ষ্টালিনের কাজ।

এই সময় সম্পর্কে ষ্টালিন ১৯২৬ সনের ১৬ই জুনের প্রাভদাপত্রিকায় লিখেছেন, ১৮৯৮ খৃঃ অব্দের কথা আমার মনে পড়ে। রেলওয়ে কাজ হতে শ্রমিকদের পাঠ চক্রের ভার এই সময়েই আমার উপর পড়ে। এই খানেই বিপ্লবান্দোলনে আমার হয় দীক্ষা লাভ, টাইফ্লিসের শ্রমিকদের কাছেই আমার এই শিক্ষালাভ হয়েছিল।

সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা সেমিনারী কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যের অঙ্গ ছিল। কিশোর বিপ্লবী ষ্টালিন একদিন তাদের এই কর্ত্তব্যের যূপকাষ্ঠেই বলি হ'ল। মার্ক্সীয় প্রচার কার্য্যের জন্য ১৮৯৯ সালের ২৯শে মে তাকে সেমিনারী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। কিছুদিন পর্য্যন্ত তার জীবিকার্জ্জনই দুরুহ হ'য়ে উঠল, পরে টাইফ্লিস অবজারবেটরীতে তিনি একটি কর্ম সংগ্রহ করে নিলেন। এই সময় হতেই ষ্টালিন হয়ে উঠলেন টাইফ্লিস সোস্যাল ডিমোক্রাটিক দলের অন্যতম নেতা। শ্রমিক সাধারণের মধ্যে প্রচারপত্র বিলি ক'রে, জার গবর্ণমেন্ট ও ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ সমূহ সুস্পষ্ট ক'রে

তাহাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করা, সরকারী গুপ্তচর বিভাগকে ফাঁকি দিয়ে বিনা নোটিশে সভাসমিতির ব্যবস্থা করা এই ছিল সমিতির কাজ। পার্টির অধিকাংশ সদস্য এই বিপ্লবাত্মক নীতি সমর্থন করেন নি। কিন্তু ষ্টালিন নির্বাচিত কয়েকজন কর্ম্মী লইয়া অধিকাংশ সদস্যের বিরোধিতা সত্বেও এই পথেই পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন। ষ্টালিন বুঝেছিলেন এই বিপ্লবের পরই জাতির মুক্তিপথ।

এই কার্য্যে ষ্টালিন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু পেয়েছিলেন। এই সময়ে ভিক্টর কুরোআটোভস্কীর সাহায্য না পেলে ষ্টালিনের পক্ষে দলের বিরোধিতা অতিক্রম করা সম্ভব হ'ত কিনা সন্দেহ। কুরোআটোভস্কী ছিলেন মার্ক্সীয় নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। তিনি ছিলেন লেনিনের সহকর্মী ও সমর্থক। ট্রান্সককেশিয়ায় লেনিনের মতবাদ প্রচারের জন্যই তিনি টাইফ্লিসে আসেন। ১৯০০ খৃঃ অব্দের শরৎ কালে তিনি টাইফ্লিসে পদার্পণ করেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি মেসামে-ডাসী সংখ্যাল্পদলের সংস্পর্শে আসেন এবং ষ্টালিনের অকৃত্রিম বন্ধু ও সহকর্মী হইয়া পড়েন।

১৯০০ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে লেনিনের 'ইসক্রা' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মতবাদ প্রথম হ'তেই ষ্টালিনকে আকর্ষণ করেছিল, পত্রিকার নীতি ষ্টালিন ও ট্রান্স-ককেশিয়া বিপ্লবীদলের সমর্থন লাভ করেছিল। রুশিয়ায় প্রকৃত মার্ক্সপন্থী বিপ্লবীদলের স্রষ্টা যে লেনিন এ সম্বন্ধে ষ্টালিনের আর কোন সংশয় রইল না। এ সম্পর্কে ষ্টালিন লিখেছেন ঃ—

"উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে লেনিনের কর্মধারার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ১৯০০ খৃঃ অব্দে ইসক্রা প্রকাশিত হইবার পরে এই পরিচয় আরও নিবিড় হয়। এই পরিচয়ের ফলেই আমি বুঝেছিলাম, লেনিনের বিপ্লবী প্রতিভা সাধারণ নহে। তিনি শুধু দলের নেতা নন, তিনি দলের প্রকৃত স্রষ্টা। রুশিয়ার অন্তর ও তাহার প্রকৃত সমস্যাকে একমাত্র তিনিই বুঝেছেন। যখনই আমি প্লেখানোভ, মার্টোভ, আক্সেলরভ এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করি, তিনি সবার বহু উর্দ্ধে বলেই আমার মনে হয়। এদের সঙ্গে তুলনায় লেনিন একজন নেতামাত্র নন, পার্টীর তিনিই সব। লেনিন পাহাড়ী ঈগল, সহস্র বিপদের সম্মুখেও তাহার ভয় নাই। রুশ বিপ্লবান্দোলনের যে সমস্ত ক্ষেত্র তখনও ছিল অনাবিষ্কৃত, সেই খানেই তিনি পার্টীকে পরিচালিত করছিলেন।"

ষ্টালিনের বহু লেখায় লেনিনের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। একস্থানে তিনি লিখেছেন—১৯০৩ খৃঃ অব্দে লেনিনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কিন্তু তখনও ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হয় নি, চিঠি পত্রের ভিতর দিয়ে হচ্ছিল পরিচয়। কিন্তু তবুও এ পরিচয় ছিল নিবিড়, আমার বিপ্লবীজীবনে এই ঘনিষ্টতা যে গভীর রেখাপাত করেছিল দীর্ঘদিনেও তা মুছে যায় নি। আমি ছিলাম সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। সেখানেই লেনিন আমার কাছে চিঠি লিখতেন। লেনিনের চিঠিগুলি ছিল ছোট ছোট, কিন্তু এর মধ্যে থাকত পার্টীর

কাজের নির্ভীক সমালোচনা, ভবিষ্যতে কি ভাবে কাজ করতে হবে তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

লেনিনের বিপ্লবী শক্তির উপর ষ্টালিনের ছিল অপরিসীম বিশ্বাস। বিপ্লবী হিসাবে লেনিনের পথ তিনি নিজের পথ বলেই মনে করতেন।

জর্জিয়ান বিপ্লবীনেতা

১৯০০ খৃঃ অব্দে এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ায় তখন দারুণ অর্থসঙ্কট চলছে। এর চাপে এবং সোস্থাল ডিমোক্রাটদের প্রচারের ফলে টাইফ্লিসে আরম্ভ হল ধর্মঘট। এক ফ্যাক্টরী হ'তে অন্য ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ১৯০০ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে রেলওয়ে ফ্যাক্টরী এবং লোকো অফিসে প্রথম ধর্মঘট আরম্ভ হয়। ১৯০১ খৃঃ অব্দে পার্টির টাইফ্লিস-কেন্দ্রে 'মেদিবস' বিরাট সমারোহে অনুষ্ঠিত হল। এ অনুষ্ঠানের ভার নিয়েছিলেন ষ্টালিন। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে ইসক্রায় লেনিন লিখেছিলেন—সমগ্র ককেশাসের পক্ষে এ ঘটনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। ককেশাস অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনে পরবর্ত্তীকালে এ অনুষ্ঠানের প্রভাব পড়েছিল। ফলতঃ ষ্টালিনের নেতৃত্বেই জর্জিয়ায় শ্রমিক আন্দোলন প্রচারণার পথ ত্যাগ করে গণআন্দোলনে পরিণত হয়।

জর্জিয়ায় বিপ্লবান্দোলনের এই শক্তি বৃদ্ধি দেখে জার গবর্ণমেণ্ট আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। আন্দোলনের গতিরোধ করার জন্য তারা কঠোর হস্তে দমননীতি প্রয়োগ করতে আরম্ভ

করলেন। যে অবজার্ভেটরীতে ষ্টালিন কাজ করতেন ১৯০১ খৃঃ অব্দের ২১শে মার্চ রাত্রিতে পুলিশ সেখানে তল্লাসী করে। ষ্টালিনের বাসস্থানেও তল্লাসী হয়। ষ্টালিনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও ছিল। ষ্টালিন একথা আগে থেকেই জানতে পেরে গা ঢাকা দেন। এখান হ'তেই আরম্ভ হ'ল ষ্টালিনের বিপ্লবী জীবনের দুঃসাহসিক ব্রত।

কিন্তু সমস্ত দমননীতি ব্যর্থ হ'ল। টাইফ্লিসে বিপ্লবান্দোলনের অগ্রগতি অব্যাহত ভাবেই চলল। ষ্টালিন তাঁর গোপন অবস্থান থেকেই এর মধ্যে প্রাণশক্তি সঞ্চার করতে লাগলেন! ১৯০১ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে "বর্জোলা" প্রকাশিত হ'ল। জর্জিয়ায় সোস্যাল ডিমোক্রাটিক দলের ইহাই প্রথম পত্রিকা। "বর্জোলা" শব্দের অর্থ সংগ্রাম। যাদের চেষ্টায় এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাঁদের মধ্যে ষ্টালিন ও কেটসখোভেলীর নাম উল্লেখযোগ্য। ষ্টালিন এই পত্রিকার আদর্শ লেনিনের 'ইসক্রা' থেকেই গ্রহণ করেন।

কিন্তু "বরজোলা" প্রকাশিত হওয়ার পরে বেশীদিন ষ্টালিন টাইফ্লিসে ছিলেন না। টাইফ্লিস কমিটির নির্দেশে নভেম্বর মাসের শেষদিকে ষ্টালিন তাঁর বৈপ্লবিককেন্দ্র বাটুমে স্থানান্তরিত করেন। ককেশাসের শ্রমিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে বাটুমের স্থান তৃতীয়। প্রথম দুইটী যথাক্রমে বাকু ও টাইফ্লিস। বাটুমে পৌছেই ষ্টালিন বিপুল উৎসাহে কাজ আরম্ভ করলেন। বিশিষ্ট কর্মীগণের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন, পাঠচক্রগুলি তিনি নিজেই পরিচালিত করতেন। রথসচাইল্ড ও মনশেভ

ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক ধর্মঘট ষ্টালিন নিজেই পরিচালনা করেন। এই সময়ে তিনি পল্লী অঞ্চলে বৈপ্লবিক প্রচারকার্য্য আরম্ভ করে দেন। তাঁরই চেষ্টায় এই সময় সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টি'র বাটুম-কমিটি গঠিত হয়। ১৯০২ খৃঃ অব্দের ৯ মার্চ বাটুমের শ্রমিকগণ এক শোভাযাত্রায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ষ্টালিন নিজেই নিয়েছিলেন এর পরিচালনা ভার। শোভাযাত্রার পুরোভাগে তিনি নিজেই ছিলেন।

এই ভাবে সমগ্র ট্রান্সককেশিয়ায় গড়ে উঠল এক বিরাট বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান। ষ্টালিন ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের নেতা। জর্জিয়ান, আর্মিনিয়ান, আজেরবাইজানীয়ান, এবং রুশ সকল জাতীয় লোকই ছিল এর সদস্য। পরবর্ত্তীকালে লেনিন বহুবারই একে আদর্শ বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করেছেন।

অল্পদিনের মধ্যেই ষ্টালিনের নেতৃত্বে বাটুমের শ্রমিক আন্দোলন এমন শক্তিশালী হয়ে উঠল যে এরা কর্ত্তৃপক্ষের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আন্দোলনের নেতাদের সন্ধানে পুলিশ সমস্ত সহর ওলটপালট করতে আরম্ভ করল। ১৯০২ সনের ৫ এপ্রিল পুলিশ ষ্টালিনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে প্রথমে বাটুম জেলে রাখা হয় কিন্তু ১৯০৩ সনের ১৯শে এপ্রিল তাঁকে কুটাইস জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি আচরণের জন্য এই জেল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। কুটাইস থেকে ষ্টালিনকে আবার বাটুম জেলে নিয়ে আসা হয়। কি বাটুম জেলে, কি কুটাইস জেলে বাইরে

বিপ্লবান্দোলনের সঙ্গে ষ্টালিনের যোগাযোগ কখনই ছিন্ন হয়নি। জেলে বসেই তিনি মেনশেভিক ও বলশেভিকের মধ্যে বিরোধের সংবাদ পান। জেল হ'তেই তিনি লেনিনের প্রতি তাঁর সমর্থন জানান।

১৯০৩ সনের নভেম্বর মাসে ষ্টালিনকে তিন বৎসরের জন্য নোভায়া উদা গ্রামে নির্বাসিত করা হয়। এই গ্রাম পূর্ব সাইবেরিয়ার ইর্খুটস্ক প্রদেশে অবস্থিত। এখানে বসেই ষ্টালিন লেনিনের কাছ থেকে এক চিঠি পান। এই চিঠি সম্পর্কে ষ্টালিন লিখেছেন :—১৯০৩ সনে লেনিনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। এ ব্যক্তিগত পরিচয় নয়, চিঠিপত্রের মারফৎ চলছিল আমাদের আলাপ আলোচনা। সমগ্র জীবনে এ সব চিঠির কথা আমি ভুলবনা, পার্টির কাজের মধ্যেও কখনো ভুলতে পারিনি। আমি তখন ছিলাম সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে।"

নির্বাসনে ষ্টালিনকে অধিকদিন কাটাতে হয়নি। বৈপ্লবিক কর্মপ্রেরণা যার জীবনের ব্রত, নির্বাসনের কর্মহীন জীবন তার জন্য নয়। মুক্তির অগ্রদূত নিজেই মুক্তির জন্য ব্যাকুল হলেন। ১৯০৪ সনের ৫ই জানুয়ারী তিনি নির্বাসন থেকে পালালেন। ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বাটুমে ফিরে এলেন, এবং সেখান থেকে গেলেন আবার টাইফ্লিসে।

মেনশেভিক ও বলশেভিক

জেলে ও নির্বাসনে দুই বৎসর অবস্থানের পরে ষ্টালিন যখন ফিরে এলেন তারপূর্বেই মেনশেভিক ও বলশেভিকদের শক্তি

পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। সোশ্যাল ডিমেক্রোট দলের যে অংশ পূর্বে প্রচার মূলক আন্দোলনে বিশ্বাস করত, তাহাই ক্রমে দক্ষিণ পন্থী হয়ে মেনশেভিক নাম নেয়। বৈপ্লবিক সংগ্রামের ফলে জার গবর্ণমেণ্টের পতন হবে এবং দলের পক্ষে সমগ্র ক্ষমতা গ্রহণ করা সম্ভব হবে এ বিশ্বাস তাদের ছিল না। তাই ক্রমিক পর্য্যায়ে ক্ষমতা লাভই ছিল তাদের লক্ষ্য। কিন্তু বলশেভিকরা ছিলেন বামপন্থী—চরমপন্থী। জয় কিংবা পরাজয় এই জানত তারা। ১৯০৪ সালের গ্রীষ্মকালে প্লেখানোভের সহায়তায় এবং ক্রাসিস ও নস্কোভ নামক দুইজন বলশেভিকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মেনশেভিকদল সেণ্ট্রাল কমিটি দখল করে বসল। তারা লেনিনের 'ইসক্রা' পত্রিকাও হস্তগত করল। লেনিন বুঝলেন, মেনশেভিকদের দল থেকে বিতাড়িত করতে না পারলে দল ক্রমে বৈপ্লবিক্ কর্মপ্রেরণা হারিয়ে ফেলবে। তাই তিনি বিশেষ ঐকান্তিকতার সঙ্গেই একাজে ব্রতী হ'লেন। ট্রান্সককেশাসে একাজে লেনিনের সহায় ছিলেন ষ্টালিন। ষ্টালিন তখন ককেশাস বিপ্লবীদলের অবিসম্বাদী নেতা। বাটুম, চিয়াটুরী, কুটাইস, টাইফ্লিস, বাকু এবং পশ্চিম জর্জিয়ার পল্লী অঞ্চলের ঘরে ঘরে তিনি মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাতে লাগলেন।

ষ্টালিন জানতেন পার্টি বিপ্লবের সাফল্যের পথে অস্ত্রবিশেষ। এই অস্ত্র যাতে অকেজো হয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। মেনশেভিকদের সঙ্গে বিরোধও এই জন্যই। তাই ষ্টালিনের বৈপ্লবিক কর্মশক্তি এই বিরোধের

মধ্যেই নিহিত ছিলনা। ১৯০৪ সনের ডিসেম্বর মাসে বাকু শ্রমিকদের যে ধর্মঘট হয় ষ্টালিনই ছিলেন তাদের নেতা। রুশ শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রমিকদের এ জয় স্মরণীয় ঘটনা। ১৩ই ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ধর্মঘট চলে। ধর্মঘটের ফলে শ্রমিকদের সঙ্গে তৈলমালিকদের এক চুক্তি হয়। পরবৎসর জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সমগ্র রুশিয়াব্যাপী যে আলোড়ন দেখা গিয়েছিল এ যেন তারই পূর্বাভাস। একমাত্র ষ্টালিনের নেতৃত্বের বলেই এই ধর্মঘট এমন সফল হয়ে ছিল। ষ্টালিনের নেতৃত্বাধীনে ককেশীয় বিপ্লবীদলের সমস্ত প্রশংসনীয় উদ্যমের মধ্যে আবলাবার গোপন মুদ্রণযন্ত্র পরিচালনা অন্যতম। ১৯০৩ সনের প্রথমথেকে ১৯০৬ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত এই প্রেসের কাজ চলে। সোস্যাল ডিমোক্রাটিক দলের প্রচারপত্র, বেআইনী পুস্তক, সংবাদপত্র এবং পুস্তিকা এই প্রেসেই এই সময়ে মুদ্রিত হত। লেনিনের বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থও এই প্রেসেই ছাপা হয়েছিল। দলের অন্তর্বিরোধ, তার কারণ ও সমাধান সম্পর্কে ষ্টালিন এই সময়ে দুইখানি পুস্তিকা লেখেন। প্রথমে তিনি লেখেন A glance at the Disagreement in the party, এবং তারপরে লেখেন Two conflicts. পার্টির কর্মতালিকা, নিয়মতন্ত্র এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রচারপত্র এই সময়ে প্রকাশিত হয় তাও ষ্টালিনেরই লেখা। এই সমস্তই এই গোপন মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। এ ছাড়া Borba Proletariata এবং Listok Borby proletariata নামে দুইটি সংবাদ পত্রও

এখান থেকে প্রকাশিত হত। Borba Proletariata ছিল ককেশীয় বিপ্লবীদলের মুখপত্র। ষ্টালিন ছিলেন এর সম্পাদক। এই সময় Brdzolaর স্থান অধিকার করেছিল এই পত্রিকা। পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র Proletaryর সম্পাদক ছিলেন লেনিন। Borba Proletariataর স্থান ও তার মতামতের গুরুত্ব ছিল Proletaryর উপরেই। ষ্টালিন তার প্রবন্ধে পার্টির আদর্শ ও নীতি এবং রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। এই সমস্ত প্রবন্ধে তিনি বলশেভিক বিরোধীদের আঘাত করতেন, তাদের মতামতের অসারতা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করতেন। বলা বাহুল্য একাজে তিনি সফল হয়েছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি একজন প্রবল যুক্তিবাদী, পার্টির অন্যতম শক্তিশালী লেখক, সমগ্র রুশিয়ার সর্বহারা শ্রেণীর নেতা এবং সর্বোপরি লেনিনের অনুরক্ত বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

ষ্টালিনের পুস্তিকা A glance at the Disagreements in the party ১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে লেখা হয় এবং এই বৎসরই গ্রীষ্মকালে গোপনে বেআইনীভাবে মুদ্রিত হয়। লেনিন তার "what is to be done" পুস্তিকায় যে ধরনের যুক্তি দেখিয়েছেন, ষ্টালিন এই পুস্তিকায় দলের নেতাকেই অনুসরণ করেছেন। তাছাড়া যারা বলেন, আন্দোলন স্বতস্ফুর্ত্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। মার্ক্সীয় বিপ্লবি দলের প্রয়োজনীয়তা কি এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবীনীতি কি তাই তিনি এই পুস্তকে আলোচনা করেছেন।

ষ্টালিন লিখেছেন, "শ্রমিক আন্দোলন হবে সমাজতন্ত্রবাদী।

পার্টির নীতি ও হাতেকলমে কাজ এ দুই থাকবে পরস্পর সম্পর্কিত। স্বতস্ফুর্ত্ত শ্রমিক আন্দোলনকে সোস্যাল ডিমোক্রাটিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে হবে। আন্দোলন যাতে নিছক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে পরিনত না হয় তাই দেখতে হবে আমাদের সোস্যাল ডিমোক্রাটদের। একে সোস্যাল ডিমোক্রাট লাইনে পরিচালিত করতে হবে আমাদের! এর মধ্যে আনতে হবে সমাজতান্ত্রিক চেতনা, শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতিকে কেন্দ্রীয় পার্টিতে পরিণত করতে হবে। এই আন্দলনকে আমরা পরিচালিত করব। আমাদের উদ্দেশ্যের পথে বাধাদিবে যে—সে বন্ধু হোক, শত্রুহোক, সর্বশক্তি নিয়ে আমরা তাকে প্রতিরোধ করবো।"

১৯০৫ সনের আগষ্ট মাসে Borba Proletariata পত্রিকায় ষ্টালিনের "Reply to a social democrat" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেনিন Proletary পত্রিকায় এই প্রবন্ধের উচ্চ প্রশংসা করেন। দ্বিতীয় কংগ্রেস ও তারপরে লেনিনের মত এবং কাজ সমর্থন করে ষ্টালিন বহু প্রবন্ধ লেখেন। "The Proletarian Class and the Proletarian Party" Borba Proletarita ১৯০৫ সনের ১লা জানুয়ারী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি পার্টির সংগঠননীতি সমর্থন করেন এবং লেনিনের মতবাদ সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন। লেনিন তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক "one Step Forward two Steps Back" এ পার্টির গঠনমূলক নীতি সম্বন্ধে যা বলেছিলেন ষ্টালিনের প্রবন্ধ তারই সমর্থক।

ষ্টালিন লিখেছেন, "পূর্বে আমাদের পার্টি ছিল আতিথ্য-পরায়ণ একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত। পার্টির প্রতি যাদের সহানুভূতি আছে, তাদের এখানে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হ'ত না। কিন্তু আজ আমাদের পার্টী কেন্দ্রীভূত শক্তির আধার; সর্বতোভাবে একে দুর্গের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এর প্রবেশ পথ একমাত্র যোগ্য ব্যক্তির নিকটই উন্মুক্ত হবে। একথা আজ আমাদের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আভিজাত্য-শ্রেণী তথাকথিত ট্রেড-ইউনিয়নিজম্, ন্যাশানালিজম প্রভৃতির অবতারণা করে সর্বহারাদের শ্রেণীচেতনা নষ্ট করবার চেষ্টা করছে, উদার-নৈতিক বুদ্ধিজীবীর দল চেষ্টা করছে এদের কর্মপ্রেরণা নষ্ট করবার জন্য। এ সময়ে আমাদের সর্বতোমুখী দৃষ্টি রাখতে হবে, সর্বতোভাবে সাবধান হ'তে হবে। একথা ভুললে চলবে না যে আমাদের পার্টী একটা দুর্গ, একমাত্র যোগ্যব্যক্তির নিকট এর প্রবেশ পথ উন্মুক্ত হবে।"

"The Social Democratic view of the National question" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সনের ১লা সেপ্টেম্বর সংখ্যা Borba Proletariataতে। সোস্যাল ডিমোক্রাটদলের ভিতরে যারা ছিলেন জাতীয়তাবাদী, ষ্টালিন এই প্রবন্ধে তাদের মতবাদ খণ্ডন করেন। প্রবন্ধে ষ্টালিন আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানই সমর্থন করেন। এই মতবাদই পরবর্তীকালে তিনি Marxism and the National question পুস্তকে সুপরিণত আকারে প্রকাশ করেন।

১৯০৫ সনের বিপ্লব

১৯০৫ সনের অক্টোবর মাসে সমগ্র দেশব্যাপী ধর্মঘট আরম্ভ হয়। শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি ও ব্যাপকতা দেখে জার ভীত হয়ে প্রকাশ করলেন ১৭ই অক্টোবরের ম্যানিফেষ্টো। জনসাধারণকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিলেন। এর আগেই তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রতিনিধি পরিষদ গঠিত হবে, জার গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী বুলিতিসিকে এর খসড়া রচনার ভার দেওয়া হয়েছিল। বলশেভিকদল বুলিতিসি ডুমা বয়কট করল কিন্তু মেনশিভকরা একে মেনে নিবার প্রতিশ্রুতি দিল। এই ভাবে মেনশেভিকদল বিপ্লব পথ থেকে একরকম সরে দাঁড়াল। কিন্তু আসলে জনসাধারণকে কৌশলে পরাজিত করাই ছিল জারের উদ্দেশ্য,—কিছু সময়নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বিপ্লবান্দোলনকে কঠিনভাবে আঘাত করাই ছিল জারের লক্ষ্য।

ষ্টালিন টাইফ্লিসে বসে এই ম্যানিফেষ্টো পেলেন। এই চাতুর্য্য তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন। সেই দিনই এক বক্তৃতায় তিনি বললেন—

"জয়লাভের জন্য আমরা চাই অস্ত্র—একমাত্র অস্ত্রই আমাদের প্রয়োজন।"

নানাকারণে রুশিয়ার ইতিহাসে ১৯০৫ বিশেষভাবে স্মরণীয়। জাপানের নিকট এই সময়ই ঘটে তার পরাজয়, এই বৎসরই রুশিয়ার প্রথম বিপ্লব সংঘটিত হয়। রক্তাক্ত

রবিবারের কথা রুশজাতি কোনদিন ভুলবে না। ১৯০৫ সনের ৯ই জানুয়ারী এই ঘটনা ঘটে। প্রথমদিকের ঘটনা খুবই সামান্য। সেণ্টপিটার্সবুর্গের এক কারখানার কয়েকজন শ্রমিককে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের সহকর্মিগণ তাদের ফিরে কাজে নেবার জন্য ম্যানেজারকে অনুরোধ করে। এই অনুরোধ ব্যর্থ হলে তারা ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট আরম্ভ হয় ৩রা জানুয়ারী। ৪ঠা জানুয়ারী পুটিলোভ ফ্যাক্টরীর শ্রমিকগণ এদের সঙ্গে যোগ দেয়। ৫ই জানুয়ারী ইহা সেণ্টপিটার্সবুর্গে সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হয়। প্রায় দুই লক্ষ শ্রমিক এ ধর্মঘটে যোগদান করে। ৬ই জানুয়ারী ধর্মঘটকারীগণ এই সমস্যা সমাধানে জারের সাহায্য চেয়ে আবেদন করবে স্থির করে। সহস্র সহস্র শ্রমিকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীগণ জারের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ ততক্ষণ ধর্মঘটকারীদের সমুচিত শিক্ষাদানে কৃতসংকল্প হয়েছে। শ্রমিকদল যখন সহরের কেন্দ্রস্থলে, জেনারেল ট্রেপোভের নেতৃত্বে সৈন্যদল তখন তাদের উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে। শ্রমিক নরনারী এবং শিশুর সংখ্যাতীত মৃতদেহ রাস্তায় ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়।

এই ঘটনার পর থেকেই সমস্ত রুশিয়া এক বিরাট সৈন্য শিবিরের আকার ধারণ করে। বিপ্লবীদের দমনের জন্য সৈন্য-দলকে সব সময়ই প্রস্তুত রাখা হ'ত। বিপ্লবীদেরও শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছিল প্রতিদিনই, তারাও দিন দিন উগ্র হতে উগ্রতর হয়ে উঠছিল। সবাই বুঝেছিল বিপ্লব আসন্ন। তাই এর নেতৃত্ব

নিয়ে চলছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা লিবারেল ও রিভলুশনারীদিগের মধ্যে। ষ্টালিন ছিলেন শেষোক্ত দলের নেতা।

এই সময়ের রুশিয়ার সামরিক শক্তিও হীনবল হয়ে পড়েছিল। জাপানের নিকট পরাজয়ের ফলে তার অসহায় অবস্থা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯০৫ সনের অক্টোবর মাসে রুশিয়ায় শাসন কর্তৃত্ব লোপ পেল। প্রথমে এর অবসান ঘটল বিশ্ববিদ্যালয়ে। এতদিন রুশিয়া ছিল স্বৈরতন্ত্রের রাজ্য; সেখানে সকলই ছিল নিষিদ্ধ, কোন অধিকারই কারও ছিল না। কিন্তু হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয় আবেষ্টনীর মধ্যে যেন সকলই সম্ভব হয়ে উঠল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইনতঃ পুলিশের অগম্য ছিল। তাই এইগুলিই হয়ে উঠল বিপ্লবের কেন্দ্র।

রুশিয়ায় এই সময়ে সাধারণ ধর্মঘট বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। রেলওয়েতে মস্কো-কাজামী লাইনে প্রথমে ধর্মঘট আরম্ভ হয়। অল্পকয়েকদিনের মধ্যে রুশিয়ায় যাতায়াত ব্যবস্থা অচল হয়ে উঠল। ১০ই অক্টোবর ইহা রেলওয়েতে সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হল। ১১ই অক্টোবর সংবাদপত্রগুলি ধর্মঘটে যোগ দেয় এবং প্রকাশ বন্ধ করে। এর পরে সমস্ত ব্যাঙ্ক, সমস্ত অফিস বন্ধ হ'ল, এমন কি খুচরা দোকানগুলিও খুলল না। উকিল ডাক্তার এমন কি বিচার বিভাগ পর্য্যন্ত ধর্মঘটে যোগ দিল। ১৭ই অক্টোবর এমন অবস্থা হ'ল যে কোন পেশা বা ব্যবসায়ই বাকী রইল না। এই দিনই জার বাধ্য হয়ে ম্যানিফেষ্টো প্রকাশ করলেন। কিন্তু এ সত্বেও জনসাধারণকে তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী চলবার

স্বাধীনতা, বক্তৃতার স্বাধীনতা, মেলামেশা করবার অধিকার ও আলোচনা করবার অধিকার ঘোষণা করা হ'ল। বলা হ'ল বুলিতিসি খসড়ায় যেমন আছে, ডুমা সেরূপ কর্ত্তৃত্বহীন হবে না। সকল শ্রেণীর লোকেরই ভোগাধিকার থাকবে। কিন্তু আসলে এও ছিল জার গবর্ণমেণ্টের চাতুরী মাত্র। জনসাধারণের এই সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি সুখের গান আছে—

"The tsar caught fright, issued a manifest,
Liberty for the dead, for the living-arrest."

এই জয় যে স্থায়ী নয়, এ যে জার গবর্ণমেণ্টের ধাপ্পাবাজী মাত্র, তা ষ্টালিন্ বুঝেছিলেন। তাই আন্দোলনকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করে যাতে সমগ্র রুশিয়া-ব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত করা যেতে পারে তারই জন্য চেষ্টা করছিলেন তিনি। ১৯০৫ সনের নভেম্বর মাসে তিনি লিখেছিলেন—"আজ রুশিয়ার সর্বহারাদের প্রয়োজন হচ্ছে সমগ্র দেশব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহকেই সার্থক করে তুলতে হবে তাদের।"

অক্টোবর জয় সম্পর্কে ষ্টালিনের সন্দেহ মিথ্যা হয় নি। জারের প্রতিশ্রুতির ফলে জাতির আনন্দোৎসব তখনও চলছে, এরই মধ্যে আরম্ভ হ'ল জারপক্ষীয় 'ব্ল্যাকহাণ্ড্রেডস'দের অত্যাচার। ম্যানিফেষ্টো প্রকাশের একপক্ষ কালের মধ্যে এই দল প্রায় একশত সহরে কাজ আরম্ভ করল। ফলে প্রায় চার হাজার লোক নিহত হ'ল, ছয় হাজার লোক আহত হল। পোলাণ্ডের ১০টী প্রদেশে সামরিক আইন জারী করা হল।

এদিকে বিপ্লবীদলও নীরব ছিল না। নভেম্বর মাসে আবার সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করা হল। সর্বহারা আন্দোলনের নামে শ্রমিক প্রতিনিধিদের দ্বারাই এ আন্দোলন পরিচালিত হল। কিন্তু লিবারেল দলের পূর্ণ সমর্থন না থাকায় অক্টোবর আন্দোলনের ন্যায় এ আন্দোলন সফল হল না। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে তৃতীয়বার সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করা হল। সমগ্র আন্দোলনকে সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। অক্টোবর মাসের ন্যায় আন্দোলনের যদি জাতীয় রূপ রক্ষা করা হ'ত তবে হয়ত, সমগ্র দেশব্যাপী বিদ্রোহের ফলে জার গবর্ণমেণ্টের পতন তখনও অসম্ভব হত না। কিন্তু লেনিন কিংবা ষ্টালিন কারও এ অভিপ্রেত ছিল না। তাঁরা বুঝেছিলেন এর ফলে জার গবর্ণমেণ্টের পতন হবে বটে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের ফলে সর্বহারাদের দুর্দ্দশা ঘুচবে না, নূতন গবর্ণমেণ্ট তাদের হবে না। তাই তাঁরা আপামর জনসাধারণকে এ বিপ্লবে আহ্বান না করে শ্রেণী সচেতন সর্বহারাদেরই মাত্র এ সংগ্রামে আহ্বান করলেন। ফলে এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হ'ল। স্বৈরতন্ত্রী জার গবর্ণমেণ্টের প্রতি তীব্র ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ বিপ্লবে যোগ না দিয়ে মাত্র দর্শক হয়েই রইল। সৈন্যদল যাতে বিদ্রোহে যোগ দেয় সেজন্যও চেষ্টা হল কিন্তু কোন ফলই হল না। বিদ্রোহ প্রকৃত পক্ষে মস্কোতেই আবদ্ধ রইল। কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষেও বিদ্রোহ দমন সম্ভব হল।

১৯০৫ সনের ডিসেম্বর মাসে ফিনল্যাণ্ডে টেমারফোর্সে সমগ্র রুশিয়ার বলশেভিকেরা এক সম্মেলনে সমবেত হন।

ট্রান্সককেশিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে ষ্টালিন এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। লেনিনের সঙ্গে এখানেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দুইজনে একযোগে পলিটিক্যাল কমিটিতে কাজ করেন।

ডিসেম্বর বিদ্রোহ পরাজিত হল, বিপ্লবের গতিবেগ মন্দীভূত হয়ে ক্রমে শান্ত হয়ে গেল। শাসকশ্রেণীর রোষবহ্নিও কতকটা প্রশমিত হল। সোস্যাল ডিমোক্রাট পার্টীর চতুর্থ কংগ্রেস আসন্ন, এই সময়ে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে বিরোধ আবার তীব্র আকার ধারণ করল। ষ্টালিন মেনশেভিকদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। পার্টী সর্বহারা বিপ্লবীদের, ক্ষমতাপ্রিয় আপোষরফাকারীদের স্থান এখানে নেই, এই হ'ল তাঁর কথা।

১৯০৬ সনের এপ্রিল মাসে ষ্টকহলমে সোস্যাল ডিমোক্রাট পার্টীর চতুর্থ কংগ্রেস হয়। লেনিনের সাথে একসঙ্গে ষ্টালিন বলশেভিক নীতি সমর্থন করেন। ষ্টালিন বলেন, "হয় সর্বহারাদের কর্তৃত্ব, নয়ত ডিমোক্রাটিক বুর্জোয়াদের কর্তৃত্ব—পার্টিকে এই দুই পথের এক পথ বেছে নিতে হবে। এখানেই আমাদের পার্থক্য।"

কংগ্রেসের পরে ককেশিয়ায় ফিরে এসে আবার তিনি মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে কাজ করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি Akhali Tskhovreba (New life), Akhali Droyeba (New age), Chveni Tskhovreba (our life) Dro (Time) প্রভৃতি কয়েকটি বলশেভিক পত্রিকা পরিচালনা করেন। এগুলি সবই জর্জিয়ার ভাষায় প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত হয়।

রুশিয়ায় এই সময়ে চলছিল নানা মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ট্রান্সককেশিয়ায় ক্রপটকিনের দল প্রচার করছিল এনার্কিজম। ষ্টালিন তার "Anarchism or Socialism" প্রবন্ধে বললেন, প্রকৃত বিপ্লবী হবে সমাজতন্ত্রী, সে এনার্কিষ্ট হতে পারে না। এনার্কিজম প্রকৃত বিপ্লবীর পথ নয়, জাতির মুক্তির পথও নয়। প্রকৃতপক্ষে নানা বিরুদ্ধ মতবাদের বিপক্ষে বলশেভিক পার্টির নৈতিক সমর্থন দৃঢ় করবার প্রয়োজন হয়েছিল এই সময়ে। লেনিন ও ষ্টালিন দুইজনেই তা বুঝতে পেরেছিলেন। লেনিন এই সময়ে লিখলেন তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—Materialism and Empiro-criticism. ষ্টালিনও তার বহু প্রবন্ধে মতবাদ হিসাবে বলশেভিকবাদের অখণ্ডনীয়ত্ব প্রমাণ করতে লাগলেন। ১৯০৬ এবং ১৯০৭ সনে ট্রান্সককেশিয়ার বিবিধ বলশেভিক সংবাদপত্রে এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ সমূহ যুক্তি-বাদী ও ঐতিহাসিক বস্তুতন্ত্রবাদ নিয়ে লেখা। ষ্টালিন জন-সাধারণের বোধগম্য সহজ ভাষায় বস্তুতন্ত্রবাদ ও যুক্তিবাদ এবং ঐতিহাসিক বস্তুতন্ত্রবাদের নীতিগুলি বুঝিয়ে দিলেন। আর বুঝিয়ে দিলেন মার্ক্সিষ্ট-লেনিনিষ্ট থিওরির গোড়ার কথা—সামাজিক বিবর্ত্তনের ফলে সোস্যালিজম আসবেই, কোন মতেই একে এড়ান চলবে না। বিবিধ যুক্তি দিয়ে তিনি বুঝালেন সমাজে সর্বহারাদের ডিক্টেটরশিপ অবশ্যম্ভাবী এবং এর জন্যই প্রয়োজন সুগঠিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত পার্টির। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পুরাতন নীতি দ্বারা এ প্রয়োজন মিটবে না। প্রবন্ধগুলিতে বলশেভিক দলের নীতি এবং কার্য্যকলাপও

সমর্থন করা হয়। বলশেভিবাদের আদর্শ ও নীতির ব্যাখ্যা হিসাবে প্রবন্ধগুলি অমূল্য।

সোশ্যাল ডিমোক্রাটপার্টীর পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশন হয় লণ্ডনে ১৯০৭ সনের এপ্রিল ও মে মাসে। এইখানেই মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের বিজয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লব বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের এই যে জয় এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ষ্টালিনের।

বাকুতে বৈপ্লবিক সাধনা

প্রথম রুশ বিপ্লবে বিদ্রোহীদল নিঃসংশয়ে পরাজিত হল। নিরলস কর্মী ষ্টালিন এতে দমলেন না, তিনি লেগে গেলেন কাজে। দশ বছরের মধ্যে পার্টীকে এমন ভাবে সংগঠিত করে তুললেন যে ১৯১৭ সনেই জার গবর্ণমেণ্টের পতন সম্ভব হ'ল, স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাতন্ত্রের সকল অত্যাচারের অবসান ঘটল। ষ্টালিন এই সময়ে জনসাধারণকে বিপ্লবের জন্য সংগঠিত করেছেন, তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রেরণা দিয়েছেন। বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে তাদের পরিচালিত করেছেন, ভবিষ্যৎ বিপ্লবে বিজয়ের জন্য এদের প্রস্তুত করেছেন। একদিকে জার গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার অন্যদিকে পার্টীর আভ্যন্তরিক বিপ্লব বিরোধী শক্তি, এদের সঙ্গে সংগ্রাম করে অগ্রসর হ'তে হয়েছে ষ্টালিন ও লেনিনকে। জার পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে বলশেভিক পার্টীকে সুগঠিত সুসংবদ্ধ করে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত রাখতে হয়েছে।

তাই অক্লান্ত কর্মী দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমে একেই স্বার্থক করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। এমন কি এই সময়ে নিজ পরিবারের সঙ্গেও তার কোন সম্পর্ক ছিল না।

কর্মী ষ্টালিনের গার্হস্থ্য জীবন বলতে কিছু ছিল না। পার্টির কাজেই তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর কাছে দিন, মাস, বছর বলে কিছু ছিল না, পার্টির কাজ নিয়েই তাকে থাকতে হ'ত। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পরে দিন কোথা দিয়ে অতিবাহিত হত সেদিকে লক্ষ্য ছিলনা তাঁর। ককেশাস দেশ ছেড়ে আসার পর স্ত্রীর সাথে তার আর দেখা হয় নি। স্বামী-স্ত্রীর এই শেষ দেখা। বহুকাল যক্ষ্মারোগে শয্যাশায়ী থেকে অবশেষে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। পার্টির কাজ নিয়ে ষ্টালিন এতই বিব্রত ছিলেন যে স্ত্রীর মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে পর্য্যন্ত উপস্থিত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

ষ্টালিন প্রকৃত বিপ্লবী। বক্তৃতা দিয়ে আত্মপ্রচার তিনি পছন্দ করতেন না। তাই বহুদিন পর্য্যন্ত পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু কর্মীর কর্ম্মই তাকে পরিচিত করে দেয় সবার কাছে। জার গবর্ণমেণ্ট বুঝতে পারলে ষ্টালিন বিপ্লবীদলের নায়ক। তাকে বিপ্লবাত্মক কর্ম থেকে দূরে রাখবার সিদ্ধান্ত করল তারা। ষ্টালিনের জীবনে আরম্ভ হল গ্রেপ্তার, কারাবাস ও নির্বাসনের পালা। ১৯০২ সন হতে ১৯১৩ সনের মধ্যে তাঁকে আটবার গ্রেপ্তার করা হয়, সাতবার নির্বাসনে পাঠান হয়। নির্বাসন থেকে তিনি সাতবারের মধ্যে ছয়বারই পালিয়ে যান। জারের পুলিশ হয়ত

তাঁকে কোথাও নির্বাসনে রেখে এসেছে। পুলিশদল ফিরে এসে দেখত তাদের ফিরবার আগেই ষ্টালিন হয়ত ফিরে এসে বৈপ্লবিক কাজে লেগে গেছেন। একমাত্র শেষবার নির্বাসনেই তার পালাবার সুযোগ হয়নি। ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের বিপ্লবের পরেই এবারে তাকে মুক্ত করা হয়।

সোস্থাল ডিমোক্রাটিক পার্টির লণ্ডন কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে ষ্টালিন পার্টির নির্দেশ পেলেন—তাঁকে টাইফ্লিস ত্যাগ করে বাকু যেতে হবে। ১৯০৭ সনে বাকুতে ষ্টালিনের বিপ্লবী জীবন আরম্ভ হয়। নানাদিক দিয়ে এই সময় ষ্টালিনের পক্ষে খুবই বিশেষত্ব পূর্ণ। বাকু ট্রান্স ককেশিয়ায় সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শিল্পাঞ্চল ; রুশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের বড় বড় কেন্দ্রগুলির মধ্যে বাকুর স্থান প্রথম। এখানে শ্রমিক সংগঠনে মন দিলেন ষ্টালিন এবং এই সঙ্গেই মেনশেভিক প্রভাব নষ্ট করা হল তাঁর কাজ। বালাখনি, বিবি-এইবাট কর্ণে-গরোড, বাইলি-গরোড প্রভৃতি যে সব অঞ্চলে পূর্বে মেনশেভিকদের প্রাধান্য ছিল অটুট, সেখানে ষ্টালিনের চেষ্টায় অচিরেই বলশেভিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল।

এই সময়ে ষ্টালিনের সহকর্মী ছিলেন অর্জনিকীজ, ভরোশিলভ, জাপারিজ, শমইয়ান, স্পাণ্ডারিয়ন প্রভৃতি—সবাই তাঁর অকৃত্রিম সুহৃৎ, সবাই লেনিনের অনুরক্ত কর্মী। এদের চেষ্টায়ই বাকুতে বলশেভিক পার্টির পরিপূর্ণ প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ষ্টালিনের চেষ্টায় বাকুপার্টি এমন এক বৈশিষ্ট্য অর্জন করল যে রুশবিপ্লবে সম্মুখভাগে তারা অচিরে স্থান করে

নিল। ১৯২৬ সনের ১৬ই জুন প্রাভদা পত্রিকায় ষ্টালিন তাঁর বাকুজীবন সম্পর্কে লিখেছেন :—

"তৈলশিল্প শ্রমিকদের মধ্যে আমার দুই বৎসরের বৈপ্লবিক জীবন আমাকে যথার্থ কর্মী ও যোদ্ধা হিসাবে তৈরী করেছে, এই কাজই যথার্থ নেতা করেছে আমাকে। বাকুর শ্রমিকদল ছিল প্রগতিশীল, এদের সংস্পর্শে এসে, ভাটসেক ও সারাটোভেক্ষের ন্যায় একনিষ্ঠ কর্মীদেব সঙ্গে থেকে এবং তৈল-মালিক ও শ্রমিকদের বিরোধের মধ্যে থেকে আমি শিখেছি কি করে বহু লোককে পরিচালনা করতে হয়। বাকুতেই বিপ্লবী জীবনে আমার দ্বিতীয়বার দীক্ষা।"

১৯০৮ সনের ২৫ মার্চ ষ্টালিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আটমাস কারাবাসের পরে দুই বৎসরের জন্য সলভিকগডস্কে তাঁকে নির্বাসিত করা হয়। এই স্থানটি ভলোগডা প্রদেশে অবস্থিত। ১৯০৯ সনের ২৪ জুন ষ্টালিন তার নির্বাসনের স্থান থেকে পালিয়ে বাকুতে ফিরে এলেন, বাকুতে তাঁর বিপ্লবীজীবন আবার আরম্ভ হল। ১৯১০ সনের ২৩ মার্চ ষ্টালিনকে আবার গ্রেপ্তার করা হয় বাকুতে। ছয়মাস কারাগারে রাখার পর এবারেও নির্বাসিত করা হয় সলভিক গডস্কে। নির্বাসন থেকে তিনি লেনিনের নিকট এক পত্র লেখেন। সেই পত্রে নেতার প্রতি তিনি মতানুগত্য জানান। এই পত্রেই তিনি ট্রটস্কীর নীতি এবং আদর্শহীনতার নিন্দা করেন, এবং পার্টির কাজ সম্পর্কে নিজস্ব পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। ১৯১১ সনের গ্রীষ্মকালে নির্বাসন থেকে পালিয়ে তিনি এলেন সেন্ট

পিটার্সবুর্গে। সেখানে এবারে মেনশেভিক ও টটস্কীপন্থীদের সঙ্গে বোঝাপড়া আরম্ভ হল তাঁর। কিন্তু ষ্টালিনের বিপ্লবী মনোবৃত্তি দেখে সবাই মুগ্ধ হল, বলশেভিক দল এখানেও শক্তিশালী হয়ে উঠল। ১৯১১ সনের ৯ সেপ্টেম্বর সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ পুলিশ ষ্টালিনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে ভলোগডা প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় নির্বাসনে কিন্তু ১৯১২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে এখান থেকেও তিনি পালিয়ে আসেন। ২৯শে ফেব্রুয়ারী ষ্টালিন ভলোগডা থেকে ফিরে এলেন কিন্তু তার পূর্বেই এক বিশেষ ঘটনা ঘটেছে—পার্টি ও ষ্টালিনের জীবনে এ ঘটনার গুরুত্ব খুবই বেশী। জানুয়ারী মাসে প্রেগ সহরে সোস্যাল ডিমোক্রাট পার্টির সম্মেলন হয়। বলশেভিকদল বিপুল ভোটাধিক্যে মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করে। বলশেভিকদল নূতন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হল, রুশ বিপ্লব অগ্রসর হল তার সার্থকতার পথে। ষ্টালিনের অক্লান্ত চেষ্টা এতদিনে সফল হল। ষ্টালিনের দিক থেকে এ ব্যাপারটী এতই গুরুত্ব-পূর্ণ যে তাকে নির্বাসনে ভলোগডা গিয়ে এ সংবাদ জানানো হয়। শুধু ষ্টালিনের জীবনে নয় রুশিয়ার ইতিহাসে এ ঘটনা স্মরণীয়, বর্ত্তমান রুশিয়ার ইতিহাস রচনা এইখানেই আরম্ভ।

রুশিয়ার পূর্বদিগন্তে বিপ্লবের রক্তরেখা দেখা দিয়েছিল, প্রেগ সম্মেলন সেইদিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করল। এখানে নির্বাচিত হল বলশেভিক সেণ্ট্রাল কমিটি, **The Russian Bureau of the Central Committee** গড়া হ'ল বৈপ্লবিক কর্মধারাকে সংহত এবং সুসংবদ্ধ করবার জন্য। প্রাভদা পত্রিকা

প্রকাশের সিদ্ধান্ত করাও হয় এই সম্মেলনে। ষ্টালিনের অনুপস্থিতিতেই তাঁকে সেণ্ট্রালকমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হল। তাঁর নাম প্রস্তাব করলেন নিজে লেনিন, তাঁকে Russian Bureau এর ভার দেওয়া হল। বিপ্লবীনেতা প্রকৃত বিপ্লবী চিনেছিলেন। ঠিক হল তাকে নির্বাসন থেকে পালিয়ে আনবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। প্রেগ সম্মেলনের সংবাদ নিয়ে লেনিনের নির্দেশে ভলোগডা গেলেন সার্গো অরজোনিকিজ। পার্টির নির্দেশ মানতে ষ্টালিন দ্বিধা করেননি। এর জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। সংবাদ পেয়েই ২৯ ফেব্রুয়ারী তিনি নির্বাসন স্থান ত্যাগ করলেন।

এবারে কিন্তু ষ্টালিন বেশীদিন বাইরে থাকতে পারলেন না। কিন্তু মুক্ত জীবনের প্রায় প্রতিটী দিনই তিনি লাগিয়েছেন পার্টির কাজে। সেণ্ট্রাল কমিটীর নির্দেশে ষ্টালিন রুশিয়ার প্রায় প্রত্যেক জিলাই ঘুরে বেড়ান এবং পরবর্ত্তী মে দিবস অনুষ্ঠানের জন্য পার্টিকে প্রস্তুত করলেন। মে দিবস উপলক্ষে সেণ্ট্রাল কমিটির নামে যে প্রচার পত্র প্রকাশিত হল তা ষ্টালিনের নিজেরই লেখা। এই সময়ে লেনা স্বর্ণখনিতে শ্রমিকদের উপর গুলি করা হয়। সেণ্টপিটার্স বুর্গে বলশেভিক সাপ্তাহিক Zvezda তখন ষ্টালিনের পরিচালনায় চলছে। গুলি করার পরে শ্রমিকদের যে ধর্মঘট হয় ষ্টালিন পত্রিকায় তার সমর্থন করেন।

প্রাগ সম্মেলনে প্রাভদা প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে লেনিনের নির্দেশে এবং ষ্টালিনের চেষ্টায়

১৯১২ সনের ৫ই মে প্রাভদা পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শ্রমিকদের পক্ষে এই দিন প্রকৃত উৎসবের দিন। তাদেরই কাগজে তাদের কথা লেখা হবে। তাই "Workers Press *Day*" করে এই দিনকে স্মরণীয় করে রাখল তারা। প্রাভদার পরিচালনা ভার ছিল প্রকৃত পক্ষে ষ্টালিনের উপর। প্রাভদা আজ জগতের অন্যতম দৈনিক পত্রিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ষ্টালিনের পক্ষে এ কম যোগ্যতার পরিচয় নয়। পত্রিকার ১০ম বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে ষ্টালিন লিখেছিলেন, "১৯১৭ সনে বলশেভিজম যে জয়ী হয়েছে তার সূচনা করেছিল ১৯১২ সনের প্রাভদা।"

প্রাভদা যেদিন প্রকাশিত হল সেই দিনই সেণ্টপিটার্সবুর্গের রাস্তায় পুলিশ ষ্টালিনকে গ্রেপ্তার করল। কয়েকমাস থাকতে হল তাকে কারাগারে, তারপরে তাকে নির্বাসিত করা হল এবারে তিন বছরের জন্য। কিন্তু বারবার পালিয়ে আসছেন দেখে এবারে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দূরবর্ত্তী স্থান নারিমে। কিন্তু ষ্টালিন ছিলেন মনেপ্রাণে বিপ্লবী। শুধু নিজের নয় সমগ্র রুশিয়ার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যাকে আকুল করেছে, মুক্তির সুযোগ সে উপেক্ষা করবে এ হতেই পারে না। তাই জার গবর্ণমেণ্ট কোনদিনই রাখতে পারেনি তাকে নির্বাসনে। ২লা সেপ্টেম্বর দেখা গেল তিনি আর নারিমে নেই, সেণ্টপিটার্সবুর্গে বসে Zvezda ও Pravdaর সম্পাদনা করছেন তিনি, আর চতুর্থ ডুমার নির্বাচন উপলক্ষে বলশেভিক পার্টীর কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করছেন। পুলিশ তাঁর সন্ধানে ফিরছিল কিন্তু এই বিপদের

মধ্যেও বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের মধ্যে সভা করতে লাগলেন তিনি। শ্রমিকরাই রক্ষা করেছে তাকে বহু বিপদ থেকে। পুলিশ যখন সভার সংবাদ পেয়েছে ষ্টালিন তখন আর সেখানে নাই।

ষ্টালিন এই সময়ে লিখলেন—"শ্রমিক ডিপুটীদের কাছে সেণ্টপিটার্সবুর্গ শ্রমিকদের নির্দেশ।" লেনিন উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিলেন এর। ষ্টালিন শ্রমিকদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, ১৯০৫ সনে যে বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল তা এখনও শেষ হয়নি, বিপ্লব সংগ্রামে সেই অসমাপ্ত কাজ তাদেরই সমাপ্ত করতে হবে। তাদের এ সংগ্রাম একদিকে অত্যাচারী জার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে লিবারেল বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে। লিবারেলদল বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে জারের সঙ্গে মীমাংসায় পৌছবার চেষ্টা করছিল।

নির্বাচনের পর ডুমায় বলশেভিকদলকে ষ্টালিনই পরিচালনা করতেন, তিনিই নিয়ন্ত্রণ করতেন তাদের কার্য্যকলাপ। ষ্টালিনের সঙ্গে সেণ্টপিটার্সবুর্গে এই সময়ে মলোটোভ কাজ করতেন, তিনিই প্রাভদা সম্পাদকতায় বিশেষভাবে সাহায্য করতেন ষ্টালিনকে। নির্বাচন সংগ্রামে, ডুমাবলশেভিকদের পরিচালনায় সর্বত্রই ষ্টালিন মলোটভের প্রয়োজন অনুভব করতেন।

১৯.৩ সনের ২৩ ফেব্রুয়ারী সেণ্টপিটার্সবুর্গের বলশেভিক কমিটি কালাসনিকোভহলে এক কনসার্টের ব্যবস্থা করেন। পুলিশ এখানেই স্টালিনকে গ্রেপ্তার করে। জার গবর্ণমেণ্ট

এবার তাঁকে নির্বাসিত করলেন টুরুখানস্কে। সেণ্টপিটার্সবুর্গ হইতে বহু দূরবর্ত্তী এ অঞ্চল। এখানে চার বৎসরের জন্য ষ্টালিনকে নির্বাসিত করা হয়। প্রথমতঃ তাঁর বাসস্থান ঠিক হল কষ্টিনো গ্রামে কিন্তু পাছে আবার পালিয়ে যান এই ভয়ে ১৯১৪ সনের প্রথম ভাগে তাঁকে আরও উত্তরে কুরেইকা গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। উত্তর মেরুরেখার নিকটবর্ত্তী এ অঞ্চল। সমগ্র সাইবেরিয়ায় এর মত দুঃসহ ক্লেশ অন্য কোথাও ছিলনা। ১৯১৬ সন পর্য্যন্ত তিনবৎসর ষ্টালিনকে এখানে কাটাতে হয়।

১৯১৪ সনের আগষ্ট মাসে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আরম্ভ হল। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক দল শ্রমিক বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হল। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দলই রইল আন্তর্জাতিক বিপ্লবের একমাত্র সমর্থক। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপক্ষতা করাই হল তাদের কাজ।

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ

এই সাম্রাজ্যবাদীযুদ্ধ বিপ্লবের গতিকে অন্যদিকে পরিচালিত করেছিল। জুলাই মাসে ফরাসী প্রেসিডেণ্ট পোঁয়াকারে সেণ্টপিটার্সবুর্গে এসে জারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আসন্নযুদ্ধ সম্পর্কে দুজনের মধ্যে আলোচনা হল। এর কয়েকদিন পরেই জার্মানী যুদ্ধ ঘোষনা করল। ১৪ই জুলাই জারগবর্ণমেণ্ট সৈন্য-বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার আদেশ দিলেন। ১৯শে জুলাই জার্মানী রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করল।

যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী তা বহু আগে থেকেই বলশেভিকরা বলে আসছিল। যুদ্ধের সময় সোস্থালিষ্টদের নীতি কি হবে এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সোস্থালিষ্ট কংগ্রেসে প্রস্তাব এনেছিলেন লেনিন। লেনিন বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পুঁজীবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, এবং রুশিয়ার "ট্রিপল আঁতাত" বা ত্রয়ী মৈত্রী হয়েছিল ১৯০৭ সনে। কিন্তু এরই জন্য যে তারা একসঙ্গে যুদ্ধ করেছে তা নয়। সবারই উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকমের।

জার্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল তার কারণ সে চেয়েছিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নিকট থেকে উপনিবেশ কেড়ে নিতে, আর রুশিয়ার কাছ থেকে পোলাণ্ড, ইউক্রেন এবং বাল্টিক দেশগুলি কেড়ে নিতে। জার রুশিয়া চাইছিল তুরস্ককে ভাগ করে নিতে, কনস্তান্তিনোপল এবং দার্দানেলিজ প্রণালী দখল করাও তার উদ্দেশ্য ছিল। সবারই উদ্দেশ্য ছিল অপরকে ধ্বংস করে ধনতান্ত্রিক জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা, কিন্তু একথা চেপে গিয়ে অপরের আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার কথাই তারা জোরগলায় প্রচার করছিল। শ্রমিকের সঙ্গে শ্রমিকের, কিষানের সঙ্গে কিষাণের সংগ্রামের পথেই তারা পরিচালিত করছিল এই প্রচারের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদীরা তাদের এই কাজেই সাহায্য করল যুদ্ধ সমর্থন করে, বিরোধী দেশগুলির শ্রমিক ও কৃষকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল, শ্রমিক কৃষকের আন্তর্জাতিক সংহতি ভাঙবার পথে সহায় হল এরা।

•কিন্তু জারের রুশিয়া যুদ্ধের জন্য এ সময় প্রস্তুত ছিল না। শিল্পসম্পদে রুশিয়া ছিল পুঁজীবাদী দেশগুলির মধ্যে সবার পিছনে। আভিজাত্য এবং জমিদারশ্রেণীই যুদ্ধে জারের প্রধান সহায়। তারা মনে করল যুদ্ধ দুইদিক দিয়ে তাদের সহায় হবে, নতুন উপনিবেশ লাভে রুশিয়ার শক্তি বৃদ্ধি হবে এবং শ্রমিকদের বিপ্লবান্দোলনকেও ধ্বংস করা সম্ভব হবে। একদিকে যুদ্ধের নাম করে চলল অত্যাচার উৎপীড়ন, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশে যা হয়ে থাকে, আর অন্যদিকে দেশাত্মবোধের নামে শ্রমিকদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার চলল উদ্যোগ। সোস্যালিষ্ট রিভল্যু-শনারী এবং মেনশেভিকরা সমাজতন্ত্রবাদের পতাকার অন্তরাল হতে জারনীতিকেই সমর্থন করতে লাগল। তারা জার্মান বর্ব্বরদের বিরুদ্ধে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করতে লাগল।

একমাত্র বলশেভিক পার্টিই এই সময়ে বৈপ্লবিক আন্তর্জাতিকতা ত্যাগ করেনি, শ্রমিক শ্রেণী বলশেভিক পার্টীকেই সমর্থন করল। বুর্জোয়া প্রচার কার্য্যে ভুলে শ্রমিকদের মধ্যে একদল অবশ্য প্রথমে যুদ্ধে সমর্থনবাদী হয়ে পড়ল কিন্তু তাদের সমগ্রভাবে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি বলা চলে না, শ্রমিক শ্রেণীর যথার্থ মনোভাবও তাদের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত হয়নি।

প্রথম সাম্রাজ্যবাদীযুদ্ধের ফলে প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙ্গে গেল, তার স্থানে দাঁড়াল পরস্পরের সঙ্গে

সংগ্রামশীল সোস্যালিষ্টদল। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি সবদেশের সোস্যালিষ্টরা যুদ্ধে নিজদেশী বুর্জোয়াদের সমর্থন জানাল। রুশিয়ায় মেনশেভিকরা প্রচার করতে লাগল স্বদেশে বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিরোধের অবসান এবং বিদেশী শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম। কটস্কী, ট্রটস্কী, মার্টর্ভ প্রভৃতি অবলম্বন করল আর এক পথ—মুখে প্রচার করতে লাগল তারা যুদ্ধবিরোধী মনোভাব কিন্তু যুদ্ধের জন্য জার গবর্ণমেণ্ট যখন অর্থ চাইল এরা বিপক্ষে ভোট না দিয়ে নিরপেক্ষ রইল। এ যে পরোক্ষ সমর্থন এরা তা বুঝেও বুঝতে চাইল না।

যুদ্ধের প্রথম থেকেই লেনিন চেয়েছিলেন তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে তুলতে। ১৯১৪ সনের নভেম্বর মাসে বলশেভিক পার্টির সেণ্ট্রালকমিটির যুদ্ধবিরোধী ম্যানিফেষ্টোতে এই কথাই বলা হয়েছিল। ১৯১৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডন সোস্যালিষ্ট কনফারেন্সে লেনিনের নির্দেশে লিটভিনফ এই প্রস্তাবই এনেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে জিমারওয়াল্ড আন্তর্জাতিক সম্মেলনে লেনিন জিমারওয়াল্ড বামপন্থী পার্টি গঠন করেন। দ্বিতীয় জিমারওয়াল্ড সম্মেলনেও বলশেভিক পার্টির মূল নীতি গৃহীত হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করে তারা কেউই স্বদেশে সাম্রাজ্যবাদী গবর্ণমেণ্টের পতন ঘটাতে সম্মত হল না, কিন্তু তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সূচনা হল এখানেই এবং লেনিনের চেষ্টাই এর মূলে।

এদিকে পরাজয়ের পরে পরাজয় ঘটছিল জার গবর্ণমেণ্টের। লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধে প্রাণ হারাল, যুদ্ধের ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ

মহামারীও দেখা দিল। বুর্জোয়া শ্রেণী ও ধনীসম্প্রদায় সাধারণের সর্বনাশ করে যুদ্ধের ফলে লাভবান হতে লাগল। রুশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্য্যয় দেখা দিল। এদিকে যুদ্ধোপকরণের একান্ত অভাব, তিনজন সৈন্যের একটী রাইফেল। জার গবর্ণমেণ্টের যখন এই অবস্থা তখন হঠাৎ জানা গেল সমর সচিব সখোমলিনভ বিশ্বাসঘাতক, জার্মানীর গুপ্তচর সে। জার গবর্ণমেণ্টের অনেক মন্ত্রী এবং সেনাধ্যক্ষ এমন কি জারিনা পর্য্যন্ত জার্মানীর কাছে গোপনতথ্য প্রকাশ করে দিচ্ছে। ১৯১৬ সনের মধ্যে জার্মানী পোলাণ্ড এবং বাল্টিক দেশগুলির কিছু অধিকার করেছিল।

জার গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধপরিচালনাশক্তিতে সবাই সন্দিহান হয়ে উঠল। সবাই সন্দেহ করতে লাগল কোনমতে অবস্থা বাঁচাবার জন্য জার হয়ত স্বতন্ত্র সন্ধি করে বসবেন। এ সন্দেহ বুর্জোয়া মহলেও বদ্ধমূল হল। তারা স্থির করল জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে সিংহাসনচ্যুত করে তার ভ্রাতা মাইকেল রোমানোভকে সিংহাসনে বসাতে হবে।

এই সময়ে ১৯১৭ সনের ৯ই জানুয়ারীর ধর্মঘট ঘোষিত হল। পেট্রোগ্রাড, মস্কো, বাকু এবং নিঝনীনভোগরোডে শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করল। মস্কোতে প্রায় একতৃতীয়াংশ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। পেট্রোগ্রাডে এক বিক্ষোভ প্রদর্শনে সৈন্যদলও এসে যোগ দিল। মেনশেভিকরা এই বিক্ষোভকে অন্যপথে পরিচালিত করতে চাইল। তারা প্রস্তাব করল, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ডুমায় অধিবেশন আরম্ভ হবার দিন,

শ্রমিকরা শোভাযাত্রা করে ঐদিন ওখানে উপস্থিত হবে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী পেট্রোগ্রাড পুটিলভ কারখানায় ধর্মঘট আরম্ভ হয় এবং ২২শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সমস্ত বড় বড় ফ্যাক্টরী এতে যোগ দেয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উপলক্ষে পেট্রোগ্রাড বলশেভিক পার্টির নির্দেশে সমস্ত শ্রমিক নারী সমবেত ভাবে জারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই সময়ে ধর্মঘট রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের আকার ধারণ করল। ২৪শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ধর্মঘটীদের সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় দুই লক্ষ। ২৫শে ফেব্রুয়ারী পেট্রোগ্রাডের সমস্ত শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিল। সর্বত্র পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ চলতে লাগল। সবারই হাতে লাল পতাকা, সবারই মুখে—আমরা জারের পতন চাই! যুদ্ধ আমরা চাই না। আমরা রুটী চাই!

২৬শে ফেব্রুয়ারী সকালে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ বিদ্রোহের আকার ধারণ করল। শ্রমিকদল পুলিশকে অস্ত্রচ্যুত করে নিজেদের সশস্ত্র বাহিনী তৈরী করল। ২৫শে ফেব্রুয়ারী জার সৈন্যাধ্যক্ষ খাবালভকে আদেশ দিয়েছিলেন—"আমি আদেশ করছি তোমাকে আগামী কালের মধ্যে রাজধানীর এ বিশৃঙ্খলা দূর করবে।" কিন্তু বিদ্রোহ দমন তখন আর সম্ভব নয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ৪র্থ কোম্পানী রিজার্ভ বাহিনী শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত অশ্বারোহী সৈন্যদলের উপরই গুলি করে বসল। পেট্রোগ্রাড বলশেভিক দলের এই সময়ে নেতা ছিলেন মলোটভ। সেণ্ট্রালকমিটি অস্থায়ী বৈপ্লবিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে জারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিল। ২৭শে

ফেব্রুয়ারী সৈন্যদল শ্রমিকদের উপর গুলি করতে অসম্মত হল। সকাল পর্য্যন্ত বিদ্রোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১০০০০ কিন্তু বিকালে এই সংখ্যা দাঁড়াল ৬০০০০। শ্রমিক ও সৈন্যদল মিলে জার মন্ত্রীদের এবং সেনাপতিদের গ্রেপ্তার করা আরম্ভ করল, তারা জেল থেকে বিপ্লববাদীদের মুক্ত করে নিল। পেট্রোগ্রাড বিদ্রোহের বিজয় সংবাদ অন্যত্র পৌঁছল। সর্বত্র বিপ্লববাদীরা জারকর্মচারীদের পদচ্যুত করল। ফেব্রুয়ারীর বুর্জোয়া বিপ্লবের এই ভাবেই জয়লাভ হল।

প্রধানতঃ বলশেভিক পার্টির চেষ্টায়ই বিজয় লাভ হল বটে কিন্তু তাদের মধ্যে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তখনও জেলে বা নির্বাসনে। ষ্টালিন ও স্বার্ডলভ সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে, লেনিন বিদেশে। এই সুযোগে মেনশেভিক ও সোস্যাল রিভল্যুশনারী-দল ক্ষমতা হস্তগত করল। ডুমার লিবারেল সদস্যদের সঙ্গে তারা একচুক্তিতে আবদ্ধ হল। এর ফলে রোজিয়ানকোকে প্রেসিডেণ্ট করে এক অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হল। রোজিয়ানকো ছিলেন ডুমার প্রেসিডেণ্ট। তিনি জমিদার ও রাজতন্ত্রবাদী। এর কিছুদিন পরে প্রিন্স লভোভকে প্রেসিডেণ্ট করে বুর্জোয়া অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হল। এবারে বল-শেভিকদের জানানো হলনা কিছুই।

বুর্জোয়া বিপ্লবের পরে

১৯১৬ সনের ডিসেম্বর মাসে পুলিশ পাহারাধীনে ষ্টালিনকে ক্রাসনোয়ারস্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানথেকে নিয়ে

যাওয়া হয় আচিনস্কে। এখানে বসেই তিনি ১৯১৭ সনের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সংবাদ পান। কালবিলম্ব না করে ষ্টালিন পেট্রোগ্রাডের দিকে রওনা হলেন। পথে বসেই শুভসংবাদটি সুইজারল্যাণ্ডে লেনিনকে জানিয়ে দিলেন।

১৯১৭ সনের ২৫ মার্চ ষ্টালিন পেট্রোগ্রাডে উপস্থিত হলেন। পেট্রোগ্রাড বিপ্লবী রুশিয়ার রাজধানী। এখানে পৌঁছে সেণ্ট্রাল কমিটির নির্দেশমত তিনি প্রাভদার ভার নিলেন।

বলশেভিক পার্টি তখন সবে মাত্র তার গোপন অবস্থা থেকে বাইরে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশিষ্ট কর্মীরা অনেকেই তখনও কারাগার অথবা নির্বাসন থেকে ফিরে আসেননি। লেনিন তখনও বাইরে। অস্থায়ী বুর্জোয়া গবর্ণমেণ্ট তার ফিরবার পথে ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করছে। এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে ষ্টালিন কাজে লাগলেন—বুর্জোয়া ডিমোক্রাটিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিলেন তিনি। তিনি বলশেভিক সেণ্টাল কমিটি ও পেট্রোগ্রাড কমিটির কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন। বিপ্লবের পরে পার্টি শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলেছিল। ষ্টালিন পার্টিকে আবার শৃঙ্খলিত এবং সংগঠিত করলেন। ক্ষমতা হাতে পেয়ে পার্টি যাতে তার আদর্শভ্রষ্ট না হয় এজন্য প্রাভদা ও অন্যান্য পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন তিনি।

ষ্টালিন দেখালেন অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতা পেয়েছে বলে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের রূপ পরিবর্ত্তন ঘটেনি কিছুই।

ষ্টালিন ও মলোটোভ সাম্রাজ্যবাদী অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রচার করতে লাগলেন। এ কার্য্যে পার্টির অধিকাংশ লোকের সমর্থন পেলেন তাঁরা। এই সঙ্গে মেনশেভিকদের আত্মরক্ষামূলকনীতি এবং কামেনভ ও অন্যান্য সুবিধাবাদীদের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টকে সর্ত্তাধীনে সমর্থনকেও তারা নিন্দা করতে লাগলেন।

বিদেশে দীর্ঘকাল নির্বাসিত থেকে ১৯১৭ সনের ১৬ই এপ্রিল লেনিন রুশিয়ায় ফিরে এলেন। তাদের বিপ্লবীনেতা ফিরে এসেছেন শুনে পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকগণ তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। ষ্টালিনের নেতৃত্বাধীনে শ্রমিক প্রতিনিধিদল তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে গেল বাইলো-ওষ্ট্রোভ। পেট্রোগাডে ফিনল্যাণ্ড রেল ষ্টেশনে লেনিন যখন উপস্থিত, সমগ্র রুশিয়ার পক্ষ থেকে পেট্রোগ্রাড তাঁকে বীরের সম্মান দিয়ে অভ্যর্থনা করে নিল। শ্রমিকগণ দলে দলে শোভাযাত্রা করে বহু পূর্বেই ষ্টেশনে উপস্থিত হয়েছিল। নেতারা পরে-ছিলেন লাল পোষাক, শ্রমিকদের হাতে ছিল লাল ঝাণ্ডা। ষ্টালিন ও কামিনফ্ ছিলেন এদের পুরোভাগে।

পেট্রোগ্রাড পৌঁছে পরের দিনই লেনিন পার্টির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে ফেললেন। বুর্জোয়া-ডিমোক্রাটিক বিপ্লবকে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবে পরিণত করবার জন্য এই কর্মপন্থাই অনুসরণ করতে হবে পার্টিকে। লেনিনের দেওয়া এই কর্ম-সূচী এপ্রিল থিসিস নামে পরিচিত।

১৯১৭ সনের ২৪এপ্রিল বলশেভিক পার্টির সপ্তম

অধিবেশন হয়। লেনিনের থিসিস ছিল সমস্ত আলোচনার মূলে। সম্মিলনে ষ্টালিন এই কর্মপন্থার প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানান। কামিনফ, রাইকভ প্রভৃতি যারা ছিলেন ধনতন্ত্রের সঙ্গে আপোষের পক্ষপাতী তিনি তাদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে দিলেন। সম্মেলন ষ্টালিনের যুক্তিই মেনে নিল। জাতীয়তা সম্পর্কে বলশেভিকদের কি নীতি হবে, ষ্টালিন এই সম্মেলনেই তা প্রকাশ করলেন। তিনি জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নিলেন। সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি ইচ্ছা করলেই আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন হতে পারবে।

এই সম্মেলনের পরে ১৯১৭ সনের মে মাসে সেণ্ট্রাল কমিটির একটি পলিটিক্যাল বুরো গঠিত হল, ষ্টালিন এর সদস্য নির্বাচিত হলেন। এর পর থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি এই বুরোতে ক্রমাগত পুনর্নির্বাচিত হয়ে আসছেন।

সাম্যবাদী বিপ্লবীদের পক্ষে এই সময়কার রুশিয়ার পরিস্থিতি খুবই সঙ্কটপূর্ণ। বুর্জোয়া ডিমোক্রাটিক বিপ্লব হয়ে গেছে; চারদিকেই বিশৃঙ্খলা। শাসন ক্ষমতা প্রতিক্রিয়াশীল কেরেন্‌স্কি দলের হস্তগত। ২রা মে অস্থায়ী কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, তাতে কেরেনস্কিকে সোস্যালিষ্ট রিভল্যুশনারীদলের প্রতিনিধি হিসাবে লওয়া হয়।

কেরেন্‌স্কি তখন জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে। তার বক্তৃতা জনসাধারণকে বিমূঢ় ও স্তব্ধ করে দিচ্ছিল। বক্তৃতাবাগীশ কেরেনস্কিকে সবাই একটা বড় শক্তির আধার বলে

ঠিক করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা তাকে শান্তিকামী **defeatist** বলেই জানতেন। বিপ্লববাদীরা ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করছে জানতে পেরে কেরেনস্কিদল তাদের বাধা দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হল। অবস্থা এরূপ দাঁড়াল যে রুশিয়া প্রবেশের তিন মাসের মধ্যেই লেনিনকে ছদ্মবেশে দেশ ছেড়ে পালাতে হ'ল। লেনিন পালিয়ে ফিনল্যাণ্ডে উপস্থিত হলেন। কিন্তু এখানেও তাঁকে গা ঢাকা দিয়েই থাকতে হয়ে ছিল।

মে মাসে ট্রটস্কি পেট্রোগ্রাডে এসে পৌঁছলেন। তিনি আরো আগেই এসে পৌঁছতে পারতেন। পয়লা এপ্রিল তিনি যাত্রা করেছিলেন নিউইয়র্ক থেকে। কিন্তু পথিমধ্যে ইংরেজ-পুলিশ তাঁকে বন্দী করে। লণ্ডনে তিনি একমাস কাল আটক ছিলেন। এরপর তাঁকে দেশে ফিরবার অনুমতি দেওয়া হয়। এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে ট্রটস্কীর প্রত্যাবর্ত্তন খুবই কাজে লেগেছিল। ষ্টালিন ছিলেন নীরব কর্মী, কিন্তু এমন সময় আসে যখন উত্তেজনা সৃষ্টির যথেষ্ট প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দেশে ফিরেই ট্রটস্কি বক্তৃতা দিয়ে সৈনিক ও শ্রমিকদের কেরেনস্কি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ করে তুললেন। কেরেনস্কি গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে বলশেভিকদের বিপ্লববিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল বলে প্রকাশ্য ঘোষণা করলেন। ট্রটস্কী প্রকাশ্যে এবং ষ্টালিন গোপনে প্রস্তুত হলেন বোঝা-পড়ার জন্য।

এদিকে আর এক বিপদের সূত্রপাত হ'ল। কর্নিলফের

অধিনায়কত্বে এক শক্তিশালী সেনাদল অস্থায়ী সরকার এবং সোভিয়েট উভয়েরই ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াল। জাতীয় রক্ষীদল গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ণিলফ রাজধানী দখল করার ভয় দেখাচ্ছিলেন। বস্তুতঃ ভয় শুধু কার্ণলফকে নিয়েই ছিল তা নয়। সামরিক দিক দিয়ে রুশিয়ার তখন অসহায় অবস্থা। ষ্টালিন বুঝেছিলেন জার্মাণরা যদি পেট্রোগাড দখল করতে পারে, সোভিয়েট প্রভাব তারা নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টা করবে। বিপ্লবের সমস্ত আশা লুপ্ত হবে। তিনি বুঝলেন খুব সাবধানে এগোতে হবে। সামান্য ভুল ক্রুটির ফলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে, যার ফল রুশিয়া ও পার্টির পক্ষে মারাত্মক।

১৯২৬ সনের ১৬ জুনের প্রাভ্দা পত্রিকায় ষ্টালিন এই সময় সম্পর্কে লিখেছেন, "১৯১৭ সনের কথা আমার মনে পড়ে। আমি ঘুরছিলাম এক কারা হ'তে কারান্তরে, একস্থান হ'তে অন্য স্থানে নির্বাসনে। পার্টির নির্দেশে আমাকে লেনিনগ্রাড গিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হয়। সেখানে রুশ শ্রমিকদের সঙ্গে থেকে, কমরেড লেনিনের সঙ্গে থেকে, সর্বহারা ও বুর্জোয়াদের বিরোধের মধ্য দিয়ে আমার শিক্ষালাভ হয়েছে বিরাট শ্রমিক দলের নেতা হবার। রুশিয়ায় এই শ্রমিকদল—নিপীড়িত জগতের মুক্তিদাতা তারা, সর্বদেশের সর্বজাতির সর্বহারাবিপ্লবের তারাই অগ্রদূত। এখানেই আমার বিপ্লবী জীবনের তৃতীয়বারের দীক্ষা। এখানে থেকে লেনিনের শিক্ষায় আমি বিপ্লবের কলাকৌশল সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করি।

এই সময়ে ষ্টালিনই পার্টির সমস্ত কার্য্য কলাপ নিয়ন্ত্রিত

করতেন। তিনি ছিলেন সেণ্ট্রাল কমিটির সদস্য। পেট্রোগ্রাড কমিটির কাজ চলত তাঁরই পরিচালনায়। তিনি প্রাভ্দার তত্ত্বাবধান করতেন, Soldatskaya Pravdaর জন্যও তাঁকে প্রবন্ধ দিতে হ'ত। এছাড়া পেট্রোগ্রাড মিউনিসিপাল নির্বাচনে বলশেভিক দলকে ষ্টালিনই পরিচালিত করেন। লেনিনের সঙ্গে একসঙ্গে থেকে তিনি ১৮ই জুনের বিক্ষোভ প্রদর্শন ব্যবস্থা করেন।

১৯১৭ সনের জুলাইএর পরে লেনিনকে বাধ্য হয়ে গাঢাকা দিতে হয় একথা পূর্বেই বলেছি। এই সময়ে পার্টীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সমস্ত ব্যবস্থার ভার পড়ে ষ্টালিনের উপর। অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন— তিনি জার্মানীর গুপ্তচর। কার্মিনফ, রাইকভ, ট্রটস্কী প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকের দল পরামর্শ দিলেন বিপ্লববিরোধী অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের আদালতে লেনিনকে আত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু এর প্রতিবাদ করলেন ষ্টালিন। এর ফলেই লেনিনের জীবন রক্ষা হল! এজন্য সোভিয়েট পার্টী, সমগ্র জাতি এবং সমগ্র মানব সমাজ ষ্টালিনের নিকট কৃতজ্ঞ।

১৯১৭ সনের আগষ্ট মাসে বলশেভিক পার্টীর ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। কেরেনস্কী দল পার্টীকে দমন করবার সর্বপ্রকার সুযোগের সন্ধানে ছিল। তাই অধিবেশন এবারে প্রকাশ্যে না করে গোপনেই করতে হল। অধিবেশন সম্পর্কে সর্বপ্রকার কাজে স্বার্ডলফ ষ্টালিনকে সাহায্য করেন। অধিবেশনে ষ্টালিন সেণ্ট্রাল কমিটি সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠ করেন,

রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও পার্টিসদস্যদের জানান। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ষ্টালিন পার্টির সম্মুখে উপস্থাপিত করলেন। ট্রটস্কীপন্থীরা বলছিল, সমাজতন্ত্রবাদ কেবলমাত্র রুশিয়ায় জয়যুক্ত হতে পারে না। কিন্তু তাদের এ যুক্তি খণ্ডন করলেন ষ্টালিন। লেনিনের নীতি ও অন্যান্য অনেক যুক্তি তর্ক দিয়ে ষ্টালিন বুঝিয়ে দিলেন যথোপযুক্ত প্রতিবেশের মধ্যে রুশিয়ায়েই সমাজতন্ত্রবাদ জয়যুক্ত হবে। এই প্রতিবেশ শুধু গড়ে তুলতে হবে পার্টিকে। ষ্টালিন বুঝিয়ে দিলেন জগতের সমস্ত দেশ যদি পুঁজীবাদী থাকে তবুও রুশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এজন্য বিশ্বজোড়া সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের কোন প্রয়োজন নেই। বিচার বিতর্কের পরে কংগ্রেস ষ্টালিনকেই সমর্থন করল। কেরনস্কী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে এই কংগ্রেসই নেতৃত্ব গ্রহণ করল, এজন্য প্রস্তুত হবার সাড়া পড়ে গেল পার্টির মধ্যে। রুশিয়ায় সর্বহারাদের নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হল এবার।

বলশেভিক পার্টির মধ্যে তখন বিদ্রোহের আয়োজন চলছে। পার্টিকংগ্রেসের মাত্র কয়েকদিন পরেই জেনেরল কর্ণিলফ অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। রুশিয়ায় জারগবর্ণমেণ্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তার অভিপ্রায়। এদিকে ষ্টালিন পরিচালিত বলশেভিকরা জনসাধারণের কাছে আবেদন করল এই বিপ্লববিরোধী প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করার জন্য। তাদের সে আবেদন ব্যর্থ হল না। কর্ণিলফ এমনভাবে পরাজিত হল যে তার পুনরুত্থানের আর কোন সম্ভাবনা রইল না। এই

ঘটনার ফলে বিপ্লবের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হল। বুর্জোয়া ডিমোক্রাটিক বিপ্লবে স্বৈরতন্ত্রের আধিপত্য চিরতরে লোপ পেল।

প্রকৃতপক্ষে অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যের সমস্ত কৃতিত্ব প্রত্যক্ষভাবে লেনিনেরই। বিভিন্ন জিলার স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিদের তিনি পেট্রোগ্রাডে আহ্বান করলেন, বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ কি পদ্ধতিতে চলবে বুঝিয়ে দেবার জন্য। সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য ১৬ই অক্টোবর পার্টির একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হল, ষ্টালিন হলেন এই কমিটির সর্বোপরি নেতা, নির্দেশক। ষ্টালিনের নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হল, দিনও নির্দিষ্ট হল। কিন্তু ২৪শে অক্টোবর সকালে কেরেনস্কী আদেশ দিল—কেন্দ্রীয় পার্টির পত্রিকা Rabochy Put প্রকাশ জোর করে বন্ধ করতে হবে। এই আদেশ যাতে রীতিমত পালিত হয় এজন্য কয়েকখানা সামরিক সাঁজোয়া গাড়ী পাঠালেন পত্রিকা আফিসে। প্রিন্টিং ও সম্পাদকীয় অফিসের দ্বার দিকে কড়া পাহারা বসালেন। কিন্তু বেলা এগারটার সময়ে Rabochy Put প্রকাশিত হল, সঙ্গে ষ্টালিনের প্রবন্ধ—"আমরা কি চাই?" এই প্রবন্ধে তিনি অস্থায়ী বুর্জোয়া গবর্ণমেণ্টের পতন ঘটাতে শ্রমিক ও জনসাধারণকে আহ্বান জানালেন। Rabochy Put প্রকাশিত হল, এর সঙ্গেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ হল—বিপ্লবীসেনা ও রেডগার্ডদল দ্রুতগতিতে গিয়ে স্মলনি ইনষ্টিটিউট দখল করবে। সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হল এবং এক দিনের মধ্যেই সমাপ্ত হল

এ বিদ্রোহ। ২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যায় দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেস বসল, সোভিয়েটের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা এল। এই কংগ্রেসেই কাউন্সিল অব পিপলস কমিসারস গঠিত হল। ষ্টালিন এর সদস্য নির্বাচিত হলেন, সর্বময় কর্ত্তা হলেন লেনিন।

এই অক্টোবর বিদ্রোহ—এই সমাজতন্ত্রী বিপ্লব—সমগ্র জগতের পক্ষে এর গুরুত্ব সুদূর প্রসারী! এর ফলে অর্থ-নৈতিক জগৎ দুইটী শিবিরে বিভক্ত হল—পুঁজীবাদী ও সমাজতন্ত্রী।

।

সোভিয়েট রিপাব্লিকের সূচনা

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যেদিন ক্ষমতা পেল সেইদিন থেকে ১৯২৩ সন পর্যান্ত ষ্টালিন ছিলেন "পিপলস কমিসার ফর দি অ্যাফেয়ার্স অব নেশনলিটিস।" সোভিয়েট রিপাব্লিকে বিভিন্ন জাতি সম্পর্কিত যে সকল সমস্যা, ব্যক্তিগত ভাবে ষ্টালিনই তার সমাধান করেছেন। "রুশিয়ার জাতি সমূহের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা"—এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ দলিল ষ্টালিনেরই রচনা। ইহার ফলে জাতির সঙ্গে জাতির এক নূতন সম্পর্ক স্থাপিত হল। পুরাতন ব্যবস্থায় যেখানে ছিল প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক, যেখানে ছিল অত্যাচার ও বলপ্রয়োগ, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হল সাম্য, ভ্রাতৃবিশ্বাস ও বন্ধুত্ব। লেনিন ও ষ্টালিনের নেতৃত্বে জারের উপনিবেশ সোভিয়েট রিপাব্লিকে পরিণত হল। ইউক্রেনিয়ান সোভিয়েট রিপাব্লিক, বাইলোরাসিয়ান রিপাব্লিক

এবং ট্রান্স ককেশিয়া ও সেণ্ট্রাল এশিয়ায় সোভিয়েট রিপাব্লিক-সমূহ প্রকৃতপক্ষে ষ্টালিন নিজেই গঠন করেন। ১৯১৮ সনে সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের খসড়া রচিত হয়। ষ্টালিনের সক্রিয় হস্ত এই ব্যাপারেও ছিল। ১৯১৮ সনের জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে ষ্টালিন ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন সোস্যালিষ্ট দলের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। তৃতীয় আন্তর্জাতিক কমুনিষ্ট সৃষ্টির এইখানেই সূচনা।

সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সফল হল। সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। শ্রমিক প্রতিনিধি ভিন্ন অন্য কারও স্থান রইল না গবর্ণমেণ্টে। জমিদার ও পুঁজিপতিরা এইভাবে প্রাধান্যচ্যুত হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অন্যান্য দেশের পুঁজী-পতিদের সঙ্গে তারা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করল—সোভিয়েট রিপাব্লিককে তারা আক্রমণ করবে, শ্রমিক ও কৃষকের এই গভর্ণমেণ্টকে পরাজিত করে আবার পুঁজীবাদী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করবে। রুশিয়ায় এই সময় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল। সৈন্যদলের মধ্যে যারা ছিল ধনতন্ত্রবাদীদের পক্ষে নূতন ব্যবস্থা তারা মেনে নিতে পারলে না। যুদ্ধ করে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে পরাজিত করে পূর্ব ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কৃতসংকল্প হল এরা। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করলেন—মাতৃভূমি বিপন্ন। জনসাধারণকে আহ্বান করলেন তাকে রক্ষার জন্য। বলশেভিক পার্টি শ্রমিক ও কৃষকদের দেশরক্ষার পবিত্র কার্য্যে আহ্বান করলেন। ১৯১৮ সনের বসন্তকালে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের চেষ্টায় জেকোশ্লোভাক

সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করল। কথা ছিল হোয়াইট গার্ডদল এবং সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরা ভলগায় ২৩টী সহরে এই সঙ্গে বিপ্লব আরম্ভ করবে এবং মস্কোর বামপন্থী সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরাও এই একই সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। ব্রেষ্টলিটোভস্কে জার্মাণীর সঙ্গে এর পূর্বেই সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। বৃটিশ সৈন্য সুবিধা পেয়ে মারমানস্কে অবতরণ করল। চারিদিক থেকে বিপ্লববিরোধী শক্তির এই আত্মপ্রকাশ দেখে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের এই সময় সত্যই সঙ্কটপূর্ণ। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কবল থেকে এই সবেমাত্র রুশিয়া বেরিয়ে এসেছে। চার বছরের যুদ্ধ, ধনতান্ত্রিক শাসন এবং আভিজাত্যসম্প্রদায়ের চক্রান্তে দেশ আজ ধ্বংস সীমায় উপস্থিত। মস্কো ও পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকরা হাহাকার করছে, ত্বই বেলায় ত্বই আউন্স রুটি তারা পাচ্ছে না একদিনে। ইউক্রেন ও সাইবেরিয়ার শস্যভাণ্ডার থেকে রিপাব্লিক তখনও বঞ্চিত। দক্ষিণ পূর্বদিকে ভলগা অঞ্চল এবং উত্তর ককেশাস অঞ্চল থেকে কিছু শস্য পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সেখানে যেতে হবে জারিটসিনের ভিতর দিয়ে। কিন্তু জারিটসিনে তখনও হোয়াইটগার্ডদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ। এদিকে দেশের মধ্যে যে শস্য আছে তা মুনাফাকারী, কুলাক এবং সুদখোরদের হাতে। গরীব চাষীদের তার এক কণাও পাবার সম্ভাবনা নেই। লেনিন ও ষ্টালিন দেখলেন খাদ্য সরবরাহ না হলে বিপ্লবের ব্যর্থতা অনিবার্য্য, তাই কর্মীদের আদেশ দিলেন গ্রামে গিয়ে গরীব চাষীদের সাহায্য করবে। মুনাফাকারীদের,

কুলাকদের কাছ থেকে জোরজবরদস্তি করেও গরীবদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ষ্টালিন দক্ষিণাঞ্চলে চলে গেলেন। এখানে সবরকম সরবরাহ ব্যবস্থা করবার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জরুরী ক্ষমতা দিয়ে দিল তাঁকে।

ঘরভাঙাদের বিরুদ্ধে

১৯১৮ সনের ৬ই জুন একদল কর্মী নিয়ে ষ্টালিন জারিটসিন পৌঁছলেন। কিন্তু ষ্টালিন শুধু রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, সমরনেতার উপযোগী প্রতিভাও তাঁর মধ্যে ছিল। জারিটসিন পৌঁছেই তিনি বুঝলেন, বিপ্লববিরোধীদল এখান থেকেই তাদের প্রধান আক্রমণ চালাবে, তা হ'লেই একদিকে উত্তর ককেশাসের শস্যাঞ্চল এবং অন্যদিকে বাকুর তৈলাঞ্চল থেকে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে বঞ্চিত করতে পারবে তারা। আবার ডনাঞ্চলের বিরোধীদের সঙ্গে জেকোশ্লোভাক বিদ্রোহী-দলের মিলিত হবারও এই পথ। এ সুযোগ তারা কিছুতেই ছাড়বে না। দুই দল একত্র হলেই মাস্কোর দিকে এগিয়ে এসে মস্কো আক্রমণ করা সম্ভব হবে তাদের। ষ্টালিন বুঝলেন, জারিটসিন শুধু নামে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের থাকলেই চলবে না। সব রকমে একে সামরিক ব্যূহ করে তৈরী করতে হবে। প্রতিপক্ষকে এখান থেকেই বাধা দিতে হবে। সহরে তখন হোয়াইটগার্ড ষড়যন্ত্রকারীদল নানা স্থানে আড্ডা করে বসেছে। তাদের থেকে সহরকে মুক্ত করা হল ষ্টালিনের প্রথম

কাজ। একাজ সমাপ্ত করতে বিশেষ অসুবিধা হল না। ষড়যন্ত্রকারীরা কোথাও বাধা দিল না। এর পরে ষ্টালিন রাজধানীতে কিছু খাদ্য পাঠিয়ে দিলেন। তারপরে সামরিক দিক দিয়ে জারিটসিনগঠনে মনোযোগী হলেন তিনি।

বিপ্লবের পরে রেড আর্মি সংগঠনের ভার পড়েছিল ট্রটস্কির উপর। তিনি জারের সময়ের পুরাতন বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করেছিলেন সৈন্যদলে। জারিটসিনের সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের এমনি একদল সৈন্য ছিল। ষ্টালিন এসে দেখলেন, এদের সামরিক অভিজ্ঞতা আছে, সামরিক শিক্ষাও এদের আছে কিন্তু যা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন তাই এদের নাই—পার্টীর প্রতি এরা শ্রদ্ধাশীল নয়। ষ্টালিন বুঝলেন, পার্টীর জন্য, সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের জন্য এরা জীবন পণ করতে পারবে না কোন দিনই। তাই ট্রটস্কি কর্তৃক নিয়োজিত এদের ছাড়িয়ে দিয়ে পার্টী থেকে বাছা বাছা কর্মীদের সৈন্যদলে নিয়োগ করতে লাগলেন তিনি। ষ্টালিন বুঝলেন ওদের শিক্ষা নেই কিন্তু পার্টীই এদের প্রাণ, পার্টীর জন্য জীবন তুচ্ছ করে যুদ্ধ করবে এরা। ষ্টালিনের সৈন্যদল প্রথম থেকেই সুগঠিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠল। নূতন সৈন্যদলের সৈন্যাধ্যক্ষগণ ছিল পরস্পারের প্রতি অনুরক্ত, সৈন্যদলের দায়িত্ব তারা সবাই মিলে ভাগ করে নিল। জারিটসিন রক্ষার জন্য রক্ষীবাহিনী গড়ে উঠল এইভাবে। ভরোশিলভকে ডেকে আনা হল এদের ভার নিবার জন্য। এই বাহিনীই একদিন সোভিয়েট জগতে সুপরিচিত হল

১০ম বাহিণী বলে। জারিটসিন রক্ষা হল, হোয়াইট দলের মস্কো আক্রমণের স্বপ্ন ব্যর্থ হল।

১৯১৮ সনের নভেম্বর মাসে জার্মানীর ও অষ্ট্রীয়হাঙ্গারীর বিদ্রোহ আরম্ভ হল, ষ্টালিনের জারিটসিন রক্ষীবাহিনী গঠন ততদিনে প্রায় শেষ হয়েছে। সামরিক কর্মকুশলতা তাঁর সাব্যস্ত হয়ে গেছে। পার্টীর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ—ইউক্রেন ফ্রণ্টে গিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে ইউক্রেন রক্ষীবাহিনী গঠন করতে হবে তাঁকে। দশম বাহিনী থেকে ভরোশিলভ প্রমুখ বিশজন বিশিষ্ট কর্মীকে তাঁর সঙ্গে দেওয়া হল। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে এই বাহিনী পেটলুরা ও জার্মানদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল। ষ্টালিনের নেতৃত্বে এই বাহিনী খারকভ এবং মিনস্ক সহজেই মুক্ত করল অল্পকয়েকদিনের মধ্যেই। ক্রমে ক্রমে সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল মুক্ত হল। এই অঞ্চল নিয়ে ষ্টালিন গঠন করলেন বাইলোরুশিয়ান রিপাব্লিক।

১৯১৮ সনের ৩০ নভেম্বর লেনিনের নেতৃত্বে "শ্রমিক ও কৃষকদের দেশরক্ষা পরিষদ" গঠিত হল। দেশরক্ষার সমগ্র ব্যবস্থা এদেরই উপর। শুধু সামরিক বাহিনী নয়, শিল্প, যানবাহন দেশের সম্পদ সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হবে এই পরিষদ কর্তৃক। ষ্টালিন "অল রাশিয়ান সেণ্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির" প্রতিনিধি হিসাবে এই কমিটিতে নির্বাচিত হলেন। প্রকৃত পক্ষে লেনিনের প্রতিনিধিরূপেই কাজ করতে হয়েছে তাঁকে।

১৯১৮ সনের শেষ দিকে পার্মের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। কোলচাকসৈন্য বিদেশী আক্রমণকারীদের সঙ্গে মিলে

উত্তর দিক হ'তে ক্রমে অগ্রসর হতে লাগল। দেশরক্ষা পরিষদের নামে লেনিন আদেশ দিলেন পার্ম রক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে হবে। ষ্টালিন ও জারঝিনস্কিকে তিনি এই কাজে পাঠালেন পার্মে। পার্মে পৌছে ষ্টালিন সমগ্র অবস্থাকে অতি দ্রুত আয়ত্বে আনলেন। কোলচাক ও চেক সৈন্য যাতে আক্রমনকারীদের সঙ্গে মিলতে না পারে তারই ব্যবস্থা করলেন তিনি। উত্তর বা দক্ষিণে কারও সঙ্গেই একত্র হ'তে না পেরে কোলচাক সৈন্য পশ্চাদপসরণ করল।

১৯১৯ সনের মে মাসে জেনারেল জুডেনিক ফিনিশ হোয়াইট এবং এস্থোনিয়ান সৈন্য বাহিনী নিয়ে পেট্রোগ্রাড অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল। কোলচাকের উপর থেকে লালফৌজের চাপ যাতে কিছু হ্রাস পায় তাই বোধ হয় ছিল তার উদ্দেশ্য। বৃটিশ নৌবাহিনীর একটা স্কোয়াড্রন এই আক্রমণ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হল। এদেরই চক্রান্তে ক্রাসনায়া গোরকা এবং সেরায়া লোসাড দুর্গ দুইটীতে বিদ্রোহ আরম্ভ হল, শত্রুসৈন্য পেট্রোগ্রাডের দ্বার দেশে পৌছল।

হোয়াইট অভিযান বিতাড়িত করবার জন্য কেন্দ্রীয়কমিটি এবার ষ্টালিনকে নিয়োগ করতে দ্বিধা করল না। ষ্টালিন দলে দলে কমুনিষ্টদের সৈন্যদলে নিয়োগ করতে লাগলেন, সৈন্য-বাহিনীতে বিশ্বাসঘাতক যারা ছিল সবাইকে বিতাড়নের কাজ শুরু হল। বিদ্রোহী দুর্গ দুইটীর উপরে আক্রমণ চালান হল জলপথে এবং স্থল পথে! বিদ্রোহীদল আত্মসমর্পণ করল, অবস্থা দেখে হোয়াইটদল পশ্চাদপসরণ করল। পেট্রোগ্রাড

আক্রমণের আশঙ্কা দূর হ'ল। জুডেনিকের সৈন্যদল সম্পূর্ণ ভাবে পরাস্ত হল, আক্রমণকারী সৈন্যদলের বাকী অংশ এস্থোনিয়ায় আশ্রয় নিয়ে বাঁচল।

১৯১৯ সনের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েট ভূমি আবার আক্রান্ত হ'ল এবারে পোলাণ্ডের দিক থেকে। এখানে প্রতিরোধ বাহিনী গঠনের জন্য ষ্টালিন গেলেন স্মলেনস্ক। ১৯১৯ সনের শরৎকালে আর এক দফা আক্রমণ সুরু হল। সোভিয়েটের আশে পাশের সমস্ত ছোট ছোট দেশ আক্রমণ করল তাকে। বৃটিশ সমর সচিব একে বলেছেন "১৪টী রাজ্যের আক্রমণ"।

লালফৌজের প্রবল আক্রমণে পূর্বদিকে কোলচাক সৈন্য যখন ক্রমাগত পিছু হটছিল, ডেনিকেন ডনেজ বেসিন অবরোধ করে এক বহু দূর ব্যাপী স্থান নিয়ে ইউক্রেন আক্রমণ করল। ট্রটস্কি নিয়োজিত সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে লালফৌজের পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটতে লাগল। পোলিশ হোয়াইটেরা নামল ডেনিকেনের সাহায্যে, তারা মিন্স্ক দখল করল। জুডেনিক নূতন করে পেট্রোগ্রাড আক্রমণ সুরু করল, চারদিকে লালফৌজের বিরুদ্ধে এই অভিযান দেখে কোলচাক আর পিছনে না হটে টোবোলে দাঁড়াবার জন্য তৈরী হল। শত্রুসৈন্য আর কোন দিনই সোভিয়েট রাজধানীর এত নিকট আসে নাই। লালফৌজের পরাজয় এবং সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের পতন সকলের কাছে একরকম অনিবার্য্য হয়ে উঠল। ডনেজ বেসিনের পুঁজীপতিরা ঘোষনা করলে

হোয়াইট সৈন্যদের মধ্যে যে দল প্রথমে মস্কো প্রবেশ করবে তাদের ১০ লক্ষ রুবল পুরস্কার দেওয়া হবে।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ রণাঙ্গনে অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধ সম্ভার পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু এর নেতৃত্ব গ্রহণ করবে কে? ষ্টালিনের কার্য্যকলাপকে কোন দিনই ট্রটস্কি ভাল চক্ষে দেখেন নি। ষ্টালিনকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু সামরিক নেতা হিসাবে ট্রটস্কির উপর পার্টির বিশ্বাস শিথিল হচ্ছিল ক্রমেই। কোলচাকের নিকট পার্ম'এর পতন ঘটেছিল, তার কারণ ট্রটস্কি নির্বাচিত বহু সামরিক কর্মচারী শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিল। পার্টি বুঝেছিল, ট্রটস্কিকে সামরিক নেতা হিসাবে অক্ষুণ্ণ অধিকার দিলে লালফৌজকে নৈতিক অধঃপতন হতে রক্ষা করা যাবে না। তা ছাড়া জারিটসিন, পার্ম এবং অন্যান্য স্থানে ষ্টালিনের অসামান্য সাফল্য সকলকে মুগ্ধ করেছিল। তাই এবারে ডেনিকেণের বিরুদ্ধেও ষ্টালিনকে পাঠানোই স্থির হল।

রণাঙ্গনে পৌঁছে ষ্টালিন দেখলেন কোন সামরিক পরিকল্পনা নেই। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তিনি জানালেন এই রনাঙ্গনের ভার তিনি নিতে পারেন কিন্তু ট্রটস্কি নির্বাচিত যে কোন সামরিক কর্মচারীকে পদচ্যুত করবার তাঁর অবাধ অধিকার থাকবে, এবং ট্রটস্কি তার কোন কাজে বাধা দিতে পারবেন না। তা না হলে তাঁর সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হবেনা। ট্রটস্কি এ ব্যাপারে মনে মনে অপমানিত বোধ করলেন, পার্টির অধিকাংশ তখন চাচ্ছে ষ্টালিনকে। তাই এ সর্ত্তে তখন রাজি না হয়ে ট্রটস্কির উপায় ছিলনা।

ষ্টালিন যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে পূর্ণোদ্যমে কাজে নামলেন। কিন্তু তবুও কর্মপদ্ধতি স্থির করবার আগে তিনি লেনিনের মতামত গ্রহণ করলেন।

পাহাড়তলী থেকে আক্রমণ ট্রটস্কির ছিল গতাণুগতিক মতলব। কিন্তু ষ্টালিন ট্রটাস্কর প্রোগ্রাম সমর্থন করেননি। তিনি ভাবলেন ভলগা থেকে নভোরোসিস্ক পর্য্যন্ত ডেনিকিনের সৈন্যদলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হবে। ষ্টালিন স্থির করলেন ডেনিকিনকে আঘাত করতে হবে, খারকভ ও রোষ্টভের ভিতর দিয়ে, বিরোধী সৈন্যদলকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে প্রথমেই। ষ্টালিন লেনিনকে লিখলেন, এদিককার জনসাধারণ আমাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। ওতে আমাদের অভিযানের পথ সুগম হয়ে আসবে। যে সব রেলপথ দিয়ে শত্রুদের রসদ সরবরাহ করা হয়, আগে সেগুলি বন্ধ করতে হবে, তাহ'লেই শত্রুদের কাবু করা সহজ হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি ষ্টালিনের প্লানই মেনে নিল।

ভরশিলফ তাঁর বইএ লিখেছেন: ষ্টালিন খাঁটী প্রোলেষ্টারিয়াণ বিপ্লবী। একবিষয়ে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা—কোথা থেকে কিভাবে শত্রুদের আক্রমণ করতে হয় তিনি ভাল করেই বুঝতেন। জারিটসিন থেকে নোভোরোসিস্কের পথ ছিল আমাদের পক্ষে দীর্ঘ। আর এই পথের দুপাশে অধিবাসীরা ছিল আমাদের শত্রু। আর টুলা থেকে নোভোরোসিস্কের পথ হয়ে উঠেছিল আমাদের পক্ষে সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষনীয়। ওদিককার অধিবাসীরা আমাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল।

দক্ষিণ রণাঙ্গনের ভার নিয়েই ষ্টালিন আরম্ভ করলেন নূতন করে সৈন্য সংগঠন। নূতন করে সৈন্যাধ্যক্ষ ও সামরিক কর্মচারী নিয়োগ করে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে সর্বপ্রকার সামরিক নির্দেশ দিতে লাগলেন তাদের, পার্টির জন্য, দেশের জন্য সংগ্রামে যে প্রেরণা ছিল তাই সঞ্চারিত করতে লাগলেন তাদের মধ্যে।

ষ্টালিনের কর্মপ্রেরণা নিয়ে নূতন সৈন্য বাহিণা গড়ে উঠল। তারা নবোৎসাহে অগ্রসর হল ডেনিকিনের বিরুদ্ধে। ডেনিকিন শুধু পরাজিত হল না, তাঁর সৈন্য দল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। ডেনিকিন নিজে গেল পালিয়ে।

লালফৌজের আক্রমণ সইতে না পেরে হোয়াইট দল যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, তারা বহুসংখ্যক বন্দুক গোলাবারুদ ও প্রচুর রসদ ফেলে গেল। এই পলায়নের পর সৈন্য দলের কাছ থেকে এত রসদ ষ্টালিনের হস্তগত হল যে সৈন্যদলের জন্য যথেষ্ট রেখে বাকী সব পাঠিয়ে দিলেন মস্কোতে। যুদ্ধ শেষে ষ্টালিন বহু সংখ্যক অশ্বও পেলেন। এটাকে সুযোগ মনে করে ষ্টালিন এক অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তুললেন। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের এই প্রথম অশ্বারোহী বাহিনী। বুদিওনি, ভরোশিলফ এবং শ্চাডেনকোর অধিনায়কত্বে এই অশ্বারোহীবাহিনী গঠিত হল।

১৯২০ সনে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ হল ষ্টালিনকে দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গণে যেতে হবে পোলদের বিরুদ্ধে। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তৃতীয় আঁতাত আক্রমণে এরাই ছিল অগ্রণী। ষ্টালিনের পরিচালনায় এখানে সোভিয়েট বাহিনী পোলিশ ফ্রন্ট ভেঙ্গে

দিল। কিয়েভ মুক্ত করে ষ্টালিন বাহিনী নিয়ে আরও অগ্রসর হয়ে একেবারে লিভোভের দ্বার দেশে পৌঁছলেন। এর কিছু দিন পরেই ওয়ারেঙ্গল দক্ষিণ ইউক্রেণ আক্রমণ করে কিন্তু ষ্টালিন-পরিচালিত বাহিণীর নিকট তাকেও পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

গৃহযুদ্ধের সময়ে যেখানেই বিপ্লববিরোধীদল শক্তিসালী হয়ে উঠেছে, বিপ্লব-সভা সেখানেই ষ্টালিনকে পাঠিয়েছে। ষ্টালিন ছিলেন কেন্দ্রীয় বৈপ্লবিক সামরিক পরিষদের সদস্য, তা ছাড়া পশ্চিম রণাঙ্গন, দক্ষিণ রণাঙ্গণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদেরও সদস্য। বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণে যেখানেই পার্টি নিজেকে বিপন্ন মনে করেছে, সেইখানেই তারা পাঠিয়েছে ষ্টালিনকে। ভরোশিলফ তাঁর Stalin and the Red Army নামক পুস্তকে লিখেছেন, "ভীতি ও আতঙ্কগ্রস্ত পার্টি যেখানেই নিজেকে অসহায় মনে করেছে, পরিস্থিতি যখনই সঙ্কটজনক হয়েছে, তখনই সেখানে দেখা যেত ষ্টালিনকেই। পার্টির সংগঠনই ছিল ষ্টালিনের প্রথম কাজ। শ্রমিক সাধারণকে সুনিয়ন্ত্রিত করে পরিচালনাভার সর্বত্রই তিনি নিজ হাতেই নিতেন। এদের সাহায্যেই তিনি বিশ্বাস-ঘাতকের. ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত করতেন, পার্টির বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার ধ্বংসাত্মক কাজ এদের জন্যই ব্যর্থ হত। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ, তাঁর অকুণ্ঠ পরিশ্রম, তাঁর বৈপ্লবিক প্রেরণা সাধারণ বিপ্লবীর জীবনে এনে দিত সংগ্রামের মনোভাব, তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনাশক্তি সৃষ্টি করত।

শ্রমিক, কৃষক থেকে আরম্ভ করে লালফৌজ পর্য্যন্ত তাঁর সংস্পর্শে এসে নূতন জীবনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, তাদের অধিকতর কর্ম্মক্ষম করে তুলেছে! এরই জন্য যেখানে ছিল পরাজয়ের সম্ভাবনা, ষ্টালিনের আবির্ভাব তাকে নিশ্চিত জয়ে পরিণত করত।"

বলশেভিকদের গৃহযুদ্ধ জয়ের ইতিহাস জগতে অতুলনীয়। শ্রমিক ও চাষী—যাদের না ছিল সামরিক শিক্ষা, না ছিল স্বাস্থ্য, না ছিল সম্পদ। ক্ষুধার্ত্ত ও বিশীর্ণ দেহে বন্দুক ধরে এরাই যুদ্ধ জয় করল। এদের শুধু ছিল এক প্রেরণা, যা মানুষকে, জাতিকে নববলে বলীয়ান করে তোলে—অর্থাৎ সাম্যবাদ এবং তার পশ্চাতে লেনিনের নেতৃত্ব ও ষ্টালিনের শিক্ষা। তাই তরুণ শ্রমিক সৈন্যবাহিনী প্রতিক্রিয়াশীল দলের যুদ্ধে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় নি।

১৯২১ সনের মার্চ মাসে রণষ্টাটে আবার কম্যুনিষ্ট বিরোধী আন্দোলন সুরু হল। দেশের খাদ্যাভাবই এর প্রধান কারণ। শ্রমিক, নাবিক এবং সৈনিকেরা দলবদ্ধ হয়ে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। বিদ্রোহ থামাবার ভার পড়ল ট্রটস্কির উপর। কিন্তু তাঁকে নিশ্চেষ্ট দেখে ভরশিলফকে নিয়ে ষ্টালিনই গেলেন বিদ্রোহ দমনের জন্য। ষ্টালিনের সামনে বিদ্রোহী দল দাঁড়াতে পারল না; কেউ বা পালাল, কেউ আত্মসমর্পণ করল।

বিপ্লবীর পুরস্কার স্বাস্থ্যভঙ্গ, রোগ এবং মৃত্যু। দীর্ঘকাল অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে লেনিন ও ষ্টালিন উভয়েরই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল।

সারডফের মৃত্যুর পর থেকে লেনিনের কাজ অনেক বেড়ে গেছল। সারডফ ছিলেন লেনিনের সেক্রেটারী। লেনিনের দৈনন্দিন কাজে তিনি ছিলেন প্রধান সহায়। লেনিনের লেখাপড়ার প্রায় অর্দ্ধেক কাজ তিনি করে দিতেন।

ষ্টালিনের সাধারণ স্বাস্থ্য ভালই ছিল কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমের প্রতিক্রিয়া তাঁর শরীরের উপরও দেখা দিল। খাওয়ার পরেই তাঁর পেটে ভীষণ ব্যথা সুরু হত। পাছে পেটবেদনা হয় এই ভয়ে তিনি প্রায়ই না খেয়ে থাকতেন। ফলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল।

দক্ষিণ সামান্ত থেকে ফিরে আসবার পরে তাঁর পেটের ব্যথা এমন বেড়ে গেল যে ডাক্তাররা তাকে পরিপূর্ণ অবসর নিতে পরামর্শ দিলেন। ১৯২০ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শরীর একটু সেরে উঠল। এই সময়ে তাঁকে রস্তোটে বিদ্রোহ থামাবার জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু ফিরে এসে আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কয়েকদিন তাঁকে নিয়ে চলল জীবন মৃত্যুর টানাটানি। কমরেডরা বিমর্ষ মুখে তাঁর রোগশয্যা শিয়রে বসে রাত কাটাতে লাগল। ডাক্তার ডাকা হ'লে ডাক্তার এসে বললেন—এপেণ্ডিসাইটিস। মস্কোর এক হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করা হল। কিন্তু এতে বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। সম্ভবতঃ অস্ত্রোপচার করা উচিত ছিল আরও আগে।

কয়েকদিন পর্য্যন্ত চলল জীবন-মৃত্যুর লড়াই। তারপরে একদিন ডাক্তার ঘোষণা করল বিপদ কেটে গেছে। বন্ধু-

বান্ধবেরা সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। এ অবস্থায় বায়ু পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক। তাই সবাই মিলে তাকে জর্জিয়ায় পাঠিয়ে দিল। লেনিন বললেন, "সেই ভাল। নিজের জন্ম-ভূমি তাকে সহজেই সুস্থ, নিরাময় করে তুলবে। তা ছাড়া মস্কো থেকে অনেকদূরে ওখানে কেউ তাকে বিরক্ত করতে যাবে না, পরিপূর্ণ বিশ্রাম তাঁর প্রয়োজন।"

গৃহযুদ্ধে বলশেভিক পার্টির জয় হল। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট নিঃসংশয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এই জয়ে ষ্টালিনের আসামান্ত কৃতিত্ব পার্টি সুস্পষ্টভাষায় স্বীকার করল। ১৯১৯ সনের ২৭ নভেম্বর অল রাশিয়ান সেণ্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি লেনিনের নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করল।

"বিপদ যখন সাংঘাতিক হয়ে ঘিরে আসছিল চারদিক থেকে, সোভিয়েট রুশিয়া ছিল শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট এই আক্রমণ প্রতিরোধ করছিল। ১৯১৯ সনের জুলাই মাসে শ্রমিক ও কৃষক বিপ্লবের শত্রুদল পেট্রোগ্রাডের দিকে এগিয়ে আসছিল, ক্রাসনার দুর্গ তারা দখল করেছিল। সোভিয়েট রুশিয়ার এই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে সেণ্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি নিয়োগ করেছিল জোসেফ ভিসারিও নোভিচ জুগসভিলি (ষ্টালিন) কে এই সঙ্কট স্থানে। অক্লান্ত কর্মী সৈনিক অদম্য উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে গেলেন, তারই জন্য সম্ভব হল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন লালফৌজ নূতন করে সংগঠন, আর সমবেত শক্তিতে ঝাপিয়ে পড়া শত্রুর উপরে।

রণাঙ্গনে তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত করে-

ছিলেন সৈন্যদলকে। সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিরোধকারী এই সৈন্যদল যখন শত্রুর কামানের আগুন তুচ্ছ করে এগিয়ে গিয়েছিল, তারা তখন প্রেরণা পেয়েছিল ষ্টালিনের কাছ থেকেই।

পেট্রোগ্রাড রক্ষা কার্য্যে তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, দক্ষিণ রণাঙ্গণে তার আত্মত্যাগও অতুলনীয়। এরই পুরস্কার স্বরূপ অলরাশিয়ান সেণ্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি জোসেফ ডিসারিও নোভিচ জুগাসভিলিকে "অর্ডার অব দি রেড ব্যানার" দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।"

লেনিনের নেতৃত্বাধীনে ষ্টালিনের উৎসাহ চেষ্টা এবং পরিচালনায় গড়া এই লালফৌজ পরবর্ত্তীকালে বিশ্বের ইতিহাসে এক অদ্ভুত অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। সর্বহারা শ্রমিক এবং কৃষকের শক্তি যে কত বড় তাই প্রমাণ করেছে এরা বিশ্বের কাছে।

লালফৌজের এ ভবিষ্যৎ একমাত্র ষ্টালিনই দেখতে পেয়েছিলেন। সত্যিকায় প্রোলেটারিয়ান বিপ্লবী তিনি, প্রোলেটারিয়ান শক্তিতেই তিনি বিশ্বাসী, তাই লালফৌজ গঠনে তিনি সামরিক শিক্ষার সন্ধান করতে যাননি, এখানেই ছিল ট্রট্স্কি এবং ষ্টালিনের পার্থক্য। ট্রট্স্কি শ্রমিক কিষানের এই বিপ্লবীশক্তিতে বিশ্বাস করতে পারেন নি। হাতুরী এবং লাঙ্গল নিয়েই যাদের চিরদিন কেটেছে, তারা আবার সৈনিক হয়ে যুদ্ধ জয় করবে, এ তিনি কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না। এজন্যই ষ্টালিনের সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য কোন দিন দূর হয়নি।

গৃহযুদ্ধে ষ্টালিনের সামরিক সংগঠনের সাফল্য ট্রট্স্কি দেখে ছিলেন। তবুও নিঃসংশয়ে একে তিনি মেনে নিতে পারেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল দেখবার জন্য আজ তিনি বেঁচে নেই। যদি থাকতেন, হয়ত এবারে তার মত বদলাত। ষ্টালিনের রণনৈপুন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে মেনে নেওয়া ছাড়া আজ উপায় নেই কারও।

শুধু গৃহযুদ্ধে নয়, বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপারেও লালফৌজের গৌরবজনক জয়ের ইতিহাসগুলি ষ্টালিনের নামের সঙ্গে আজ জড়িত। লালফৌজের অপরাজেয় শক্তি তিনিই সৃষ্টি করেছেন। শুধ্ লালফৌজ নয়, সোভিয়েট রুশিয়ার অতীত বর্ত্তমান সমস্ত ইতিহাসই ষ্টালিনের হাতে গড়া।

সেক্রেটারী ষ্টালিন

কমুনিষ্ট পার্টিই শ্রমিক সমাজের মুখপাত্র। পার্টির ভেতর দিয়েই তাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা এবং কর্মপদ্ধতি স্থির হয়। পার্টির সভ্য শ্রমিক-সমাজ কর্ত্তৃক নির্বাচিত হয়। কম্যুনিষ্ট পার্টি তখন এমন শক্তিশালী হয়নি যে গবর্ণমেণ্ট চালাবার সম্পূর্ণ ভার সে নিতে পারে। কিন্তু দূরদর্শী লেনিন ভাবলেন, বলশেভিক বিপ্লবকে যদি সার্থক করতে হয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে শক্তিশালী করাই প্রথম প্রয়োজন। পার্টির কাজ ভাল করে চালাবার জন্য তিনি সেক্রেটারীর কাজে একজন উপযুক্ত কর্মীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

সংগঠন শক্তিতে ষ্টালিনের কৃতিত্বের পরিচয় পার্টি বহু আগেই পেয়েছে। তাছাড়া, লালফৌজ গঠন ব্যাপারেও পার্টিতে তার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নিজে প্রচার না করেও পার্টির সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মী ও নেতা বলে তাকে সবাই আজ জানে। তাই লেনিন এপদের জন্য তাঁকেই স্থির করলেন।

এদিকে ষ্টালিনও আরোগ্য লাভ করে জর্জিয়া থেকে ফিরে এসেছেন। লেনিন তখন তাঁকে সেক্রেটারীর পদে নিয়োগ করলেন। এ সম্বন্ধে ট্রটস্কির মতও নেওয়া হয়েছিল। তিনি কোন আপত্তি করেন নি। ষ্টালিনের কর্মশক্তির উপরে তাঁর কোনদিনই শ্রদ্ধা ছিল না। তাছাড়া এপদের জন্যও তিনি লালায়িত ছিলেন না। তিনি স্বপ্ন দেখতেন তখন বিশ্বজোড়া বিপ্লবের, আর তার নেতা ট্রটস্কি নিজে। সেখানে ষ্টালিন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন এ সম্ভাবনা ছিল না। তাই রুশিয়ার বলশেভিক পার্টির সেক্রেটারী পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তিনি নিজের পক্ষে হেয় মনে করলেন।

১৯২২ খৃং অব্দের শরৎকাল। ষ্টালিন কমুনিষ্ট পার্টির সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করলেন।

মে মাসে লেনিন সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত হয়ে পড়লেন। তাঁর ডান হাত ও বাম পা অসাড় হয়ে পড়ল। এরপরে তাঁর কর্মক্ষমতা আর ফিরে আসেনি। লেনিনের রোগশয্যায় ও তার পরবর্ত্তী সময়ে ট্রটস্কি ও ষ্টালিনের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। রুশ বিপ্লবের অন্যতম কর্ণধার ট্রটস্কিকে তাই

পার্টি থেকে সরিয়ে দিতে হয়ে ছিল ষ্টালিনকেই। কারণ, তার সে সময়ের কাজ পার্টির পক্ষে, সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছিল ষ্টালিনের।

অর্থনৈতিক সংগঠন

১৯২০ সনে গৃহ যুদ্ধ শেষ হল কিন্তু চার বৎসর ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং তিন বৎসর গৃহযুদ্ধের ফলে রুশিয়া তখন ধ্বংস মুখে। যুদ্ধের সময়ে উদ্বৃত্ত-আহরণ আইন অনুযায়ী চাষীর কাছে যা কিছু উদ্বৃত্ত হ'ত, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট নিয়ে নিত সবই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাখবার ক্ষমতা ছিলনা কারও। পার্টির বাইরে এজন্য পার্টির প্রতি অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল। যুদ্ধ বিগ্রহের দরুণ শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের প্রতিও যথোপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়নি। জনসাধারণের শিল্প দ্রব্যের চাহিদা মিটাবারও কোন উপায় ছিল না। রুশিয়ায় তখন সর্বত্রই অভাব অনটন, সাধারণের ধারণা ছিল কম্যুনিষ্ট পার্টিই এজন্য দায়ী। ষ্টালিন বুঝলেন অর্থনৈতিক সংগঠন ব্যতীত এ থেকে মুক্তি অসম্ভব। অথচ এই সঙ্কা দূর করতে না পারলে এই ধূমায়িত অসন্তোষ বহ্নিমান হয়ে শুধু পার্টিকে নয় সমস্ত রুশিয়াকে ধ্বংস করবে।

ষ্টালিন বুঝলেন, যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রনের ফলে লোকের

স্বাধীনতা যে ভাবে ক্ষুন্ন করা হয়েছে এখন তার পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। যুদ্ধকালে কম্যুনিজমের জন্য যে সমস্ত নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল, ষ্টালিন তার কঠোরতা কিছু শিথিল করা প্রয়োজন মনে করলেন। এজন্য তিনি উদ্বৃত্ত আহরণ বন্ধ করতে চাইলেন। তিনি বললেন, চাষীদের উদ্বৃত্ত যা কিছু তা তারা নিজেরাই ইচ্ছামত বণ্টন করবে, এ স্বাধীনতা তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। তাহ'লেই তারা আবার চাষবাসে মনোযোগী হবে, খাদ্য সঙ্কট দূর হবে, দেশে ব্যবসা বাণিজ্য আবার গড়ে উঠবে। তিনি বললেন, দেশের শিল্প সম্পদও এতেই বাড়বে, সহরের খাদ্য শস্যের সরবরাহ হবে। সর্বোপরি, এক সুদূর অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর শ্রমিক ও কৃষকের মিলন উঠবে গড়ে। তিনি বললেন, এ না হলে রুশিয়ায় অর্থনৈতিক জীবনের ধ্বংস অনিবার্য্য। চাষীরা যদি উদ্বৃত্তবণ্টনের স্বাধীনতা না পায় কিছুতেই তারা উৎপাদনে মনোযোগী হবেনা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন তারা করবে না কিছুতেই। কিন্তু পার্টীর মধ্যে একদল ছিল তারা কিছুতেই ষ্টালিনের এই মত মেনে নিতে পারল না। তারা বললে, বুর্জোয়া ডিমোক্রাটীকে বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া যুগ শেষ হয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বণ্টন ব্যবস্থা সবই আসবে এখন ষ্টেটের হাতে। চাষীদের স্বাধীনতা দেওয়ার কোন অর্থই হয় না। এর মানে আবার সেই বুর্জোয়া যুগে ফিরে যাওয়া। সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা এ পথে অসম্ভব। জিনোবিফ নতুন অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে বলেছিলেন, এ

প্রগতি, না—পশ্চাদগতির চিহ্ন। ষ্টালিন এর উত্তরে বলেছিলেন, মোটরের চাকা বরাবর সামনে চলে বটে কিন্তু কোন কোন মুহূর্ত্তে পেছনেও চালাতে হয়। এই পশ্চাদ গতির সুযোগে আমরা আমাদের সেনাদল সুগঠিত করে নেব।

বাস্তবিক পক্ষে, বিপ্লবের পরে গোড়ার দিকে সব দায়িত্বই ষ্টেট গ্রহণ করেছিল। সোভিয়েট সরকারের অনুমতি ব্যতীত ঘরভাড়া পাওয়া যেতনা, রেলওয়ে ভ্রমণ করাও নিষিদ্ধ ছিল। এমন কি সোভিয়েট সরকারের কাজে যোগ না দিলে খাওয়ার টিকিটও পাওয়া যেতনা। খাদ্য-সামগ্রী ঘর-বাড়ী সব কিছুই 'চেকার অধীন ছিল। বিরুদ্ধবাদী দল একেই জানত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা বলে, এ ব্যবস্থা শিথিল করাকেই তারা পশ্চাদগতি মনে করত।

বস্তুতঃ চাষী ও কৃষক সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলবার জন্যই নতুন অর্থনৈতিক নীতির পত্তন হয়ে ছিল। এই সময়ে চাষীদের দুরবস্থা তাদের সহ্যের সীমা প্রায় অতিক্রম করে ছিল। তাদের না ছিল ঘরে মজুত খাদ্য, না ছিল মাঠে শস্য। আরো কিছুকাল এভাবে চললে হয়ত সমস্ত রুশিয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিত।

নতুন অর্থনৈতিক নীতি থেকেই সাম্যবাদী রুশিয়ার জন্ম হবে একথা ষ্টালিন বিশ্বাস করতেন। এই নীতির প্রবর্ত্তনের ফলে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে, তাহলেই তারা ক্রমে সাম্য-বাদে দীক্ষিত হবে এই ছিল তার মত। কিন্তু ট্রটস্কী পন্থীরা চাইলেন উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা এমন ভাবে ষ্টেট কর্ত্তৃক

নিয়ন্ত্রিত হবে যে কারও কোন ব্যক্তিগত মতামতের এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। তারা বললেন, সাম্যবাদে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কোন স্থান নেই। "ওয়ার্কার্স অপোজিশন" "ডিমোক্রটিক সেণ্ট্রালিষ্টস," "লেফ্ট কম্যুনিষ্টস" প্রভৃতি দলগুলি এদেরই সমর্থন করলে। সোস্যালিসমের শুষ্ক থিওরী নিয়ে এরা এতই মত্ত ছিল যে এর ফলে জনসাধারণ যে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে তা দেখবার মত চোখ এদের ছিলনা। যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য জনসাধারণ এতদিন ধরে ভোগ করে আসছে, যে অদম্য নির্ভরতা এদের চিরদিনের অভ্যেস হঠাৎ তা লুপ্ত হ'লে তাকে এরা এদের উন্নতির লক্ষণ বলে কোনমতেই মেনে নিতে পারবেনা। তাছাড়া সোস্যালিসনের ক্রম পরিনতির ধারাগুলি সম্পর্কে শিক্ষাও এদের নেই। জনসাধারণের যখন খাওয়া পরার অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটুকুও নেই, তখন নতুন কিছু করতে গেলেই তা এদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করবে, বিরুদ্ধ-বাদীদের ষ্টালিন এই যুক্তি দেখালেন। এই দুই বিরুদ্ধ মত নিয়ে আরম্ভ হল পার্টির মধ্যে বিতর্ক। সোভিয়েট রুশিয়ার ইতিহাসে এ ট্রেড ইউনিয়ন বিতর্ক নামে পরিচিত। বলাবাহুল্য লেনিন ষ্টালিনকেই সমর্থন করলেন। ষ্টালিন আত্মপ্রচার না করে বললেন এটা লেনিনেরই মত, তিনি নিজে তাঁর সমর্থক মাত্র এবং বিরুদ্ধবাদীরা সবাই লেনিনবিরোধী। পার্টির সমস্ত শাখা প্রশাখায় চলল এই বিতর্ক। ষ্টালিন স্বয়ং এই বিতর্কগুলি পর্য্যবেক্ষণ করতেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখতেন। যেখানে দেখতেন নিজেদের পরাজয় হয়েছে, তাকে কিভাবে

জয়ে পরিণত করা যায় এই নিয়ে দিবারাত্রি তাকে ব্যাপৃত থাকতে হত। সমস্ত বিতর্কের তিনি সংবাদ সংগ্রহ করতেন এবং প্রাভদা পত্রিকায় প্রকাশ করতেন; এই ফলাফল দেখেই লেনিনবাদীদের জয় এবং লেনিন বিরোধীদলের পরাজয় নিশ্চিত বুঝা গেল। ১৯২১ সনের ১৯ জানুয়ারী প্রাভদা পত্রিকায় প্রকাশিত হল ষ্টালিনের প্রবন্ধ—"আমাদের মতানৈক্য।" প্রবন্ধে ষ্টালিন ও লেনিন দুইজনেই সমর্থন করেছেন "নতুন অর্থনৈতিক নীতি," নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে বিরুদ্ধ বাদীদের আক্রমণকে অসার প্রতিপন্ন করেছেন।

এই সময়ে ১৯২৩ সনের মার্চ মাসে পার্টীর দশম কংগ্রেসের অধিবেশনের আয়োজন হ'ল। বিপ্লবের পরে সোভিয়েট রুশিয়ার অগ্রগতি কতটা হয়েছে তারই হিসেব নিকেশ হবে এখানে, এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও স্থির করা হবে। ট্রেডইউনিয়ন বিতর্কের ফলাফলও আলোচিত হ'ল এ কংগ্রেস অধিবেশনে। বিপুল সংখ্যাধিক্য ভাবে লেনিনবাদীদেরই জয় হ'ল। স্থির হল উদ্বৃত্ত আহরণের পরিবর্ত্তে একপ্রকার ট্যাক্স ধার্য্য করা হবে এবং লেনিনের নেতৃত্বে নূতন অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্ত্তিত হবে। আজ সবাই স্বীকার করছে পার্টি কংগ্রেসের সেদিনের এই সিদ্ধান্ত এক অতি শুভ ভবিষ্যতের সূচনা করেছে। কিন্তু এর পশ্চাতে ছিল ষ্টালিনের অন্তর্দৃষ্টি ও বিপ্লবীর অভিজ্ঞতা, বিপ্লববাদকে তিনি থিওরী হিসাবেই গ্রহণ করেননি, এ ছিল তার সমগ্র চিন্তাধারার অঙ্গীভূত। তাই যেখানেই তিনি হাত দিয়েছেন ভবিষ্যৎকে তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখতে পেয়েছেন, তাই

সর্বত্রই সার্থকতা তাকে পুরস্কৃত করেছে। এই নতুন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করার ফলেই শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় এদের পরস্পর মিলন সম্ভব হয়েছে।

এই কংগ্রেসেই ষ্টালিন সোভিয়েট রুশিয়ায় জাতি সমস্যা সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করে এবং ষ্টালিনের নির্দিষ্ট সমাধান মেনে নিয়েই কংগ্রেস এ সম্পর্কে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ষ্টালিন বললেন, "এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির নিপীড়নের আজ অবসান ঘটল, কিন্তু এই যথেষ্ট নয়। অতীতকে আমাদের সম্পূর্ণরূপেই ভুলে যেতে হবে, এদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অসহায় অবস্থাকে আমাদের ভুলতে হবে। সেণ্ট্রাল রুশিয়ার সঙ্গে এক সঙ্গে চলবার জন্য ডাকতে হবে এদের, হাত ধরে নিয়ে এক-সঙ্গেই চলতে হবে।"

১৯২২ সনের মার্চ মাসে পার্টীর ১১শ কংগ্রেসে নতুন অর্থ-নৈতিক নীতির একবছরের ফলাফল খতিয়ে দেখা হল। সুফল তখনও কিছুই দেখা যায়নি। লেনিন ঘোষনা করলেন—

"আমরা একবছর ধরে শুধু পিছু হটছি। পার্টীর নামে আমি বলছি আমাদের এ পিছু হটা বন্ধ করতে হবে। যেজন্য পিছু হটার প্রয়োজন ছিল সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। এই অধ্যায় শেষ হয়েছে অথবা অচিরেই শেষ হবে। আজ আমাদের প্রয়োজন অন্যরূপ—সমস্ত শক্তিকে পুনর্গঠিত করাই এখন প্রয়োজন।"

এই কংগ্রেসই লেনিনের প্রস্তাবানুসারে ষ্টালিনকে সেণ্ট্রাল কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে আসীন আছেন।

১৯১৮ সনে লেনিনের জীবন নাশের এক চেষ্টা হয়। তিনি আহত হন কিন্তু বেঁচে যান। এই আঘাতের ফলে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুণ তার শরীর ভেঙ্গে পড়ে। ১৯২১ সনের শেষ ভাগের পর আর তিনি সব ব্যাপারে সব সময়ে উপস্থিত থাকতে পারতেন না। এই সময় থেকেই পার্টি পরিচালনাভার প্রকৃতপক্ষে ষ্টালিনের উপর পড়ে।

জাতিসমস্যার সমাধান

১৯২২ সনের প্রথম ভাগেই ষ্টালিন এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেন। এর সাফল্য শুধু সোভিয়েট রুশিয়ার ইতিহাসেই নয়, বিশ্বের জাতি সমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাসেও এ ঘটনা এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ষ্টালিন দেখালেন, যেবিভিন্ন জাতির সমবায়ে রুশিয়া গঠিত, তাদের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রাধান্য লাভের চেষ্টাই রুশিয়াকে দুর্বল করেছে। তিনি বিভিন্ন জাতির "জাতীয় সোভিয়েট রিপাব্লিক" গঠনে মনোযোগী হলেন, তারপরে এদের সবাইকে নিয়ে গঠন করলেন এক যুক্তরাষ্ট্র—ইউ, এস, এস, আর (ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোস্যলিষ্ট রিপাব্লিকস)। ১৯২২ সনের ৩০ ডিসেম্বর "অল ইউনিয়ন কংগ্রেস অব সোভিয়েটস" এর প্রথম অধিবেশন হল। লেনিন ও ষ্টালিন উভয়ের প্রস্তাব অনুসারেই ঐতিহাসিক

সিদ্ধান্ত গৃহীত হল—যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক হবেনা, রিপাব্লিকগুলি নিজেরাই তা ঠিক করবে। কংগ্রেসে ষ্টালিন তাঁর রিপোর্ট প্রসঙ্গে বললেন—

"বন্ধুগণ, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের ইতিহাসে আজ স্মরণীয় দিন। আমাদের পুরাতন দিনের ইতিহাস আজ অতীত, সোভিয়েট রিপাব্লিক সমূহ প্রত্যেকে চলত নিজ নিজ পথে, তাদের নিজের অস্তিত্ব ও উন্নতি নির্ভর করত নিজেরই উপর, নামে মাত্র তারা এক সঙ্গে ছিল। আজ নূতন ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে, সোভিয়েট রিপাব্লিক সমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আজ অতীতের বস্তু। অর্থনৈতিক বিভেদ দূর করবার জন্য তাদের সবাইকে এক যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত করা হয়েছে। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট আজ শুধু এদের অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করছে তা নয়, একে এক শক্তিশালী আন্তর্জাতিক শক্তিতে পরিণত করবার দায়িত্ব এদেরই। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর আমাদের প্রভাব বিস্তার করতে হবে, শ্রমিকের স্বার্থে তাকে এর সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

বলা বাহুল্য, ইউনিয়নে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক না হলেও সবাই সেদিন ইউনিয়নে যোগ দিয়েছিল এবং তার পরে আর কখনও কেউ ইউনিয়ন ত্যাগ করে যায় নি। স্বেচ্ছামূলক ইউনিয়ন কতটা শক্তিশালী হতে পারে তারই প্রমাণ সোভিয়েট ইউনিয়ন।

১৯২৩ সনের এপ্রিল মাসে পার্টির ১২ কংগ্রেসের অধিবেশন হল। অসুস্থতার জন্য লেনিন এ কংগ্রেসে উপস্থিত হতে

পারলেন না। অক্টোবর বিপ্লবের পরে এই প্রথমবার কংগ্রেসে তিনি অনুপস্থিত। ষ্টালিনের পরিচালনায় কংগ্রেসের কাজ চলল। যারা বললেন 'নতুন অর্থনৈতিক নীতি' সাম্যবাদী নীতি হতে পশ্চাদপসরণ, কংগ্রেস তাদের বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য শুনিয়ে দিল। ট্রটস্কিপন্থী এবং বুখারিণমতবাদীদের প্রস্তাব বিশ্বাসঘাতক এবং আত্মসমর্পনের নীতি বলে নিন্দিত হল।

ষ্টালিন এই কংগ্রেসে সেণ্ট্রালকমিটির কার্য্য সম্পর্কে রিপোর্ট দিলেন। "জাতি সমস্যা সম্পর্কে পার্টির নীতি এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা" সম্পর্কেও তিনি কংগ্রেসে এক রিপোর্ট দাখিল করেম। পৃথক রিপোর্টে তিনি বললেন পার্টির শক্তিবৃদ্ধি সম্পর্কে। এই রিপোর্টে তিনি নতু নঅর্থনৈতিক নীতির দুই বৎসরের ইতিহাস বর্ণনা করে এর লাভ ক্ষতি ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন এবং কি ভাবে একে আরও কার্য্যকরী করা যায় তারও পন্থা নির্দেশ করলেন। 'জাতিসমস্যা' সম্পর্কে রিপোর্টে তিনি এ সম্পর্কে সোভিয়েট নীতির আন্তর্জাতিক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পরাধীন জাতি সমূহ একে জাতিসমস্যার আদর্শ সমাধান মনে করে আমাদেরই দিকে চেয়ে আছে। তিনি বললেন রুশিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে বিরাট অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনৈক্য আছে তা দূর করতে হলে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তিনি বৃহত্তর রুশিয়ার অন্ধ দেশাত্মবোধ এবং প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে পার্টিকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলেন। তিনি বলেন, ধনতন্ত্রবাদের পনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রভাব বিস্তার

করেছে। তিনি জর্জিয়ার জাতীয়তাবাদীদের নিন্দা করেন। ট্রটস্কিপন্থীরা ছিল তাদের সমর্থক।

১২শ কংগ্রেস তখনও শেষ হয়নি, সোভিয়েট আকাশে এক বিপদের ঘনঘটা দেখা দিল। বৃটেন ও ফ্রান্সে তখন বুর্জোয়ারা শাসন ক্ষমতা লাভ করেছে। তাদের স্বকীয় নীতি অনুসরণ করেই তারা রুশিয়ার সাম্যবাদী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধতায় নিযুক্ত হলেন। ষ্টালিন বুঝলেন, এদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে নামবার সময় রুশিয়ার এখনও আসেনি। ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ সাম্যবাদী রুশ-গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হলেও তাদের নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি নেই। আসন্ন সঙ্কটে তিনি একেই আশ্রয় করলেন। কূটনীতিবিদ ষ্টালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সবারই বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল, কূটনৈতিক সমরে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সোভিয়েটের জয়লাভ হল। ১৯২৪ সনে দেখা গেল বড় বড় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিচ্ছিন্ন, কিন্তু সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাদের কারও কোন বিরোধ নেই। ভীতিপ্রদর্শন এবং চরম পত্রের পরিবর্ত্তে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে তারা তখন সবাই মেনে নিয়েছে। এর পরে একদিন ষ্টালিন বলেছেন, আমাদের উদ্দেশ্যের ক্ষতি না করে আমরা যে তখন সাফল্য লাভ করেছি, তার কারণ লেনিনের সহকর্ম্মীগণ ও শিষ্যগণ তাঁর আদর্শ থেকে কিছু শিক্ষা লাভ করেছে।

লেনিনের স্মৃতি

১৯২৪ খৃঃ অব্দের ২১শে জানুয়ারী জগতের সর্বহারা শ্রমিকদের এক স্মরনীয় দিন। তাদের নেতা, তাদের অকৃত্রিম বন্ধু বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা লেনিন মস্কোর নিকটবর্ত্তী গোর্কি নামক গ্রামে পরলোকগমন করেন। ২৬শে জানুয়ারী অল ইউনিয়ন কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হয় লেনিনের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। কংগ্রেসে সমবেত সকলেন সম্মুখে ষ্টালিন পার্টির নামে নিম্ন লিখিত শপথ গ্রহণ করলেন:—

"আমরা কমুনিষ্টরা এক বিশেষ ধরণের সৃষ্টি, বিশেষ উপকরণে আমরা তৈরী। সর্বহারা জগতের আমরাই মৌলিক দল, কমরেড লেনিনের সৈনিকদল আমরা। এই সৈন্যবাহিনীর সৈনিক আমরা—এর চেয়ে সম্মানের আর কিছুই আমাদের নাই। যে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা লেনিন, পার্টির নেতা কমরেড লেনিন, তারই সদস্য আমরা, এর চেয়ে গৌরবের আর আমাদের কি আছে?...

কমরেড লেনিন আমাদের ছেড়ে গেছেন, কিন্তু এই ছেড়ে গিয়েই পার্টির সদস্যদপদ অকলঙ্ক রাখতে আমাদের আবদ্ধ করে গেছেন। কমরেড লেনিন, আমরা তোমার কাছে শপথ করছি তোমার আদেশ পালন করে আমরা গৌরবান্বিত হব।...

কমরেড লেনিন আমাদের ছেড়ে গেছেন, কিন্তু এই ছেড়ে গিয়েই তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন পার্টির ঐক্যকে রক্ষা করতে হবে চোখের মণির মত। কমরেড লেনিন, আমরা

শপথ করছি তোমার কাছে, তোমার নির্দেশ আমরা নিঃসংশয়ে পালন করব…

কমরেড লেনিন আমাদের ছেড়ে গেছেন, ছেড়ে গিয়েই তিনি আমাদের আবদ্ধ করে গেছেন, সর্বহারাদের এক-নায়কত্ব আমাদের রক্ষা করতে হবে, তার শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। কমরেড লেনিন, আমরা শপথ করছি, তোমার আদেশ পালনে কোন ত্রুটী হবে না আমাদের…

কমরেড লেনিন আমাদের ছেড়ে গেছেন, কিন্তু এই ছেড়ে গিয়েই তিনি আমাদের আদেশ করে গেছেন শ্রমিক কৃষকের মৈত্রীভাব আরও সুদৃঢ় করতে হবে। কমরেড লেনিন, আমরা তোমার কাছে শপথ করছি তোমার আদেশ পালন করব…

সোভিয়েট রুশিয়ার বিভিন্ন জাতির এই স্বেচ্ছামূলক সমবায় যাতে রক্ষিত হয়, ইউনিয়ন গঠনতন্ত্রের মধ্যে পরস্পরের ভ্রাতৃভাব যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তা-ই করতে আদেশ করে গেছেন আমাদের কমরেড লেনিন।

কমরেড লেনিন আমাদের ছেড়ে গেছেন, কিন্তু ছেড়ে গিয়েই তিনি ইউনিয়ন রিপাব্লিককে সুদৃঢ় করতে, এরই প্রসার করতে বলে গেছেন আমাদের। কমরেড লেনিন, আমরা শপথ করছি তোমার কাছে, তোমার আদেশ আমরা পালন করতে দ্বিধা করব না।

লেনিন একাধিকবার আমাদের বলেছেন, লাল ফৌজকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা, এর শক্তি বৃদ্ধি করা পার্টির অবশ্য কর্ত্তব্য। বন্ধুগণ, আমরা শপথ করছি লালফৌজ এবং নৌ

সোভিয়েটবাহিনীকে শক্তিশালী করতে কোন চেষ্টারই ত্রুটি হবে না আমাদের।

কমরেড লেনিন আমাদের ছেড়ে গেছেন, কিন্তু আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতির প্রতি অবিচলিত থাকতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন তিনি আমাদের। কমরেড লেনিন, আমরা শপথ করছি বিশ্বের শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে, আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট পার্টিকে শক্তিশালী করতে আমরা জীবনপণ করব।

বলশেভিক পার্টি তাদের নেতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই শপথ গ্রহণ করল।

ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে

মৃত্যুর কিছু পূর্বে লেনিন একবার সুস্থ হয়ে উঠে বসেছিলেন। তিনি যে আবার উঠে বসবেন, একথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে পার্টির মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল সাময়িকভাবে তার অবসান ঘটল। বিভিন্নদলের নেতারা এমন কি ট্রটস্কি তাঁর নেতৃত্বের সামনে মাথা নীচু করলেন। লেনিন কিছু দিম এর পরে বেঁচে রইলেন বটে কিন্তু তার কর্মশক্তি আর ফিরে আসেনি। ষ্টালিন কিংবা ট্রটস্কি রুশিয়াকে এর পরে কে পরিচালিত করবে এবিষয়ে কোন মতই তিনি দিলেন না, হয়ত দুইজনের কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করেছিলেন তিনি। পরস্পর বন্ধুভাবে যে এরা চলতে পারবেন না তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই

দেশ যাকে চায় সে-ই নেতৃত্ব করবে এই হয়ত ছিল তাঁর মত। তিনি নিজের মত দিয়ে দেশের মতকে আচ্ছন্ন করতে চাননি।

ট্রটস্কীপন্থীরা বলতেন, সারা ইউরোপে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা না হলে রুশিয়ায় পূর্ণ সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও তখন বিপ্লবের আংশিক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ট্রটস্কীর দল একে প্রভাত আলোকের স্বর্ণরশ্মি ব'লে ভুল করল। তারা মনে করেছিল প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ অচিরেই সমগ্র ইউরোপকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তাই তারা এই আলেয়ার পশ্চাতেই ছুটেছিল। কিন্তু ষ্টালিন বুঝেছিলেন রুশিয়ার গণবিপ্লব তার ছায়াপাত করেছে ইউরোপের অন্যত্র। একে স্থায়ী বলে গ্রহণ করলে ভুল হবে। এই সময়ে জার্মাণীর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে উঠল। মহাযুদ্ধের শেষে সেখানে বেকার সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। ট্রটস্কির বহুসংখ্যক অনুচর ছুটে গেল রুশিয়া থেকে জার্মাণীতে বিপ্লব সার্থক করে তুলতে। ট্রটস্কী চাইলেন ইউরোপব্যাপী এই অরাজকতার সঙ্গে রুশিয়াকে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে ফেলতে। নিজে এই বিপ্লবের কর্ণধার হবেন তাই বোধ হয় ছিল তার ধারণা। কিন্তু ষ্টালিন কিছুতেই এতে মত দিলেন না। তিনি তখন তার নূতন অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে ব্যস্ত। বাইরের দিকে তাকাবার কোন প্রয়োজন অনুভব করেননি তিনি। কিন্তু সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের কর্ণধার এখন তিনিই। ট্রটস্কি বুঝলেন, ষ্টালিনকে সরাতে না পারলে ইউরোপের বিপ্লবে সোভিয়েট রুশিয়ার সমগ্র

শক্তি নিয়োজিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই তিনি মাদাম লেনিনের শরণাপন্ন হলেন।

বিপ্লব সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা মাদাম লেনিনের। তাই তাঁকে নিজ মতানুবর্ত্তী করে নেওয়া ট্রটস্কির পক্ষে সহজ হয়েছিল। তিনি মাদামকে দিয়েই লেনিনকে প্রভাবান্বিত করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন। মাদাম লেনিন ষ্টালিনের পিছনে গুপ্তচর লাগালেন। ষ্টালিনের দৈনিক গতিবিধি গুপ্তচর মারফত তিনি লেনিনের কর্ণগোচর করতে লাগলেন। লেনিনকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ষ্টালিন তাঁর বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

এদিকে লেনিনের অসুখ আবার বাড়তে লাগল, তিনি ঘরে বন্ধ থাকতে বাধ্য হলেন। সব কথাই তাঁর কাণে যেতে লাগল। কিন্তু কোনটা সত্য এবং কোনটা মিথ্যা তাঁর পক্ষে বুঝা মুস্কিল ছিল। এদিকে মাদাম লেনিনের সহায়তায় ট্রটস্কিবাদীরা তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করল ষ্টালিন লেনিনের বিরুদ্ধে দল পাকাচ্ছেন। অবশ্য লেনিন এতে কান দেননি। নিজে প্রত্যক্ষভাবে না জেনে কোন কিছু ,করা লেনিনের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। এ গুণ না থাকলে তিনি বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হতে পারতেন না।

এদিকে ট্রটস্কির দল গুজব রটাল, লেনিন মস্কোয় আসছেন ষ্টালিনকে পদচ্যুত করবার জন্য। ঠিক এই সময়ে ষ্টালিনও সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তারের পরামর্শমত তিনি বায়ু পরিবর্ত্তন করতে আবার দেশে গেলেন।

এই সুযোগে ট্রটস্কি কামিনফকে পাঠালেন টাইফ্লিসে, স্থানীয় পার্টিতে ষ্টালিনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাতে। টাইফ্লিস পার্টির উপর ষ্টালিনের অসাধারণ প্রভাব একথা ট্রটস্কি জানতেন। তাই এখানে প্রভাব নষ্ট করতে পারলেই পার্টি থেকে তাঁকে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হবে এ তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন।

কিন্তু টাইফ্লিসে পৌঁছবার আগে পথে বসেই কামিনফ তার পেলেন,—"লেনিনের দেহ অসাড় হয়ে পড়ছে। কথা বলার কি লেখার ক্ষমতা তার একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। চতুর কামিনফের বুঝতে বাকী রইলনা, এবার ষ্টালিনের গতিরোধ করা ট্রটস্কির সাধ্য নয়। তিনি টাইফ্লিসে পৌঁছে ট্রটস্কির বিরুদ্ধেই প্রোপাগাণ্ডা সুরু করেছিলেন। কামিনফ ঘোষণা করলেন, ষ্টালিনই এখন পার্টির অবিসংবাদী নেতা। লেনিনের পর এখন সমস্ত পার্টি তারই কর্মপদ্ধতি মেনে নিবে।

এদিকে জীবন্মৃত অবস্থায় লেনিন আরও কিছুদিন বেঁচে ছিলেন। তিনি পড়তে পারতেন, সব কিছু বুঝতেনও কিন্তু কিছু বলবার বা লিখে প্রকাশ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিলনা।

এই সময়ে ষ্টালিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে মস্কোয় ফিরে এলেন। এবারে ট্রটস্কির সঙ্গে তার প্রকাশ্যভাবে দলাদলি সুরু হয়ে গেল। ষ্টালিন পার্টির সেক্রেটারী, সমস্ত ক্ষমতা আইনতঃ তাঁর হাতে, তিনি এবার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে লাগলেন বিরুদ্ধ-বাদীদের বিরুদ্ধে।

বলশেভিক পার্টির নেতৃত্ব নিয়ে যখন দুইজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, ট্রটস্কি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ১৯২৩ সনের শেষ দিকে তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য ককেসাস প্রদেশের সুকুমে চলে গেলেন। ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী লেনিন যখন প্রাণত্যাগ করেন ট্রটস্কি তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না। লেনিনের মৃত্যুসংবাদ টেলিগ্রাম করে ট্রটস্কিকে জানানো হয়েছিল কিন্তু তিনি মস্কো ফিরে এলেন না। মস্কোয় ফিরে এই সময়ে পার্টির কর্মীদের সঙ্গে তিনি যদি মিলতেন, পার্টি হয়ত তখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ত। লাল ফৌজে তখনও ট্রটস্কির অসাধারণ প্রতিপত্তি। এই দুই সহকারী নেতার মধ্যে বিরোধের ফলে পার্টির ভবিষ্যত সম্বন্ধে লেনিন নিজেও সন্দিহান হয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একখানি উইল লিখে যান। এই উইলে ষ্টালিন এবং ট্রটস্কি দুজনের সম্পর্কেই মন্তব্য ছিল—"কমরেড ট্রটস্কি ও ষ্টালিন বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সমিতির দুজন শ্রেষ্ঠ নেতা। সম্প্রতি এদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গেছে, তা পার্টির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। এতে পার্টি হয়ত দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়বে···কমরেড ট্রটস্কী অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন কিন্তু আত্মম্ভরি ও আত্মকেন্দ্রী। অতএব তিনি বলশেভিক নন।" ষ্টালিন সম্পর্কে মন্তব্য ছিল—"তিনি কর্কশ এবং অপ্রিয়।"

বস্তুতঃ ট্রটস্কির যোগ্যতা সম্পর্কে লেনিনের নিজের মনেও সন্দেহ ছিলনা। তাঁর সম্বন্ধে ম্যাক্সিম গোর্কী বলেছেন, সংগঠন শক্তিতে ট্রটস্কি অতুলনীয় কিন্তু তথাপি তিনি আমাদের নন। তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন বটে কিন্তু তবু যেন দূরে—অনেক

দূরে, আমাদের নাগালের বাইরে। বস্তুতঃ ট্রটস্কি কোনদিনই সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে মিলেননি। এই-ই বোধ হয় তার পতনের কারণ।

সুকুম থেকে ট্রটস্কি যখন ফিরে এলেন তখন পার্টির ত্রয়োদশ সম্মেলন আসন্ন। এবার তিনি ষ্টালিনের কর্মপদ্ধতিকে তীব্রভাবে আক্রমন করতে লাগলেন। ষ্টালিনও ট্রটস্কিপন্থীদের পরাজিত করবার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন।

জানুয়ারী মাসে সম্মেলন হল। সম্মেলনে ট্রটস্কিপন্থীদের সম্পর্কে আলোচনা হ'ল, ষ্টালিন তীব্র ভাষায় তাদের বিপ্লব-বিরোধী নীতির নিন্দা করলেন। ট্রটস্কি পন্থীদের কাজের নিন্দা করে সম্মেলনেও প্রস্তাব গৃহীত হল। ১৯২৪ সনের মে মাসে পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেসেও এই সম্পর্কে আলোচনা চলে। ট্রটস্কিপন্থীরা এখানেও তাদের মতামত প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে কিন্তু তারা বিপর্যস্ত হয়। কংগ্রেস বিনা দ্বিধায় ষ্টালিনের কর্মপদ্ধতিকে সমর্থন করল। কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেসেও এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয় কিন্তু ট্রটস্কিপন্থীগণ কোথাও বিন্দুমাত্র সমর্থন লাভ করতে পারে নি। ষ্টালিন বল্লেন ট্রটস্কিবাদ আদর্শপ্রবণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর এতে একান্তই অভাব। বর্তমান অবস্থায় পার্টির পক্ষে এতটা আদর্শপ্রবণ হওয়া খুবই বিপদের কথা। এতে পার্টি ধ্বংসের পথেই এগিয়ে যাবে। তাই সর্বতোভাবে আমাদের এ পরিহার করেই চলতে হবে। তিনি বলেন, আজ অক্টোবর বিপ্লবের শেষে, নতুন অর্থনৈতিক নীতি এখন যে অবস্থায়

পৌঁছেছে তাতে ট্রটস্কিবাদই এর প্রধান অন্তরায় হবে। কারণ, শ্রমিক এবং কৃষকের মৈত্রীর উপর বিশ্বাস শিথিল হবে, নতুন অর্থনৈতিক নীতির ফলে বর্ত্তমান রুশিয়াকে যে সাম্যবাদী রুশিয়ায় পরিনত করা যাবে এবিশ্বাসও থাকবে না।"

ষ্টালিন এখানে সুস্পষ্ট ভাবে জানালেন নীতি হিসাবে, আদর্শ হিসাবে ট্রটস্কিবাদকে ধ্বংস করতেই হবে ; তা না হলে সাম্য-বাদের অগ্রগতি অসম্ভব। তিনি বলেন, "ট্রটস্কিবাদকে যদি ধ্বংস করা না যায়, নতুন অর্থনৈতিক নীতির সাফল্য অসম্ভব। বর্ত্তমান রুশিয়া সাম্যবাদী রুশিয়ায় পরিণত হবে এ আশাও দুরাশা মাত্র।"

ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে ষ্টালিন পার্টিকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুললেন। প্রথমে, সেণ্ট্রাল কমিটির সঙ্গে পার্টির ঘনিষ্টতা আরও দৃঢ়ীভূত করলেন। ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে পার্টির নীতিকে সমর্থন করতে গিয়ে ষ্টালিন এই সময়ে লিখলেন— "The Foundations of Leninism"। ১৯২৪ খৃঃ অব্দে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ বইএ তিনি ট্রটস্কির মতকে নানা যুক্তি তর্কের সাহায্যে খণ্ডন করেন, লেনিনের মতকে সমর্থন করেন। মার্ক্সিষ্ট-লেনিনিষ্ট থিওরীর বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে আজও ষ্টালিনের এ যুক্তিতর্ক অমোঘ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মার্ক্‌স এর থিওরী নিয়ে লেনিন যেভাবে তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপ দিয়েছেন, ষ্টালিন এ বইএ তা-ই সমর্থন করেছেন যুক্তিতর্ক দিয়ে। এই বইএ নীতির দিক দিয়ে লেনিনের সমস্ত কাজ সমর্থন করা হয়েছে।

বিভিন্ন দিক দিয়ে ষ্টালিন ট্রটস্কিবাদের ব্যর্থতা প্রমাণিত করেছেন। তিনি বলেছেন :—

"ট্রটস্কিবাদের তিনটী বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ ট্রটস্কি-বাদ মানে নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব। এই নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব বলতে ট্রটস্কিবাদীরা কি বোঝেন? এরা কৃষকশ্রেণীকে বৈপ্লবিক শ্রেণী হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী নন। লেনিনের কথায় ট্রটস্কীর 'স্থায়ী বিপ্লব' মানে কৃষক আন্দোলন উপেক্ষা করা, এককথায় বলতে গেলে রাজশক্তি অধিকারের চেষ্টা ও তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। ট্রটস্কির স্থায়ী বিপ্লব কৃষকসমাজ ও সর্বহারাশ্রেণীকে শাসনব্যবস্থা হাতে নিতে বাধা দিবে। সুতরাং এর ব্যর্থতা অনিবার্য্য।

দ্বিতীয়তঃ ট্রটস্কিবাদের মানে বলশেভিক পার্টিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করা, এবং সুবিধাবাদীদের দমন না করা। অর্থাৎ একই পার্টির মধ্যে বিপ্লবী ও সুবিধাবাদীদের সমন্বয় হবে। এর ফলে বলশেভিক পার্টি ধ্বংস হবে।

ট্রটস্কিবাদ বলশেভিক নেতাদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রচার করছে, লোকচক্ষে তাদের হেয় করছে, যাতে সাধারণে তাঁদের অবিশ্বাস করে তারই চেষ্টা করছে ট্রটস্কিপন্থীরা।**

কিন্তু পার্টি জানে লেনিন এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মার্ক্সপন্থী বিপ্লবী, তিনি সুসামঞ্জস মতবাদের স্রষ্টা।

লেনিনের মতবাদ সমর্থন করে ষ্টালিন বলেছেন, "কার্লমার্কস প্রবর্ত্তিত পথেরই অভিব্যক্তি লেনিনবাদ। সর্বহারা বিপ্লব আন্দোলনকে কার্য্যক্ষেত্রে সার্থক করে তোলার কলাকৌশল এ

পার্টি আয়ত্ত করেছে ; সর্বহারাদল কর্তৃক রাষ্ট্র অধিকার তারই প্রথম পদক্ষেপ। লেনিনবাদের গোড়ার কথা সর্বহারাদল কর্তৃক রাষ্ট্র অধিকার এবং তাকে দখলে রাখার জন্য পার্টির শক্তি সংগ্রহ।"

ষ্টালিন বলেন, "সর্বহারা বিপ্লব ও বুর্জোয়াবিপ্লবে পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করা ছাড়া বুর্জোয়া বিপ্লবের আর কোন উদ্দেশ্যই নাই। এরই জন্য তাদের সমস্ত চেষ্টা। রাষ্ট্র-শক্তির সাহায্যে পুরাতন নীতি অনুসরণ করে এরাও সর্বহারা শ্রেণীকে শোষণ করে। কিন্তু সর্বহারা বিপ্লবে রাষ্ট্রশক্তি অধিকারই মূল উদ্দেশ্য নয়, তাদের মূলনীতি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবর্ত্তন, রাষ্ট্রশক্তি তারা অধিকার করতে চায় এই জন্যই। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের পর থেকেই সর্বহারা বিপ্লবের কাজ আরম্ভ হয়। শোষক শ্রেণী ধ্বংস করে নূতন সমাজব্যবস্থার পত্তনই তাদের কাম্য।"

Dictatorship of the Proletariate সম্পর্কে ষ্টালিন বলেন, "সর্বহারাদের একাধিপত্যই হল সর্বহারা বিপ্লবের মূল সূত্র। সর্বহারাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা না হলে এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য, আশা এবং আকাঙ্ক্ষা কাজে পরিণত করা সম্ভব হয় না। সর্বহারা বিপ্লবের পরে বিপ্লবীদের দেখতে হবে শোষক শ্রেণী আবার শক্তিসংগ্রহ করতে না পারে, জনসাধারণ যাতে ধীরে ধীরে সাম্যবাদে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

Classless Society সম্পর্কে ষ্টালিন বলেন, "সর্বহারাদের একাধিপত্য স্থাপিত হলেই সর্বহারা বিপ্লবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লনা।

সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার এ সোপান মাত্র, সর্বহারাদের শাসনে সমাজ একদিন এমন অবস্থায় পৌঁছবে যেখানে ভিন্ন জাতি নেই, ভিন্ন রাজ্য নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের আজকার দ্বন্দ্ব সে দিন আর থাকবে না, সমস্ত ভেদাভেদ ঘুচে যাবে, সমগ্র বিশ্ব একটি রাজ্য এবং সমগ্র মানবসমাজ একই জাতিতে পরিণত হবে। সেই দিনই হবে প্রকৃত সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা।"

১৯২৪ সালের শেষ দিকে ইউরোপীয় বিপ্লবের আলোর ঝলসানি তখন অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। ট্রটস্কি-বাদীদের বিশ্ববিপ্লবের সম্ভাবনাকে নিরাশ করে ধনতান্ত্রিকতা আবার ইউরোপে তখন প্রতিষ্ঠা পেতে বসেছে। সোভিয়েট রুশিয়ায়ও বিপ্লবোত্তর শৃঙ্খলাহীনতা কেটে গেছে অনেকটা। বিদেশে এতদিন কেবল তার বিরুদ্ধে সমালোচনাই চলছিল। চারদিকে ধনতান্ত্রিকতার মধ্যে বাস করে সেখানের শ্রমিকরা পর্য্যন্ত রুশ-বিপ্লবের পরিণতিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু আজ রুশিয়াকে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হতে দেখে তাদেরও বিশ্বাস ফিরে এসেছে। এমন কি বিদেশী পুঁজিপতিরাও রুশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে নারাজ নয়। নূতন অর্থনৈতিক নীতির ফলে রুশিয়ার যুদ্ধপূর্ব উৎপাদন ক্ষমতা তখন ফিরে এসেছে। ষ্টালিন বললেন, একে আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে, জগতে সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী দেশ হতে হবে রুশিয়াকে। আর এর সঙ্গে সঙ্গেই সর্বহারাদের শক্তিবৃদ্ধি করে রুশিয়ায় সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করতে হবে।

ষ্টালিনের প্রতিভা ছিল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, রুশিয়ার সাম্যবাদ

প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট ছবি ছিল তার সম্মুখে। বিপ্লবকে কিপথে সার্থকতায় পৌঁছতে হবে তার বাস্তব পরিকল্পনা ছিল তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

'ডায়নামোপ্লাণ্ট এর শ্রমিকদের সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন, "ডায়নামোপ্লাণ্ট এবং রুশিয়ার অন্যান্য শ্রমিকদের কাছে আমার অনুরোধ এই যে রুশশিল্পকে তারা উন্নত করুন, সর্বহারাদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলুন, পল্লী অঞ্চলে সমবায় চাষবাসব্যবস্থা প্রসারিত করুন। ফ্যাক্টরীর শ্রমিক এবং জমির চাষী এই ভাবেই গড়ে তুলবে সাম্যবাদী বাহিনী। রুশিয়ায় তাদের জয়, বিশ্বে তাদের বিজয় প্রতিষ্ঠার সূচনা করবে তখন।"

১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ষ্টালিনের The October Revolution and the Tactics of the Russian Communists" প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি লেনিনের দেওয়া নানা যুক্তি তর্কের সাহায্যে দেখিয়ে দেন এদেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন দু'টী সমস্যার সমাধান—তার একটী আভ্যন্তরীন, অন্যটী আন্তর্জাতিক। আভ্যন্তরীন সমস্যা হচ্ছে—যে দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে, বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর সম্পর্ক ঠিক করে ফেলতে হবে সেখানে। বুর্জোয়াদের উপর সর্বহারা শ্রেণীই করবে প্রভুত্ব, তাদের ক্রমে শক্তিহীন করে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে আরও কঠিন। জগতে আজ একমাত্র দেশ সোভিয়েট রুশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে কিন্তু চারিদিকে এর ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনা, জগতের পুঁজীপতিরা

সবাই একে চেপে মারতে চাইছে। সোভিয়েট রুশিয়ার শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করবে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এদেশে বুর্জোয়াশ্রেণী ধ্বংস করবে, তারা পূর্ণাঙ্গ সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু যতদিন চারদিকে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ একে ঘিরে রয়েছে, ততদিন এর কাজে ধনতান্ত্রিকের হস্তক্ষেপ আশঙ্কা, এবং তাদের পুনরাবির্ভাব সম্ভাবনা কমবে না। এর জন্য প্রয়োজন এই ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনী ভঙ্গ করা। অন্যান্য কয়েকটী দেশে অন্ততঃ সর্বহারা বিপ্লব না হ'লে এর সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এরই জন্য চেষ্টা করতে হবে আমাদের, তা না হ'লে সোভিয়েট সমাজতন্ত্র-বাদের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা হবে না। সোভিয়েট ও অন্যান্য দেশের সর্বহারাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। সোভিয়েটের উপর সামরিক আক্রমণ যদি কখনও সংঘটিত হয়, অন্যান্য দেশের সর্বহারা সমাজ সোভিয়েটকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করবে। ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের মজুর ও কৃষকদের সংঘবদ্ধ করতে হবে। বাইরের আক্রমণ থেকে সোভিয়েট নিজেকে রক্ষা করবে সাধ্যমত তার সামরিক শক্তি বাড়িয়ে দিয়ে।

১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে পার্টির ১৪শ সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সম্মেলনে প্রস্তাবাকারে ষ্টালিনের উপরোক্ত থিসিসই গৃহীত হল। সোভিয়েট রুশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য পার্টির সদস্যমাত্রকেই সচেষ্ট হতে হবে স্থির হল।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পনীতি

১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে পার্টির ১৪শ কংগ্রেসের অধিবেশন হল। সেন্ট্রাল কমিটির পক্ষ থেকে ষ্টালিন তাঁর রিপোর্ট দাখিল করলেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্রমবর্দ্ধিত শক্তির সুস্পষ্ট চিত্র সবার সামনে তিনি উপস্থিত করলেন। তিনি বললেন, কিন্তু এ-ই যথেষ্ট নয় কারণ দেশ শিল্পসম্পদে এখনও রয়েছে পিছনে, কৃষিই এখনও এর প্রধান সম্পদ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একে স্বাধীন করতে হবে, আত্মরক্ষামূলক সমস্ত ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে হবে, সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত এবং সুদৃঢ় করবার জন্য রুশিয়াকে কৃষিসম্পদের উপর নির্ভর না করে শিল্পসম্পদে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন যন্ত্রপাতি। এই যন্ত্রপাতি আমাদের নিজেদেরই তৈরী করতে হবে, তবেই রুশিয়ার শিল্প সম্পদ বাড়িয়ে তোলার পথ সুগম হবে।

জিনোভিফ এবং কামিনফ এরা দুজনেই ষ্টালিনকে বাধা দিলেন। কংগ্রেসে তারা নিজেদের যে প্লান উপস্থিত করলেন, তাতে রুশিয়া কৃষিপ্রধান দেশই থাকত। সেদিন কংগ্রেস যদি তাদের মতই মেনে নিত, রুশিয়ার অগ্রগতি চিরদিনের মতই বন্ধ হত, হাত পা বেঁধে তাকে সাম্রাজ্যবাদশকুনির হাতে সঁপে দেওয়া হত। রুশিয়ার সৌভাগ্য, কংগ্রেস তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সহজেই বুঝতে পেরেছিল।

কংগ্রেসে ষ্টালিন বললেন, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীভাব সুদৃঢ় করতে হবে, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা এই পথেই হবে। যে শান্ত প্রতিবেশের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা হতে পারে এই পথে তা সম্ভব।

বলা বাহুল্য, কংগ্রেস ষ্টালিনের মতকেই মেনে নিয়েছিল। ১৪শ কংগ্রেসের কিছুদিন পরে ১৯২৬ সনের প্রথম দিকে ষ্টালিনের "On the Problems of Leninism" প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি জিনোভিফ দলের মতবাদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন, নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে তার অসারতা প্রতিপন্ন করেন। তিনি বললেন, কৃষিপ্রধান দেশ রুশিয়াকে যদি শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত করা না যায়, ক্রমে আবার এখানে ধনতন্ত্রের আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। রুশিয়ায় আজ সর্বহারাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু একে রক্ষার উপায় কি? দেশে শিল্পের যত উন্নতি হবে সর্বহারাদের সংখ্যাও ততই বাড়বে, তাদের শক্তি বৃদ্ধিও ততই হবে, সাম্যবাদী সমাজ গড়বার পথ ততই সহজে হয়ে উঠবে।

সোভিয়েট রুশিয়ায় কৃষকসমস্যা সব চেয়ে গুরুতর হয়ে দেখা দিয়েছিল। শ্রমিক ও কৃষক সমাজের মাঝখানে পার্থক্য যথেষ্ট। শ্রমিকসমাজ গতিশীল। নতুন আদর্শে নতুন চিন্তাধারায় তাদের অনুপ্রাণিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কৃষক সমাজ কিন্তু মানসিক স্থিতিশীল। পরিবর্তনে এরা সহজে রাজী নয়। পিতা

প্রপিতামহের পুরানো ধারণা ও চিন্তাধারা এদের বংশানুক্রমে পেয়ে বসেছে।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি লেনিন বুঝতে পেরেছিলেন, কৃষক প্রলিটারিয়েট নয়, প্রলিটারিয়েটডিক্টেটরশিপ মানে কৃষকরাজ নয়। যতদিন পর্য্যন্ত কৃষকেরা নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কৃষকরাজ সোভিয়েটের পক্ষে ক্ষতিকর, একথা লেনিন জানতেন, ষ্টালিনও একথা বুঝেছিলেন।

কৃষকদের নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে হলে প্রথমতঃ পুরানো ঐতিহ্যের অবসান হওয়া প্রয়োজন। কৃষকেরাও কমুনিষ্ট হতে পারে কিন্তু নতুন দিনের আলোয় আসতে তখনও তাদের দেরী ছিল। মাঝখানে খানিকটা সর্পিল পথ—অন্ধকারে এগিয়ে চলতে হবে।

জিনোভিফ প্রভৃতিও একথা না জানতেন তা নয়। তবুও তারা ভয় পেল, চাষীদের সুবিধা না দিলে পাছে রুশিয়ায় চাষবাস একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এইজন্যই তারা ষ্টালিনের শিল্পোন্নতি চেষ্টা সমর্থন করেননি। তারা বরং চাষীদেরই বেশী সমর্থক হয়ে উঠলেন। কিন্তু এই পথে যে রুশিয়ায় সর্ব্বহারা আধিপত্য লোপ পাবে, সাম্যবাদী প্রচেষ্টার সম্ভাবনা চিরদিনের জন্য নষ্ট হবে, একথা তখনও তারা বুঝতে পারেননি। অথবা বুঝেই প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লববিরোধী পথে পা দিয়েছিলেন।

কিন্তু ষ্টালিন এদের মত মেনে তো নিলেনই না, সর্ব্বতোভাবে একে বাধা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় রুশিয়ার শিল্প প্রসারের কাজ ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে চলল।

রুশিয়ার মত একটা বিরাট দেশের প্রয়োজনীয় শিল্প সমূহও রাতারাতি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাছাড়া, শিল্পপ্রসারের যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজন তাও দেশে নেই, এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের হাতে নেই। পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে রুশিয়া তখন বহু পিছনে পড়ে আছে। ষ্টালিন দেখলেন, চারিদিকে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ পরিবেষ্টিত রুশিয়ার প্রথম প্রয়োজন দেশরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় শিল্প রুশিয়াকে নিজেকেই গড়ে তুলতে হবে। জারের আমলে রুশিয়া তার যুদ্ধোপকরণ বিদেশ থেকেই আমদানী করত কিন্তু সাম্যবাদী রুশিয়ার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তার চারিদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধু নেই কেউ। বিপদের মুহূর্ত্তে তাকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা দূরে থাক সাম্য-বাদের পরাজয় ঘটাবার জন্য তারা তার উপর ঝাঁপিয়েই পড়বে, এজন্য এদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তাকে সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হবে। তাছাড়া রুশিয়ার শতকরা নব্বইজন লোক কৃষিজীবি কিন্তু কৃষিকাজ চলছে পুরাতন পদ্ধতিতে। এতে একদিকে রুশিয়ার উৎপাদন বাড়ছে না, অন্যদিকে শ্রমিক ও কৃষকের শ্রেণীগত বিভেদ থেকেই যাচ্ছে। ষ্টালিন কৃষক সমাজকে শ্রমিক সমাজের ভিত্তিতে নূতন করে গড়ে তোলবার জন্য কাজ আরম্ভ করলেন, স্থির করলেন রুশিয়ায় কৃষিকাজ এর পরে যন্ত্রের সাহায্যেই

পরিচালিত হবে। কিন্তু যন্ত্র কোথায়? ধনতান্ত্রিক দেশগুলি একাজেও তাদের সাহায্য করবে না! সুতরাং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেশে তৈরী করবারই ব্যবস্থা করলেন তিনি। ধনতান্ত্রিক দেশে দেশরক্ষার ব্যবস্থা হয় জনসাধারণকে নির্দ্দয়ভাবে শোষণ করে, এজন্য এবং শিল্পপ্রসারের জন্য শোষণ চলে উপনিবেশ সমূহের উপর—শোষণ চলে অধীন দেশসমূহের উপর। সময়ে সময়ে বিদেশ থেকে তারা অর্থ ধার করে থাকে। কিন্তু প্রথম দুইটী ব্যবস্থা সাম্যবাদী রুশিয়ার পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ, এবং বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহের দ্বার তার নিকট রুদ্ধ। কোন বিদেশী ধনীই রুশিয়াকে অর্থ দিবে না।

অক্টোবর বিপ্লবের পরে জমিদার ও পুঁজিপতিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, সরকারই জমির মালিক ঘোষণা করা হয়েছিল, একেই ভিত্তি করে সমাজতন্ত্রী পদ্ধতিতে রুশিয়ায় শিল্পের প্রসার করবেন ষ্টালিন স্থির করলেন। যুদ্ধোপকরণ যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজই রুশিয়ায় প্রথম আরম্ভ হল। ষ্টালিন ঠিকই বুঝেছিলেন। আজ যুদ্ধোপকরণ বৃদ্ধির ফলে রুশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে—বিদেশী আক্রমণের ভয় তার অনেকটা দূর হয়েছে, যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি হওয়ার ফলে তার অর্থনৈতিক ভিত্তিও সুদৃঢ় হয়েছে।

রুশিয়ায় শিল্পের প্রসার আরম্ভ হল কিন্তু ষ্টালিন বললেন সাম্যবাদী দেশে ও ধনতান্ত্রিক দেশে এ পদ্ধতি এক নয়। ধন-তান্ত্রিক দেশে শিল্পের প্রসার হয় কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে চলে

শ্রমিকের শোষণ, উৎপাদন হয় সেখানে মুষ্টিমেয় ধনিকের সম্পত্তি, এর দ্বারা তারাই লাভবান হয়। কিন্তু সাম্যবাদী পদ্ধতিতে শিল্পপ্রসার ব্যাপারে উৎপাদন ব্যবস্থা থাকবে সর্ব্বহারা শ্রেণী কর্ত্তৃক গঠিত সরকারের হাতে, শ্রমিকের শ্রমলব্ধ সামগ্রী তাদেরই ভাণ্ডারে সঞ্চিত হবে, এবং এর সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনধারণের মানও উন্নত হতে থাকবে। এতে উৎপাদন ব্যাপারে শ্রমিকদের উৎসাহ বাড়বে, তারা নিজেরাই ইচ্ছা করে উৎপাদন বাড়িয়ে তুলবে। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে শিল্প প্রসারও সম্ভব হবে।

বিরুদ্ধবাদীরা কিন্তু এতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তারা ভাবল, কৃষিবাণিজ্য শিল্প এসমস্তই পুঁজীপতিদের কাজ, রাষ্ট্র এ কাজে হাত দিয়ে ক্রমে ক্রমে পুঁজীবাদী হয়ে পড়বে এই ছিল তাদের আশঙ্কা। তাই ষ্টালিনকে এক সঙ্গে তারা বাধা দিল, তার কর্ম-সূচীকে ব্যর্থ করবার জন্য সচেষ্ট হল।

এদিকে পুঁজিবাদীরাষ্ট্রগুলিও সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তারা ভাবলে রুশিয়ার শ্রমিকরাই হবে উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক, উৎপন্ন সামগ্রী হবেতাদেরই, এর লাভ থেকে যে অর্থ আসবে তাতে তাদের জীবন ধারণের মান হবে উন্নত। এ ব্যবস্থায় তারা দেখলে নিজেদের সর্বনাশ। রুশিয়ারশ্রমজীবিদের এ জীবনযাত্রা তাদের নিজেদের দেশেও শ্রমজীবিদের মধ্যে অসন্তোষ আনবে, পুঁজীবাদীদের ঐশ্বর্য্যের প্রাসাদ ভেঙ্গে ফেলবে তারা, রুশিয়ার আদর্শে উৎপাদন ব্যবস্থা

তারা জোর করে অধিকার করে নিবে। তাই অঙ্কুরেই একে বিনাশ করবার জন্য তারা উঠে পড়ে লাগল। বৃটেন সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে তার কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছেদ করল, পোলাণ্ডে সোভিয়েট দূতকে হত্যা করা হল, প্রায় সমস্ত দেশই তাদের গুপ্তচরদের লেলিয়ে দিল সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে। দেশে ট্রটস্কি ও জিনোভিফের দল, বাইরে বিদেশী পুঁজীবাদীর দল—ষ্টালিন বললেন—"চেম্বারলেন থেকে ট্রটস্কি পর্য্যন্ত এক সম্মিলিত ফ্রণ্ট তৈরী হচ্ছে বলে মনে হয়।"

ট্রটস্কিপন্থী ও জিনোভিফ দলের আক্রমণ ক্রমেই তীব্রতর হতে লাগল। ষ্টালিন দেখলেন, আভ্যন্তরিণ এই বাধা দূর করতে না পারলে তাঁর কর্মপদ্ধতির সাফল্য লাভের কোন আশা নেই। তিনিও আদর্শবাদ ও কর্মপন্থার দিক হতে এদের আক্রমণ করতে আরম্ভ করলেন, এদের মতের অসারতা প্রতিপন্ন করতে লাগলেন। ১৯২৬ সনের নভেম্বর মাসে পার্টির ১৫শ সম্মেলন হল, ষ্টালিন তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন—"The Social Democratic Deviation in our Party" ট্রট্স্কি-জিনোভিফ দলের মতবাদের ব্যর্থতা এবং তাদের কাজের পরিণাম তিনি ভাষায় ব্যক্ত করলেন। ১৯২৬ সনের ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্য্য নির্বাহক সমিতির অধিবেশন হ'ল, সেখানে ষ্টালিন এই কথাই বললেন। ষ্টালিনের যুক্তিতর্ক শুনে ট্রট্স্কি-জিনোভিফের দল যে দেশের ক্ষতি করছে এ সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহই রইল না। আন্তর্জাতিক

কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্য্যনির্বাহক সমিতি এদের বিভেদসৃষ্টিকারী এবং মেনশেভিজমের সমর্থক বলে ঘোষণা করল। ষ্টালিনের সংগঠনশক্তি, তার বৈপ্লবিক প্রেরণা এবং দূরদৃষ্টি এবারেও জয়যুক্ত হল।

রুশিয়ায় শিল্পপ্রসারের কাজ আরম্ভ হল, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ষ্টালিনের ব্যক্তিগত চেষ্টায় এ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলল। কুজবাস কয়লা ও খনিজদ্রব্যের কারখানা, ষ্টালিনগ্রাড ট্রাক্টর ওয়ার্কস, দি নীপার পাওয়ার ষ্টেশন, দি ম্যাগনিটোগার্স্ক আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টিল ওয়ার্কস, দি উরালস মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, দি রোষ্টভ এগ্রিকালচারাল মেসিনারী ওয়ার্কস, দি কুজনেটস্ক কোল অ্যাণ্ড আয়রণ ওয়ার্কস, দি টার্কিস্তান সাইবেরিয়ান রেলওয়ে, দি সারাটোভ হারভেষ্টার কমবাইন ওয়ার্কস, মস্কো এবং গোর্কির অটোমোবাইল ওয়ার্কস এ সমস্তই ষ্টালিনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল।

যৌথচাষ ব্যবস্থা

১৯২৭ সনের শেষদিকে শিল্পপ্রসার নীতির সাফল্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ডিসেম্বর মাসে পার্টির ১৫শ কংগ্রেসের অধিবেশন হল। শিল্পপ্রসার নীতি কতটা সফল হয়েছে ষ্টালিন কংগ্রেসে তার হিসাব দিলেন। তিনি বললেন, আমাদের কাজ এখনও

শেষ হয়নি। সহরে ও পল্লীতে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটীগুলি আমাদের দখল করতে হবে, জাতির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে পুঁজীবাদের যাতে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা যায় তারই জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে।

তিনি বললেন, শিল্পব্যবস্থার তুলনায় কৃষিব্যবস্থা এখনও অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। এর ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমোন্নতির পথে বাধা পাচ্ছে। এর প্রতিকার আশু প্রয়োজন। কিন্তু এর জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন চাষের জমিগুলিকে একত্র করা প্রয়োজন ; তা হলেই যন্ত্র সাহায্যে এদের একসঙ্গে চাষ করা সুবিধা হবে। কিন্তু এজন্য কৃষকদের উপর চাপ দিলে চলবে না। তাদের বুঝিয়ে, এর সুবিধা দেখিয়ে তবে যৌথচাষের ব্যবস্থা করতে হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ ব্যবস্থা করা ছাড়া এর প্রতিকারের আর কোন উপায় নেই।

১৯২৮ সনে এই অসুবিধা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় পৌঁছল কিন্তু বাজারে পাওয়া যেত মাত্র তার শতকরা ৩৭ ভাগ। দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষের জমির সংখ্যা হল আড়াই কোটী। এর অসুবিধা এই যে উৎপাদনশক্তি বাড়াবার কোন উপায় নেই, যন্ত্র সাহায্যে এর চাষবাসের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। কিন্তু এ সত্ত্বেও চাষী জমিগুলি বিভক্ত হওয়া তখনও বন্ধ হয়নি। ফলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ প্রতি বছরই কমে আসছিল। ষ্টালিন বললেন, শস্য উৎপাদনের এই ব্যবস্থা যদি আরও কিছুদিন

চলতে থাকে সৈন্যবাহিনী এবং সহরের লোককে না খেয়ে মরতে হবে।

দক্ষিণপন্থীরা বললেন, যন্ত্র আমদানী করা হোক, যন্ত্র সাহায্যে চাষবাস হোক কিন্তু ষ্টেটের একাজে হস্তক্ষেপ করে কাজ নেই। এজন্য চাষীদের উপরই নির্ভর করা হোক, তারাই বড় বড় ফার্ম করে যৌথচাষ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হবে, সমস্ত অসুবিধা দূর হবে। চাষবাস ব্যবস্থায় ষ্টেটের কোন অভিজ্ঞতা নেই, এরজন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে, ষ্টেটের পক্ষে লাভ কি? কিন্তু ষ্টালিন দেখলেন এই ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষব্যবস্থা আরম্ভ হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে সত্য, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষীরা ধ্বংস হবে, দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাবে, কুলাক শ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধি হবে, কৃষক ও শ্রমিকের যে মৈত্রীভাব রুশিয়ায় সাম্যবাদের গোড়াপত্তন করবে তারই সর্বনাশ হবে এখানে এবং এর ফলে রুশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা চিরতরে লুপ্ত হবে। তাই তিনি সর্বতোভাবে একে বাধা দিয়ে সাম্যবাদী পদ্ধতিতে যৌথচাষ ব্যবস্থা গড়ে তোলারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

চাষবাসের জন্য ষ্টালিন ট্রাক্টারের প্রচলন করলেন। একথা সত্যি যে যন্ত্রদানবের—এমনকি ক্ষুদে যন্ত্ররাক্ষসদেরও একটা অপূর্ব মহিমা আছে। তাদের সংস্পর্শে মানুষের স্বভাব অদ্ভুতভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। গতিশীলযন্ত্র তাদের জীবনে গতি এনে দিয়ে মানসিক বিবর্ত্তন ঘটায়।

কৃষক যে মুহূর্ত্ত থেকে যন্ত্রদানবের মহিমা বুঝতে পারল, সেই মুহূর্ত্ত থেকেই তার চিন্তাধারায় সুরু হল ভাঙ্গন। সে নতুন করে ভাবতে শিখল, নতুন এক জগতের আভাস তার দৃষ্টির সীমানায় দেখা দিল।

ট্রাক্টার বিচ্ছিন্ন গ্রাম্য কৃষকসমাজকে সংগঠিত করল। কৃষক ও শ্রমিকে যে ব্যবধান ছিল এবারে তা প্রায় অন্তর্হিত হল। মাঠ আর ট্রাক্টার যেন ফ্যাক্টরী আর মেসিন। ট্রাক্টার পরিচালনার পক্ষে রুশিয়ার মাঠগুলিও উপযুক্ত। দিগন্ত জোড়া সমভূমি, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ঘোড়ার চেয়ে ট্রাক্টর সাহায্যে চাষ করাই সহজ এবং অল্পব্যয় সাপেক্ষও।

কিন্তু মুস্কিল হল জমির মালিকানা স্বত্ব নিয়ে। সমস্যাটী শুধু অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিকও বটে। কৃষকেরা তখন যার যার টুকরো জমি দখল করে বসে আছে। দখলের জমিটুকুর একমাত্র অধিকারী যে তারাই, এ সম্বন্ধে তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

চাষীদের মধ্যে একটা প্রবাদ বাক্য ছিল, "ঈশ্বর জমি তৈরী করেছেন চাষীরা চাষ করবে বলে।" জারের রাজত্বে তাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন হত। ধনী কৃষক ও জমিদারেরা প্রায় অধিকাংশ জমি চাষীদের হাত থেকে নিয়েছিল।

চাষীরা বিপ্লব সমর্থন করেছিল এই ভেবে যে, ধনিকদের হাত থেকে সমস্ত জমি আবার তারা কেড়ে নিতে পারবে। বিপ্লবের

পরে তারা সমস্ত জমি দখল করেও বসেছিল ধনিকদের তাড়িয়ে দিয়ে। এবার তারা সরকারী মালিকানা সনন্দের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

সরকার হোয়াইটদল পরিচালিত হোক, বা লালফৌজ পরিচালিত হোক, চাষীরা সে খোঁজ রাখতে চাইল না। জমি নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। সুতরাং হোয়াইটদল যখন উত্তর অভিযান করেছিল কৃষকেরা তখনও তাদের বাধা দেয়নি।

এদিকে গৃহযুদ্ধে জয়ী কম্যুনিষ্ট পার্টিও চাষীদের জমিচ্যুত করতে সাহস করল না। রাষ্ট্রে তখনকার মত শান্তিরক্ষার জন্যই তারা যেমন ছিল তেমনই রেখে দিল। জমির মালিক সোভিয়েট একথা ঘোষণা করতে হবে তারা জানত কিন্তু এজন্য উপযুক্ত সুযোগের সন্ধানে ছিল তারা। জমি চাষীর প্রাণ। বংশানুক্রমিক অধিকারের ফলে এর উপরে তাদের একটা অবিচ্ছেদ্য দাবী জন্মেছে। জমির মালিক তারা নয়, সোভিয়েট একথা বললে এতবড় একটা আঘাত সহ্য করা তাদের পক্ষে কঠিন হবে, একথা ষ্টালিন জানতেন। হয়ত তারা প্রত্যাঘাত করতে চাইবে, সোভিয়েট এ প্রত্যাঘাতে হয়ত ভেঙ্গে পড়বে না, চাষীদের শেষ পর্য্যন্ত হয়ত এতে বাধ্য করাও সম্ভব হবে কিন্তু অশান্তি অনিবার্য্য। তাই ষ্টালিন তখন এ পথে পা দেন নি।

গোড়ার দিকে এই কারণেই ট্রাক্টার আমদানী করা হয় নি। টুকরো টুকরো জমি চাষ করার পক্ষে ট্রাক্টার অনুপযুক্ত। মাঠ যত বিস্তীর্ণ হবে ট্রাক্টার ততই ভাল কাজ করবে, খরচও পড়বে

খুব কম। এইজন্যই ষ্টালিন প্রথমেই 'কলেকিটিভ ফার্মিং' বা যৌথ চাষবাসের ব্যবস্থা করলেন। বিপ্লবের পরে এই প্রথম সোভিয়েট পার্টির নতুন সৃষ্টিমূলক অভিযান। রুশিয়ার কৃষক-শ্রেণী তথা সমগ্র রুশিয়ার ভাগ্য বিবর্ত্তনও এইখানেই সুরু।

১৫শ কংগ্রেসে যৌথ চাষব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল। জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য কংগ্রেস পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্দেশ দিল। রুশিয়ায় দ্বিতীয় বিপ্লব সুরু হল। অক্টোবর বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হলেও এ ছিল রাষ্ট্রবিপ্লব। এবার আরম্ভ হল অর্থনৈতিক বিপ্লব—একদিকে চলল সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিল্পের প্রচারকার্য্য ; অন্যদিকে যৌথ চাষব্যবস্থা। বলাবাহুল্য এই বিরাট প্রচেষ্টায় সাফল্য একমাত্র ষ্টালিনেরই কৃতিত্ব। সর্বহারা বিপ্লবের এই বিরাট নেতা এই সঙ্কট মুহূর্ত্তেও একটু বিচলিত হন নি ; দ্বিধাশূন্য চিত্তে পার্টিকে তথা রুশিয়াকে এগিয়ে নিয়ে চললেন তিনি অগ্রগতির পথে। বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখলেন তিনি, সমস্ত বাধা অতিক্রম করলেন ধীরে ধীরে, নির্ভুলভাবে ক্রমিক পর্য্যায়গুলি অতিক্রান্ত হ'ল।

পার্টির নেতৃত্বে চলল যৌথচাষের কাজ কৃষকশ্রেণীকে কলেকটিভ ফার্মিংএ নিয়োজিত করার ব্যবস্থা চলল ষ্টালিনের পরিচালনায়।

রুশিয়ায় ট্রাক্টার প্রবর্ত্তিত হল। কিন্তু এর পক্ষে অসুবিধা ছিল দু'দিক থেকে। রুশিয়ায় এর আগে কখনও ট্রাক্টার ব্যবহার

হয়নি, ট্রাক্টার তৈরীর মেসিন বা কারখানাও ছিল না দেশে। এ ছাড়া ট্রাক্টার চালাতে পারে কি ট্রাক্টার চালানো শেখাতে পারে এমন লোকেরও বিশেষ অভাব ছিল। তা ছাড়া ট্রাক্টার মেরামতের জন্যও বহু কারখানা প্রয়োজন। এক কথায় যৌথচাষ ব্যবস্থার পক্ষে রুশিয়ার বাধা ছিল বহু। এই বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে একে সফল করতে হলে যে উৎসাহ, যে আত্মত্যাগ, এবং অধ্যবসায় প্রয়োজন একমাত্র ষ্টালিনের মধ্যেই তা ছিল। এইজন্যই ষ্টালিন তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ট্রাক্টার প্রবর্ত্তনের প্রথম দিকটাতে কিছু ট্রাক্টার আমেরিকা এবং ইংলণ্ড থেকে আমদানী করা হল। তা ছাড়া আগেকার প্ল্যান অনুযায়ী দেশে তৈরী করার জন্য বহু বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার এবং কর্মকার নিযুক্ত করা হল। আস্তে আস্তে ট্রাক্টার তৈরীর জন্য মেসিনারীও আনা হল। বৈদেশিক ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে কিছুদিনের মধ্যে রুশিয়ায় ট্রাক্টার তৈরী চলতে লাগল।

ষ্টেটের পরিচালনায় রুশিয়ায় এইভাবে কলেকটিভ ফার্মিং বা ষ্টেট ফার্মিং আরম্ভ হল। কুলাকশ্রেণী বুঝল তাদের গৌরবের দিন ফুরিয়ে এসেছে, যৌথচাষ ব্যবস্থায় বাধা দিবার জন্য তারা কৃতসংকল্প হ'ল। ১৯২৮ সনে তারা ধর্মঘট আরম্ভ করল, রুশিয়ার ইতিহাসে এ "গ্রেন ষ্ট্রাইক" নামে পরিচিত। কুলাকরা ভাবল, পার্টি এতে ভেঙ্গে না পড়ুক অন্ততঃ এ প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবে। সুবিধা বুঝে পার্টির অভ্যন্তরে বিরুদ্ধবাদীরাও

ষড়যন্ত্র আরম্ভ করল। ডনবাসের শাকটি জিলায় প্রথমে এই ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হল, অন্যান্য জিলায় এদের ষড়যন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে দেখা গেল। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই এরা একাজে অগ্রসর হয়েছিল।

পাছে কৃষকশ্রেণী বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় এইজন্যই ক্ষমতা হাতে পেয়েও পার্টি কুলাকদের পূর্বব্যবস্থাই বজায় রেখেছিল। কিন্তু এবারে চাষীরাই যখন প্রতিরোধ আরম্ভ করল ষ্টালিন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন, তাদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে দিলেন; এদিকে ষড়যন্ত্রকারীদেরও শায়েস্তা করবার ব্যবস্থা হ'ল। ১৯২৮-২৯ সন প্রায় দুই বৎসর ধরেই এই কাজ চলল। সমগ্র কুলাকশ্রেণী এবং বুখারিন, রাইকভ, টমস্কি প্রভৃতি দক্ষিণপন্থীগণের বিরুদ্ধে চলল পার্টির অভিযান। ট্রট্স্কীপন্থী এবং জিনোভিফের দল তখন পরাজিত, তাদের স্থানে এই সময়ে বুখারিন প্রভৃতি দক্ষিণপন্থীগণই পার্টির বিরোধিতা করছিল। এই দক্ষিণপন্থীরা পার্টিকে কত বড় বিপদে ফেলতে চাইছে, ষ্টালিন মস্কো কমিটির প্লেনামে "The Right Danger in the C. P. S. N." বক্তৃতায় ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। ১৯২৮ সনের অক্টোবর মাসের মস্কো কণ্ট্রোল কমিশনের নিকটও এই কথাই বললেন এবং ১৯২৯ সনের এপ্রিল মাসে সেণ্ট্রাল কমিটি প্লেনামের নিকট "The Right Deviation in the C. P. S. N." বক্তৃতায় তিনি একথা আরও সুস্পষ্ট করে বললেন।

এই সমস্ত বক্তৃতায় ষ্টালিন বললেন, দক্ষিণপন্থীরা লেলিনবাদের শত্রু, পার্টিতে তারা কুলাকদের গুপ্তচর। দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে ষ্টালিন সমস্ত পার্টিকে সঙ্ঘবদ্ধ করলেন, পুঁজীবাদীদের শোষণের শেষচিহ্নকে রুশিয়া থেকে নিঃশেষ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। ষ্টালিনের অনমনীয় দৃঢ়তা, তাঁর অসামান্য বিপ্লবীপ্রতিভা, তাঁর দূরদৃষ্টি এবং সংগঠনশক্তি অর্থনৈতিক বিপ্লবে পার্টিকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল সাফল্যের পথে। ১৯২৯ সনের অক্টোবরমাসে অক্টোবর বিপ্লবের ১২শ বার্ষিকী উপলক্ষে ষ্টালিন এক প্রবন্ধ লিখলেন— "A year of Great Change"। এই প্রবন্ধে ষ্টালিন বললেন :—

"গত বৎসর সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজে সবদিক দিয়ে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র-বাদের এ অভিযান সহরে এবং পল্লীতে সর্বত্র সুস্পষ্ট হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনে, কয়েকটি ক্ষেত্রে এ অভিযান আমাদের অসামান্য সাফল্য এনে দিয়েছে।"

বস্তুতঃ ট্রাক্টার প্রবর্ত্তন এবং কলেকটিভ ফার্মিংএর ব্যাপারে ষ্টালিন একটু বেশীরকম সাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন। কলেকটিভ ফার্মিং যদি ব্যর্থ হত, রুশিয়ায় এমন অর্থসঙ্কট উপস্থিত হত যে তাতে সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়ত। কিন্তু ষ্টালিনের সুনিপুণ দূরদৃষ্টি সোভিয়েট অর্থনীতিকে এ থেকে রক্ষা করেছে। একদিকে তিনি বিরোধিতাকে কঠোর হস্তে ভেঙ্গে দিলেন,

অন্যদিকে কৃষক ও শ্রমিক সমাজকে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে দিলেন। কিন্তু একাজ ষ্টালিনের পক্ষেও সহজে হয়নি।

যেসব ধনীচাষীদের জমিজমা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, আর্ত্তচীৎকারে তারা আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলছিল। সহরেও তখন খাদ্যশস্যের অভাব। তারা ভাবল, চাষীদের কাছ থেকে জমিজমা কেড়ে নেওয়ার ফলেই বুঝি আধপেটা খেয়ে থাকতে হচ্ছে এদের।

ষ্টালিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হল। তাঁকে হত্যা করে সামরিক ডিক্টেটারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এক বিরাট আয়োজন চলল গোপনে। কূটনৈতিক ষ্টালিন কিন্তু সবই বুঝতে পারলেন, ষড়যন্ত্রকারীদের উপর তিনি কড়া নজর রাখলেন। সারাদেশ জুড়ে একটা বিক্ষোভের আবহাওয়া ষ্টালিনের বিরুদ্ধে আস্তে আস্তে প্রবল হয়ে উঠতে লাগল।

সারসফ ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। তিনি ছিলেন সোভনার্কমের সভাপতি। পরে যখন তাঁকে বন্দী করা হয়, তিনি সমস্ত কথাই স্বীকার করেন। তিনি বলেন, ষ্টালিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সঙ্গত কারণ ছিল তাঁর। ষ্টালিন সমগ্র কৃষক সমাজের উৎসাদন ব্যাপারে লিপ্ত হয়েছেন। কৃষকেরা আবার ক্রীতদাস হতে চলেছে। মার্কসের থিওরী কাজে ফলানোর এই ভয়াবহ পরিণাম থেকে রুশিয়াকে রক্ষা করতে গিয়ে আমি ষড়যন্ত্র করতে বাধ্য হয়েছি।

হয়তো এই স্বীকৃতির পেছনে সততা ছিল। রুশিয়ায় তখন ষ্টালিনের বিরুদ্ধে ক্রমশই একটা মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ষ্টালিন একাজে অগ্রসর হয়েছিলেন সারসাফের তা ছিল না। ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার চলেছিল পুঁজীবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। পুঁজিবাদ এমনভাবে তাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল যে ষ্টালিনের চলার পথ তাদের কাছে শুধু দুর্গম নয়, অগম্য বলেই মনে হয়েছিল।

ষড়যন্ত্রকারীরা স্থির করেছিল ষ্টালিনকে হত্যা করে তারা ব্লুচারকে সামরিক ডিক্টেটার নিযুক্ত করবে। সেনানায়ক ব্লুচার এ সময়ে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তিনি নাকি আগে জার্মান অফিসার ছিলেন। যুদ্ধের সময়ে ধৃত ও অবরুদ্ধ হন। বিপ্লবের প্রাক্কালে তাঁকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। পরে তিনি সোভিয়েটের পক্ষে যোগ দেন এবং সৈনিক হিসাবে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন।

ব্লুচার কিন্তু নিজে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না। রেজনিকফ এই ষড়যন্ত্র যখন প্রকাশ করে দেন, সারসফকে গ্রেপ্তার করে উরল প্রদেশে তাকে নির্বাসিত করা হয় কিন্তু ব্লুচার এর মধ্যে নেই বুঝতে পেরে ষ্টালিন তাকে ক্ষমা করেন। শুধু সামরিক ব্যবস্থা হিসাবে তাঁকে পূর্বসীমান্তে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়। পরে তিনি ফিল্ডমার্শাল পদে উন্নীত হন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি সোভিয়েটের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন।

ষ্টালিনের সমস্ত কঠোরতা ছিল বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে। যারা রুশিয়ার বা বলশেভিক পার্টির বিরুদ্ধতা করত তিনি কোন রকমেই তাদের ক্ষমা করতে পারত না। কিন্তু এজন্য সন্দেহ করেই তিনি কাউকে শাস্তি দেননি। বুচারের জীবনই তার প্রমাণ।

নূতনত্বের বিরোধিতা সকল দেশে সব সময়েই চলে আসছে। কিন্তু জনসাধারণ যখনই এর উপযোগিতা বুঝতে পারে তখনই তাকে গ্রহণ করে। যৌথচাষ ব্যবস্থার বেলাও তাই হল। বিরোধিতার প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতেই চাষীরা দলে দলে এসে কলেক্‌টিভ ফার্মে যোগ দিতে লাগল। বস্তুতঃ ষড়যন্ত্র ভেঙ্গে দেবার জন্য ষ্টালিনের কঠোরতার কোন প্রয়োজনই ছিল না। পরোক্ষভাবে জনসাধারণই একে ভেঙ্গে দিয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে যৌথ চাষ ব্যবস্থার কাজ এত দ্রুত আরম্ভ হল যে শিল্পপ্রসার ব্যবস্থার আকর্ষণও এর কাছে ম্লান হয়ে গেল। ষ্টালিন এ সম্বন্ধে লিখেছেন,

"বর্তমান কলেক্‌টিভ ফার্মিং-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, চাষী শুধু পূর্বের ন্যায় এখন দলে দলে আসছে না, এক এক গ্রাম, এক ভোলোষ্ট, এক জিলা, কখনো কখনো এক অঞ্চলের সমস্ত চাষীই যৌথচাষ ব্যবস্থা স্বীকার করে নিচ্ছে। এর অর্থ এই যে, মধ্যবিত্ত কৃষকশ্রেণী সবাই এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। রুশিয়ার কৃষি ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের অভূতপূর্ব সাফল্য।"

প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী প্ল্যান

১৯২৯ সনের এপ্রিল মাসে পার্টির ১৬শ সম্মেলনের অধিবেশন হয়। প্রধান কর্মসূচী ছিল "প্রথম পঞ্চবার্ষিকী প্লান"। সোস্যালিজম প্রতিষ্ঠাকল্পে এই পরিকল্পনা অধিবেশনে গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনায় স্থির হয় যে, ১৯২৮-৩৩ এই পাঁচ বছরে জাতীয় অর্থনীতিতে ৬৪৬০০০০০০০০ রুবল খাটানো হবে। এর মধ্যে ১৯৫০০০০০০০০০ রুবল খাটবে শিল্পপ্রসার ব্যাপারে এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উন্নয়নে, ১০০০০০০০০০০ রুবল খাটবে কৃষিকাজে। কমরেড ষ্টালিন বলেন, 'প্রথম পঞ্চবার্ষিক প্লানের উদ্দেশ্য এই যে, দেশে আমরা এমন শিল্প গড়ে তুলব যে শুধু শিল্প নয়, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি সবই নূতন করে গড়ে উঠবে—সাম্যবাদের ভিত্তির উপর এরা নূতন জীবন পাবে।'

১৯২৯ সনের ২৭শে ডিসেম্বর এক মার্ক্সিষ্ট সম্মেলনে ষ্টালিন সমাজতন্ত্রী পদ্ধতিতে কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন, জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ধারার মধ্যে সমতা রক্ষা বুর্জোয়া নীতি, সমাজতন্ত্রী পদ্ধতিতে গঠন ব্যবস্থাও স্বতস্ফূর্তভাবেই গড়ে উঠবে এও মার্ক্স বিরোধীদের কথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষীদের বর্তমান অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে এও মার্ক্সপন্থীদের নীতি হতে পারে না। তিনি বলেন, শ্রেণী হিসাবে কুলাকদের উৎসাদন প্রয়োজন, কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গেই

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষীদের চাষ ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের হাতে নিতে হবে। এই হল সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি।

১৬শ পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাবে এ সম্পর্কে বলা হ'ল— অক্টোবর বিপ্লবের পরে বিপ্লবোত্তর প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে পল্লী অঞ্চলে জমিদার শ্রেণীর উচ্ছেদ করা হয়। যৌথ চাষ ব্যবস্থা এরই দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথম অধ্যায়েরই সহজ পরিণতি। এর ফলেই সোভিয়েট রুশিয়ায় সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা হবে।

১৯৩০ সনের গোড়ার দিকেই রুশিয়ায় কলেক্টিভ ফার্মিং ব্যবস্থার সাফল্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এই বছরেরই ১৭ই জুন ষ্টালিনগ্রাড ট্রাক্টর ওয়ার্কসের শ্রমিকদের সম্বোধন করে ষ্টালিন বলেন, রেড ব্যানার ট্রাক্টর প্লাণ্টের বিজয়ে আমি তাদের অভিনন্দিত করছি। যে পঞ্চাশ হাজার ট্রাক্টর আপনারা প্রতি বছর তৈরী করবেন, তা হবে পঞ্চাশটী কামানের গোলা। পুরাতন জীর্ণ বুর্জোয়া জগতকে এরা ধ্বংস করবে, সেই ধ্বংসের মধ্য থেকেই সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি গড়ে উঠবে। আপনাদের কর্মসূচী সাফল্যমণ্ডিত হউক এই আমার কামনা।"

যৌথ চাষ ব্যবস্থা সম্পর্কে বাধা শুধু দক্ষিণপন্থীদের কাছ থেকেই আসেনি, বামপন্থীরাও পরোক্ষভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করছিল এতে। ষ্টালিনের পরামর্শক্রমেই পার্টি স্থির করেছিল যৌথচাষব্যবস্থায় চাষীকে জোর করে টেনে আনা হবে না; তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ তাদের উপর জোর করার কোন কথাই উঠতে পারে না। বামপন্থীরা

কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। যে ভাবে ধীর মন্থর গতিতে কাজ চলছিল তা মোটেই তাদের মনঃপূত হয়নি। তারা একে বিপ্লববিরোধী নীতি বলেই মনে করল।

১৯৩০ সনের ২রা মার্চ সেণ্ট্রাল কমিটির নির্দেশ অনুসারে ষ্টালিন তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন—"Dizzig with success." বামপন্থীদের উগ্রমতবাদকে তিনি প্রগতির পরিপন্থী বলে অভিহিত করলেন। তিনি বললেন, যৌথচাষ ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হতেই হবে, তা ছাড়া রুশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে এতে ব্যবস্থার পার্থক্যও রাখতে হবে।

১৯৩০ সনের ৩রা এপ্রিল তিনি এ সম্বন্ধে আর একটা প্রবন্ধ লিখলেন—"Reply to Collective Farm Comrades." প্রবন্ধে ষ্টালিন যৌথ চাষ আন্দোলন সম্পার্কে নানা ভুল ভ্রান্তি দেখিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, সাম্যবাদী রুশিয়ার শ্রেণী সংগ্রাম এখানেই সুরু হয়েছে। আক্রমণ সফল করতে হলে এই সংগ্রামের রীতি এবং প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনতে হবে। প্রতিদিনের জয়যাত্রাকে আয়ত্তে আনতে হবে, সাফল্য যতটুকু হয়েছে তাকে কার্যকরী করে তুলতে হবে প্রথম, এর পর আসবে দ্বিতীয় পর্যায় অগ্রসর হবার পালা। আক্রমণ ভাগকে আবার নতুন করে তৈরী করে নিতে হবে, সম্মুখভাগকে সংরক্ষিত বাহিনী দিয়ে সাহায্য করতে হবে, পশ্চাদভাগকে নতুন করে গঠন করতে হবে। তিনি বলেন, সুবিধাবাদীরা এই সংগ্রামের রীতি বুঝবে না। শুধু আক্রমণ করলেই এখানে চলবে না। মধ্যবিত্ত

চাষীদের সঙ্গে মৈত্রীভাব গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের সঙ্গে মিলেই কুলাকদের বিরুদ্ধে চলবে আক্রমণ।

ষ্টালিনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও পরিচালনায় রুশিয়ায় অর্থনৈতিক বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হল। সোভিয়েট রুশিয়ায় কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাসে এ অধ্যায় সম্পর্কে লেখা আছে—এই বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এর প্রেরণা এসেছিল উপর থেকে, প্রচেষ্টা ছিল ষ্টেটের, সমর্থন ছিল নীচের ; কোটী কোটী কৃষক এতে যোগ দিয়েছিল। কুলাক শ্রেণীর বন্ধন থেকে তারা মুক্ত হয়ে যৌথচাষ ব্যবস্থা আরম্ভ হবে এই ছিল তাদেব আকাঙ্খা।

১৯৩০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, জনসভা, শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী এবং লালফৌজের অনুরোধে পার্টির সেণ্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি ষ্টালিনকে দ্বিতীয় "অর্ডার অফ দি রেড ব্যানার" অর্পণ করলেন। রুশিয়ার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টারই এ পুরস্কার।

১৯৩০ সনের ২৬শে জুন পার্টির ১৬শ কংগ্রেস আরম্ভ হল, ১৩ই জুলাই পর্যন্ত এই অধিবেশন চলে। এই অধিবেশনকে "সমাজতন্ত্রবাদের সর্বতোমুখী অভিযান" বলা হয়ে থাকে। ষ্টালিন তাঁর রিপোর্টে পুঁজীবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের এই অভিযানের অর্থ বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন, সোভিয়েট রুশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অধ্যায় সুরু হয়েছে। এর গতিবেগ এখন বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক প্লান যাতে চার

বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ হতে পারে তারই চেষ্টা করতে হবে আমাদের।

ষ্টালিনের পরিচালনায় দেশে সাফল্য এসেছে। যৌথচাষ ব্যবস্থার গুণে আজ আর দেশে খাদ্যশস্যের অভাব নেই। সমাজতন্ত্রী পদ্ধতি শিল্প প্রসারের ফলে দেশে আজ আর যে শুধু শিল্পদ্রব্যের অভাব নেই তা নয়, বেকারও কেউ নেই। দেশবাসী বুঝল ষ্টালিনের নেতৃত্বেই তাদের এ সম্ভব হয়েছে।

তাই ষ্টালিনের নির্দেশ মানতে আজ তাদের দ্বিধা নেই। কংগ্রেসের নির্দেশমত সমগ্র দেশের শ্রমিক ও কৃষক সমাজ কাজ আরম্ভ করে দিল। দেশব্যাপী সমাজতন্ত্রী প্রতিদ্বন্দ্বীবাহিনী এবং শক্‌বিগ্রেড গড়ে উঠল। ১৬শ কংগ্রেসের পূর্বে বিশ লক্ষ শ্রমিকেরও বেশী সমাজতন্ত্রী প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীতে কাজ করছিল, শক বিগ্রেডেও ছিল দশ লক্ষ শ্রমিকের কম নয়। এই সমাজতন্ত্রী প্রতিদ্বন্দ্বীবাহিনীর কাজ সম্পর্কে কমরেড ষ্টালিন বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বীবাহিনীর কাজ শ্রম সম্পর্কে মানুষের মতামতে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন এনেছে। শ্রম আজ অমর্য্যাদাকর দুঃসহ ভারমাত্র নয়, আজ এতে আছে মর্য্যাদা, আছে গৌরব; শ্রম আজ সাহস ও বীরত্বের সঙ্গেই তুলনীয়। শ্রম সম্পর্কে এ মনোভাব ধনতান্ত্রিক দেশে নেই, সেখানে এ থাকতে পারে না।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক প্লান সফল করবার জন্য শুধু বলশেভিক পার্টি নয় সমস্ত রুশিয়াই উঠে পড়ে লাগল। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে

শিল্পকৌশল তাদের আয়ত্ত করতে হবে, উৎপাদন পদ্ধতির কৌশলও আয়ত্তে আনা চাই, এর উপরই নির্ভর করছে জাতীয় অর্থনীতির সর্বাঙ্গীন সাফল্য। ১৯৩১ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সমাজতন্ত্রী শিল্প ম্যানেজারদের প্রথম অল-ইউনিয়ন কনফারেন্সে তাদের নেতা আহ্বান জানালেন, "বলশেভিকদের শিল্পকৌশল আয়ত্ত করতে হবে। পুনর্গঠন সময়ে শিল্পকৌশলই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে।"

সমগ্র রুশিয়ায় সেদিন বলশেভিক পার্টির জয়ধ্বনি, ষ্টালিনের নেতৃত্বের জয়ধ্বনি। শ্রমিক কৃষক মহলে উৎসাহের অন্ত নেই। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ষ্টালিন বললেন, পার্টির সদস্যদের মার্ক্সীজম-লেনিনিজম সম্পর্কে শিক্ষা থাকা চাই; সমাজতন্ত্রী পদ্ধতিতে এই উৎপাদন সম্পর্কে বলশেভিক পার্টির এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে যেতে হবে। ইতিহাসকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চান তাদের বিরুদ্ধে এ হবে আমাদের অমোঘ অস্ত্র। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ১৯৩১ সনের নভেম্বর মাসে "প্রোলেটারস্কায়া রিভলিউসনিয়া" ম্যাগাজিনে এক প্রবন্ধ লিখলেন। ট্রটস্কীপন্থীগণ বলশেভিক-বাদের বিরুদ্ধে তখনও প্রচারকার্য্য চালাচ্ছিলেন। ষ্টালিন বলশেভিকবাদের অগ্রগতি বুঝিয়ে দিয়ে তাদের যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করলেন। তিনি বললেন, লেনিনবাদ চিরদিনই সবরকমের সুবিধাবাদীদের ধ্বংস করে এসেছে, তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে এসেছে, এতেই লেনিনবাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে,

সে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। জগতে বিপ্লবীদলের মধ্যে একমাত্র বলশেভিকরাই সবরকম সুবিধাবাদ ধ্বংস করতে সমর্থ হয়েছে, তাদের দলকে এদের থেকে মুক্ত করে তারা বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি অক্ষুন্ন রেখেছে। তিনি বলেন, ট্রটস্কীবাদ বিপ্লববিরোধী বুর্জোয়াদলেরই মতবাদ। কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে, সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে এ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরূপে কাজ করছে।

১৯৩৩ সনের প্রথম দিকে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বেই প্রথম পঞ্চবার্ষিক প্লানের সাফল্য ঘোষণা করা হল। জানুয়ারী মাসের সেণ্ট্রাল কমিটির অধিবেশনে এবং পার্টির সেণ্ট্রাল কণ্ট্রোল কমিশনের নিকট ষ্টালিন প্রথম পঞ্চবার্ষিক প্লানের ফলাফল ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন, সোভিয়েট রুশিয়া আজ কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছে। একদিন ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিজীবীদের এদেশ কিন্তু আজ সমাজতন্ত্রী পদ্ধতিতে এর কৃষিকাজ চলছে বিরাট আকারে, জগতে কোথাও এর তুলনা নেই। শোষকশ্রেণী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে স্থানচ্যুত হয়েছে। তাদের ভিতর একদল বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে বাধ্য হয়েই মেনে নিয়েছে কিন্তু অবশিষ্ট যারা সমস্ত দেশে তারা ছড়িয়ে পড়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে গোপনে সংগ্রাম চালাবার জন্য। এইজন্যই সবদিকে আমাদের সমান দৃষ্টি রাখতে হবে, সমাজতন্ত্রবাদের এ ঐশ্বর্য্য রক্ষার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, সোভিয়েট পদ্ধতিকে

আরও দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, সর্বহারাদের আধিপত্যকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

পল্লীঅঞ্চলে কাজ সম্পর্কে এই অধিবেশনে তিনি বলেন, যৌথচাষ ব্যবস্থাকে এখন সংহত করতে হবে, তাদের পুরাদস্তুর বলশেভিক ফার্মে পরিণত করতে হবে, তাদের মধ্যে এখনও যেসব বিরোধীদলীয় কুলাক আছে তাদের থেকে ফার্ম গুলিকে মুক্ত করতে হবে। যারা আমাদের ধ্বংস করতে চায় তাদের আমরা কোনমতেই আর প্রশ্রয় দিতে পারি না।

১৯৩৩ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলেকটিভ ফার্ম শক শ্রমিকদের অল-ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ষ্টালিন বলেন, "যৌথচাষ ব্যবস্থাগুলিকে বলশেভিক নীতিতে পুনর্গঠিত করুন, যৌথচাষীদের সমৃদ্ধ করুন।" ষ্টালিন বলেন, "এদের সমৃদ্ধ করার জন্য একটিমাত্র জিনিস প্রয়োজন—সজাগবুদ্ধি নিয়েই তাদের যৌথচাষ ব্যবস্থায় যোগ দিতে হবে এবং ট্রাক্টার ও যন্ত্রাদির সদ্ব্যবহার করতে হবে।"

সর্বগুণসম্পন্ন নেতা

লেনিনগ্রাডে সোভিয়েট রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির ১৭শ কংগ্রেসে সেণ্ট্রাল কমিটির কার্য্য সম্প্রর্কে বক্তৃতা করতে গিয়ে জনৈক বিশিষ্ট সোভিয়েট নেতা জনপ্রিয় নেতার সম্পর্কে নিম্নলিখিত উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেন :—

"বন্ধুগণ, আমাদের পার্টির কাজ, এর সাফল্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই বিজয় লাভের পেছনে সমস্ত শক্তির সংগঠনকারী যিনি তাঁর কথা না বলে উপায় নেই। আমি কমরেড ষ্টালিনের কথা বলছি।

দশ বছর আগে আমরা যে বীরকে হারিয়েছি, আমাদের এই বিরাট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা যিনি, তাঁর আদর্শকে ষ্টালিন এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তাঁরই উপযুক্ত শিষ্য তিনি। ষ্টালিন সর্বগুণ-সম্পন্ন নেতা।

ষ্টালিনের বিরাট সত্তাকে সর্বতোভাবে বুঝতে পারা সহজ নয়। লেনিনের মৃত্যুর পরে গত কয়েক বছরে পার্টিতে গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছুই হয়নি যার কর্তৃত্ব এবং কৃতিত্ব কমরেড ষ্টালিনের নয়। সমস্ত বড় বড় কাজে পার্টি ষ্টালিনের নির্দেশ, কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্বে পরিচালিত হয় একথা সবারই জেনে রাখা উচিত। আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যার সমাধানও তাঁরই অনুমোদন অনুযায়ী হয়ে থাকে। শুধু গুরুত্বপূর্ণসমস্যা নয়, তৃতীয় স্তরের এমনকি দশমস্তরের সমস্যা পর্য্যন্ত তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। শ্রমিক এবং কৃষকের বিশেষতঃ এদেশের শ্রমিক কৃষকের সমস্ত সমস্যার সমাধান তাঁর কাছে প্রিয়।

শুধু সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাই নয় বিশেষ কোন ব্যাপার সম্পর্কেও একথা বলা চলে। উদাহরণস্বরূপ দেশরক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা যেতে পারে। এখানেও সমস্ত প্রকার সাফল্যের

জন্য আমরা ষ্টালিনের নিকট ঋণী। এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির অদ্ভুত সংগঠনী প্রতিভা ব্যতীত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় পার্টির এই অভূতপূর্ব সাফল্য সম্ভব হত না।

"যৌথচাষ ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করুন," "যৌথচাষ ব্যবস্থাকে বলশেভিক করুন," "শিল্প পদ্ধতিকে আয়ত্ত করুন"—এ সবই ষ্টালিনের শ্লো-গান, প্রথম পঞ্চবার্ষিক প্লানের সাফল্য তারই নির্দেশে সম্ভব হয়েছে।"

বিজয়ী কংগ্রেস

১৯৩৪ সনের প্রথম ভাগে পার্টির ১৭শ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেস "বিজয়ী কংগ্রেস" বলে পরিচিত। ষ্টালিন নিজেই এই অধিবেশন পরিচালিত করেন। তাঁহার রিপোর্টে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পার্টির জয় এবং সোভিয়েট রুশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় পার্টির সাফল্য সম্পর্কে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রুশিয়ার সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিতে আজ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদের নীতিদ্বারা। জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক প্লানও এই কংগ্রেসেই গৃহীত হল।

প্রকৃতপক্ষে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে সর্বত্রই বলশেভিক পার্টির সাফল্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। শিল্পক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক প্লান ১৯৩৭ সনের এপ্রিল মাসেই পূর্ণ হল। ৫ বৎসরের কর্মতালিকা

৪ বৎসর তিন মাসের মধ্যেই সমাপ্ত হল। এরই মধ্যে রুশিয়ায় নানাবিধ মেসিন, মেসিন তৈরীর যন্ত্রাদি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ তৈরী আরম্ভ হয়েছে। কৃষি-ক্ষেত্রেও ট্রাক্টার এবং কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রাদি তখন রুশিয়ায়ই তৈরী হচ্ছিল। রেলের ইঞ্জিন, মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন, জাহাজ ও এরোপ্লেন প্রভৃতিও তৈরী হচ্ছিল দ্রুত গতিতে। যুদ্ধ প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন প্রভৃতিও তখন যথেষ্ট সংখ্যক তৈরী হয়েছে। এ সমস্তই তৈরী হত ষ্টালিনের নিজের ব্যবস্থাধীনে। শ্রমিকরা নিজেদের জিনিস বলে প্রাণপণ পরিশ্রম করত। সেইজন্য অন্যান্য দেশের তুলনায় রুশিয়ার এ সমস্ত দ্রব্যাদি অনেক ভাল ছিল। বস্তুতঃ ১৯৩৭ সনের প্রথম ভাগেই রুশিয়া জগতে অন্যতম শক্তিশালী জাতি। জগতের অন্যান্য দেশ যখন খাদ্যাভাবে হাহাকার করছে, যৌথচাষ ব্যবস্থার গুণে রুশিয়ায় খাদ্যাভাব তখন মিটে গেছে, প্রয়োজনবোধে তার সঞ্চয়ও হচ্ছে কিছু কিছু। শিল্পক্ষেত্রে শুধু দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নয়, যুদ্ধোপকরণও তখন রুশিয়ায় তৈরী হচ্ছে। তার বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠেছে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ভয় তখন তার কেটে গেছে।

বলাবাহুল্য, জাতি সংগঠনের এই বিরাট কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে তদারক করছিলেন ষ্টালিন নিজে। কিরকম মেসিন তৈরী হলে ভাল কাজ হবে, সহজ অল্প ব্যয়সাধ্য উপযোগী যন্ত্রাদি কেমন করে তৈরী করা যেতে পারে এ সমস্ত উদ্ভাবনা শক্তিই

ষ্টালিনের নিজস্ব। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে হাতে-কলমে কাজ করে সাহায্য করতেন তিনি। এ ছাড়া শ্রমিক থেকে আরম্ভ করে ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পব্যবস্থার ম্যানেজার, ব্যবস্থাপক, আবিষ্কারক, ডিজাইনার সবাই উৎসাহ পেয়েছে ষ্টালিনের কাছ থেকে। লালফৌজকে তিনি নিজেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করেছেন, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনীও তাঁর ব্যবস্থায় অপরাজেয় শক্তি অর্জন করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমাজতন্ত্রবাদের শত্রুদের ধ্বংস করে সমগ্র বিশ্বে সাম্যবাদের বিজয়বার্তা ঘোষণা করেছে সোভিয়েট রুশিয়া।

কৃষি ও শিল্পের প্রসার এত দ্রুত হচ্ছিল যে ১৯৩৫ সনের পূর্বেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি তৈরী হয়ে গেছে। ষ্টালিন দেখলেন যন্ত্র আছে কিন্তু যন্ত্র পরিচালনার লোক নেই। তাই যন্ত্রশিল্পী তৈরীর কাজে তিনি মনোযোগী হলেন। ১৯৩৫ সনের মে মাসে রেড আর্মি একাডেমীর গ্রাজুয়েটদের সম্বোধন করে এ সম্বন্ধে ষ্টালিন বলেন, "যন্ত্র পরিচালনার পর, একে পূর্ণভাবে কাজে লাগানোর জন্য চাই কর্মী। এই যন্ত্রশিল্প যারা আয়ত্তে আনবেন এমন কর্মীদল আমরা চাই। যন্ত্রশিল্পী ছাড়া যন্ত্র থাকে মৃত, শিল্পীর হাতে এরা বিস্ময় সৃষ্টি করে। আমাদের প্রথম শ্রেণীর মিলগুলিতে এবং ফ্যাক্টরীতে, সোভিয়েট ফার্মগুলিতে এবং যৌথ ব্যবস্থায়, যানবাহন বিভাগে এবং লালফৌজে যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী যখন কাজ করতে আরম্ভ করবে এই যন্ত্র সাহায্যে আমরা তিনগুণ কি চারগুণ ফল পাব।

জগতে যত রকমের সম্পদ আছে, ঐশ্বর্য্য আছে, কর্মীদল হল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান, এ কথা বুঝবার সময় এসেছে আমাদের। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কর্মীদলই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। শিল্প, কৃষি, যানবাহন এবং সৈন্যবাহিনীতে যদি যথেষ্ট সংখ্যক অভিজ্ঞ কর্মী থাকে আমাদের দেশ অপরাজেয় শক্তি অর্জন করবে এবং এ যদি না হয় আমাদের দু পা থাকতে আমরা হব খোঁড়া।

ষ্টালিনের উৎসাহ ও প্রেরণায় অগ্রগামী কর্মীদল গঠনের সাড়া পড়ে গেল। সাম্যবাদী সোভিয়েট রুশিয়ার ইতিহাসে এ আন্দোলন "ষ্টাখানোভ আন্দোলন" নামে খ্যাত। ডনবাস অঞ্চলে কয়লা শিল্পাঞ্চলে এ আরম্ভ হল এবং দ্রুতগতিতে রুশিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন শিল্প ও কৃষি ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ লোক কাজে লাগল। যন্ত্রশিল্প আয়ত্তে এনে সমাজতন্ত্রী পদ্ধতিতে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল এরা। ১৯৩৫ সনের নভেম্বর মাসে ষ্টাখানোভাইটসদের অল ইউনিয়ন কনফারেন্স বসল। ষ্টালিন বললেন, ষ্টাখানোভ আন্দোলন সমাজতন্ত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতার নূতন অভিব্যক্তি বই আর কিছুই নয়। এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এর ফলে পুরাতন শিল্পব্যবস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছে, নতুন ব্যবস্থায় উৎপাদন ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় বহু গুণ বেড়ে যাচ্ছে, রুশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা আরও একধাপ এগিয়ে যাচ্ছে, এর ফলে আমাদের দেশ হবে জগতে সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী দেশ।"

ষ্টালিন দেখালেন, এই আন্দোলনের ফলে কম্যুনিজমের ভবিষ্যৎ ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে, এর মধ্যে আছে সংস্কৃতির অগ্রগতি সম্ভাবনা। শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতি বলতে যা বুঝায় তা আরও একধাপ এগিয়ে যাবে, মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রমে যে পার্থক্য আছে তা ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যাবে।

ষ্টালিনের নিজের নেতৃত্বে ষ্টাখানোভাইট সম্মেলন পরিচালিত হয়। ক্রেমলিনে শিল্প-শ্রমিক ,যানবাহন শ্রমিক এবং কৃষি-শ্রমিকদের যে সম্মেলন হয় তাও ষ্টালিনই পরিচালনা করেন। ছোট বড় সকল শ্রমিকদের সঙ্গে তিনি নিজে বসে আলোচনা করেন। ষ্টাখানোভাইটদের তিনি বলেন, লেনিন আমাদের শিখিয়ে গেছেন যিনি যথার্থ বলশেভিক নেতা হবেন, তিনি শুধু যে শ্রমিকদের শিক্ষা দিবেন তা নয়, শ্রমিকদের কাছ থেকে তাকে শিখতেও হবে। ষ্টালিনের বৈপ্লবিক জীবনে এই আদর্শ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, সাধারণের সঙ্গে নিজেকে তিনি কোনদিনই পৃথক করে দেখতে পারেন নি। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের মূলেও অনেকটা এ-ই।

ষ্টালিন আজ আর শুধু রুশিয়ার নেতা নন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনেরও তিনিই একমাত্র নেতা। লেনিন ও ষ্টালিনের নেতৃত্বেই আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল। প্রথম আন্তর্জাতিক যেমন মার্কস্ এবং এঞ্জেলসের নামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ইতিহাসও তেমনি লেনিন ও ষ্টালিনের নাম চিরদিনই স্মরণ করবে।

ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিও আজ রুশিয়ার দিকে, রুশিয়া যেন তাদের নিজের দেশ, ষ্টালিন তাদের নেতা। তাঁরই নেতৃত্বে একদিন সমগ্র শ্রমিক সমাজের দুঃখ ঘুচে যাবে এ আশা তারা করছে। জগতের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কাছে ষ্টালিন তাদের শিক্ষক। শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু যারা তাদের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সর্বহারাদের বিজয়লাভ কেমন করে সম্ভব করে তুলবে সে উপদেশ তারা ষ্টালিনের নিকট থেকেই শিক্ষা করে। বলশেভিক পার্টির গৌরবময় ইতিহাসের মূলে শ্রমিক শ্রেণীর উপর ষ্টালিনের প্রভাব। অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের কাছে বলশেভিক পার্টি শ্রমিক পার্টির আদর্শ, সব দেশের শ্রমিক দল এই আদর্শেই গঠিত হবে। এই পার্টির নেতৃত্বেই জগতের এক দেশে অন্ততঃ পুঁজীবাদের পরাজয় ঘটেছে, সর্বহারাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই পার্টির নেতৃত্বেই রুশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদ গড়ে উঠেছে। জগতের শ্রমিক শ্রেণী এই পার্টিকে আদর্শ করবে, একে নিজেদের পার্টি বলে ভালবাসবে বিচিত্র কি!

কিন্তু ষ্টালিনের মুখের কথা ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের কথা সব দেশের শ্রমিকরাই জানে। এই মহান নেতার প্রত্যেকটি কথা কাজে পরিণত হবে এবং তাদের এই কাজই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক ও ধনিকের পরস্পর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করবে। সমাজতন্ত্রী বিপ্লবে বিজয়ের অভিজ্ঞতা তাঁকে যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি দিয়েছে তারই ফলে তিনি দেখেনও সমস্ত কিছু

নির্ভুলভাবে। উদ্দেশ্য ঠিক করে নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করতে তার ভুল হয় না।

বিপ্লবী ষ্টালিন বিপ্লবী লেনিন হতে ভিন্ন নয়, বলশেভিক পার্টির ইতিহাস ষ্ট্যালিনেরই জীবন-ইতিহাস। বৈপ্লবিক আন্দোলন যখন প্রকাশ্য পথ ছেড়ে গোপন পথে চলতে বাধ্য হয়েছিল, পার্টির সেই সঙ্কট সময়ে আমরা দেখেছি তাঁর চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা এবং বৈপ্লবিক উদ্যমশক্তি ; অক্টোবর বিপ্লবকে সার্থক করার জন্য তাঁর অদম্য চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম আমরা দেখেছি, গৃহযুদ্ধের সময়ে, শ্রমিক সমাজের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলবার কাজে আমরা তাঁকে দেখেছি, সংগ্রামে কোথাও বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন তিনি করেন নাই। সংগ্রামে একান্ত সঙ্কট মুহূর্তে তিনি বিরোধী পক্ষের সঙ্গে আপোষ রফা করেন নাই।

ষ্টালিন মহান নেতা এবং জাতির সার্থক শিক্ষক। সমাজ-তন্ত্রী বিপ্লবের তিনি কূটকৌশলী যোদ্ধা, সাম্যবাদ বিরোধীদের নির্মম শত্রু। নীতির প্রতি তাঁর অবিচলিত বিশ্বাস, বৈপ্লবিক দৃঢ়চিত্ততার সঙ্গে উদ্দেশ্য সাধনে একাগ্রতার অপূর্ব সমন্বয়, জনসাধারণের সঙ্গে অসামান্য হৃদ্যতা এ সমস্তই জীবনে এনে দিয়েছে বিপ্লবী হিসাবে সার্থকতা। যাদের সঙ্গে তিনি মিশেছেন অপূর্ব কর্মপ্রেরণায় তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, পরিচালিত করেছেন তাদের বিজয়ের পথে।